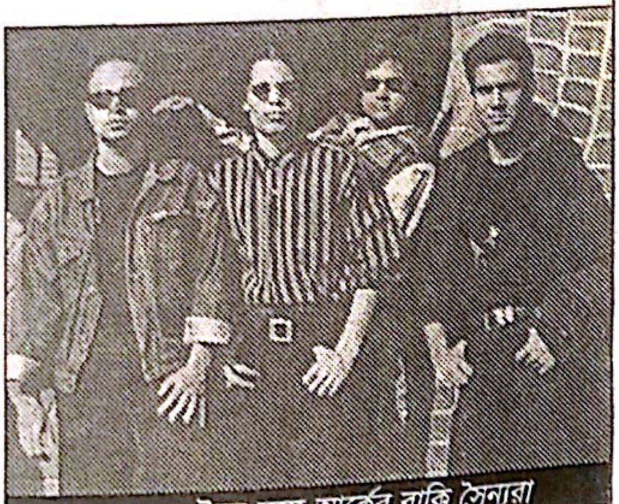
টুলু এসেছেন

জনপ্রিয় ব্যান্ডদল মূল কারিগর আশিকুজ্জামান টুলু গত বছর ব্যক্তিগত কারণে সপরিবারে কানাডায় পাড়ি জমান। সংগীত অঙ্গনের অনেকে ধারণা করেছিলেন টুলু আর বাংলাদেশে ফিরবেন না সহসা। কিন্তু গেল ২৬ জুলাই তিনি দেশে ফিরেছেন। দেশে ফিরেই আর্কের চতুর্থ অ্যাল-



টুলুর সঙ্গে আর্কের বাকি সৈন্যরা

বামের কাজ শুরু করেছেন। এই অ্যালবামে মোট বারোটি গান থাকবে। তার মধ্যে হাসান ছয়টি, টুলু তিনটি, পঞ্চম তিনটি করে গাইবেন। অ্যাল-বামের শিরোনাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে অ্যালবামটি বছ-রের শেষ দিকে বাজারে আস-তে পারে। গান লিখেছেন— হাসান, সোহেল আরমান, পঞ্চম। উল্লেখ্য, তাদের তৃতীয় অ্যালবাম 'জন্মভূমি' সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম ব্যবসা সফল ক্যাসেট।

— জাহিদ আকবর

Scanned with CamScanner

"কিশোর পত্রিকা" ১৫মে-১৫জুন ১৯৯৩ইং

ব্যাণ্ড পরিচিতি

'১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসে ব্যাণ্ড সঙ্গীতের আঙিনায় পা রাখে আর্ক।

জনপ্রিয় ব্যাণ্ড চাইমের প্রতিষ্ঠাতা আশিকুজ্জামান টুলু আর্কেরও প্রতিষ্ঠাতা। 'মেহমান'-কে আর্ক গানে রূপান্তরিত করে তাদের ক্যাসেটে স্থান দিয়েছে। গানটি যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে।

'মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গান গাইলেন কেন?'—এই

প্রতিষ্ঠিত ব্যাণ্ড আর্ক

মারুফ আহমেদ

প্রশ্নের জবাবে টুলু বললেন, 'নতুন প্রজন্ম, যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বার্তা পৌঁছে দেয়া আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। এদেশে কেন এবং কিভাবে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, কিভাবে আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, এসব প্রত্যেকটি বিষয়ে তাদেরকে জানানর উদ্দেশ্যেই এই গান গাওয়া। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ফলে পাওয়া না পাওয়ার বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশও আমাদের এই গান গাওয়ার উদ্দেশ্য।'

ব্যাণ্ডের ভুবনে প্রবেশ করার কিছু দিনের মধ্যে সারগাম থেকে বেরোয় আর্কের একমাত্র ক্যাসেট। ক্যাসেট সম্বন্ধে টুলু বলেন, 'বিশেষ কারণে খুব তাড়াহুড়ো করে ক্যাসেটটি আমাদেরকে বের করতে হয়, একারণে ক্যাসেটে বেশ অযত্ন ছিল, তবে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি শ্রোতাদের ভাল গান উপহার দিতে।'

ক্যাসেটের শিরোনাম ছিল 'মুক্তিযুদ্ধ'। সঙ্গীত অনুরাগীদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয় ক্যাসেটটি। মোট ১৪টি মন মাতানো গান স্থান পেয়েছে। গানগুলোর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পায় হারিকেন, সেদিনও আকাশে, রেশমী, আজব, এত কাল এবং চাঁদ। বিশিষ্ট ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়ার বিখ্যাত ছড়া

আর্কের ক্যাসেটে রয়েছে ড্রাগস বিরোধী একটি গান।

'ড্রাগস বর্তমান তরুণ সমাজের অবক্ষয়ের



একটি অন্যতম প্রধান কারণ।' টুলু বলেন, 'এটা যারা নেয় বা সেবন করে, তাদের বেশির ভাগই তরুণ এবং প্রথমে শখের বশে নিলেও তা ভয়াবহ নেশায় পরিণত হয়। ড্রাগস সেবনকারীদেরকে এসব না নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেবার আগে যারা বিদেশ থেকে ড্রাগস পাচার করে আমাদের দেশে আনছে, তাদের রুখতে হবে। তাদেরকে আইনের মাধ্যমে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। কারণ এরা সমাজ, দেশ তথা একটি জাতির প্রধান শত্রু। সুতরাং এদেরকে রুখতে পারলেই দেশের তরুণ সমাজকে ড্রাগস-এর মরণ-ছোবল থেকে রক্ষা করা যাবে। আর এই বক্তব্য প্রকাশের উদ্দেশ্যেই আমরা এই গানটি গেয়েছি।'

আর্কের বর্তমান লাইন-আপ এমনঃ

বেস গিটারঃ শিশির।

লিড গিটারঃ পঞ্চম।

কী-বোর্ড ও রিদম প্রোগ্রামারঃ আশিকুজ্জামান টুলু।

রিদম গিটারঃ মবিন।

ভোকালঃ শামিম ও হাসান।

আর্কের দ্বিতীয় ক্যাসেটের কাজ শুরু হয়ে গেছে। বেরোবে শিগগির।

আমাদের দেশে এখন সন্ত্রাস একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। টুলু বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাণ্ড সঙ্গীত বর্তমান সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে বিরাট ভূমিকা রাখতে না পারলেও যথেষ্ট ভূমিকা অবশ্যই রাখছে। "সন্ত্রাসমুক্ত হোক সমাজ" এই শ্লোগানে বিভিন্ন ব্যাণ্ড গান গেয়েছে। তবে মূল ব্যাপার হচ্ছে জনগণের ঐকান্তিক চেষ্টাই সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারে, আমাদেরকে উপহার দিতে পারে একটি শান্তিপূর্ণ দেশ।' □

Scanned with CamScanner

"ছায়াছন্দ"

৯-১৫ এপ্রিল ১৯৯৩ ইং



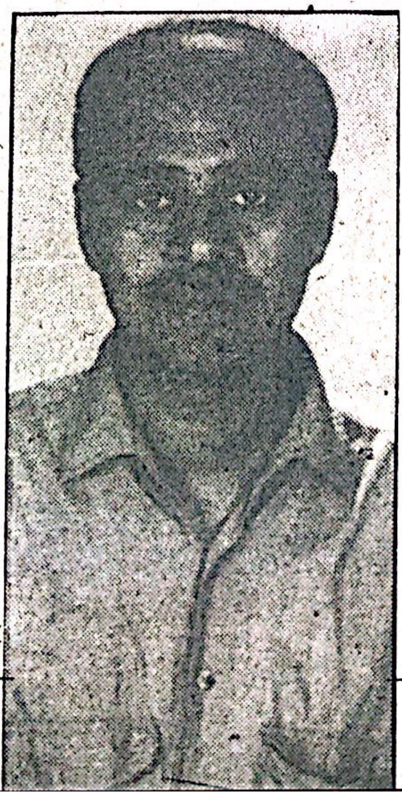
আর্ক সদস্যরা এক সাথে

আর্ক

আলোচিত এক বছর পর

১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে ব্যান্ড. লীডার ও কিবোডিস্ট আশিকুজ্জামান টুলুর নেতৃত্বে ভোকালিস্ট শামী, রিদম গীটারিস্ট মর্বিন, লীড গীটারিস্ট পঞ্চম ও পার্থ ও জাহাঙ্গীর এই ৬ জন সদস্য নিয়ে আর্ক ব্যান্ড জন্মলাভ করে। শুরু থেকে ব্যান্ডটি আর্ক নামে পরিচিতি লাভ করেছে। আর্ক ইংরেজী গানকে অধিক প্রাধান্য না দিয়ে বাংলা গানকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তবে বাংলা গানের, পাশাপাশি ইংরেজী গান তারা পরিবেশনকরে।

ব্যান্ডটি ১৯৯১ সালে জন্মলাভ করলেও স্টেজ প্রোগ্রাম তেমন করেনি। যদিও বিভিন্ন স্থানে নিজেদের গান পরিবেশন করেছেন। তাদের প্রথম স্টেজ শো ছিল কসবা থেকে আয়োজিত ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ রমনায়। আর দ্বিতীয় কনসার্টটি ছিল ধানমন্ডি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে ৪ ডিসেম্বর দুটি কনসার্টে



টুলু: ব্যান্ড লীডার

তারা বিখ্যাত ব্যান্ডের পাশাপাশি অনুষ্ঠান করার সুযোগ পেয়েছে এবং এ দুটি কনসার্টে তারা নিজস্ব গান পরিবেশন করে লাইম লাইটে চলে এসেছে। এ ব্যাপারে তাদের অভিমত হচ্ছে, আমরা মূলত নতুন ব্যান্ড হয়েও বড় বড় ব্যান্ডের সাথে কনসার্টে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি- এ কৃতিত্ব বামবার কারণ আমরা বামবার সদস্য বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। যদি আমরা বামবার সদস্য না হতাম তাহলে অবশ্যই সেটা সম্ভব হতো না, এমনকি কল্পনাও করা যেতোনা।

১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে 'মুক্তিযুদ্ধ' শিরোনামে আর্কের প্রথম ক্যাসেট বাজারে আসে। ক্যাসেটটি বের করতে সময় লেগেছে এক মাস সারগাম নিজস্ব প্রযোজনায় অধিক যত্নের সঙ্গে ক্যাসেটটি বাজারজাত করেছে। দুঃখজনক হলেও বলতে হচ্ছে ক্যাসেট ৯১ সালে তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। কিন্তু ১৯৯২

Scanned with CamScanner

সালে ক্যাসেটটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
আমাদের ক্যাসেটের সবচেয়ে হিট গান হচ্ছে রেশমা জোহনা, সেদিনও আকাশে ছিল চাঁদ। এ দু'টি গান মূলতঃ তাদের অধিক পরিচিতি দিয়েছে। তাদের দ্বিতীয় ক্যাসেট বের করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। গান নির্বাচন করা হচ্ছে সবকিছু ঠিকঠাক করে ১৯৯৩-এর জুন মাসে ক্যাসেটটি বাজারে আসবে ধারণা করা হচ্ছে।

টিভিতে তারা কোন ব্যান্ড শোতে অংশগ্রহণ করেননি। তবে রেডিও বাংলাদেশে বিশ্বসঙ্গীত অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে তাদের গান পরিবেশন করা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গানগুলো হচ্ছে সেদিনও আকাশে, রেশমী জোছনা, হারিকেন লণ্ঠন।

তাদের ক্যাসেটে যে সব গানগুলো স্থান পেয়েছেঃ

মুক্তিযুদ্ধ কথা সৈয়দ হায়দার সুর টুলু, হারিকেন লণ্ঠন কথা ও সুর হাফিজুর রহমান, সেদিন ও আকাশে চাঁদ কথা ও সুর আশিকুজ্জামান টুলু, ভালবাসা কথা ও সুর সৈয়দ হায়দার, বিদায় বেলা কথা ও সুর আশিকুজ্জামান টুলু, রেশমী জোছনা কথা খোশনুর আলমগীর সুর টুলু, বিজয়ের গান গেয়ে কথা সেজান মাহমুদ সুর টুলু।

পৃথিবীটা একটা রেলগাড়ী কথা ও সুর মোঃ জাকির হোসেন, এতকাল ভাবনি তুমি, কথা মবিন, ড্রাগস কথা ও সুর আশিকুজ্জামান টুলু এবং বাংলাদেশে বাড়ী আমার কথা ঃ হাফিজুর রহমান

আর্ক এর লাইন আপ

ভোকাল শামীম, লীড গীটারিস্ট পঞ্চম ও পার্থ, বেইজ গীটারিস্ট শিশির, রিদম গীটারিস্ট মবিন এবং কিবোর্ডিস্ট ও ব্যান্ড আশিকুজ্জামান টুলু,

শামীম ঃ আর্ক ব্যান্ডের প্রধান ভোকালিস্ট বাংলা ইংরেজী দুই ধরনের গানই তিনি পরিবেশন করেন। ডিগ্রী পাস করার পর বর্তমানে ব্যবসার সাথে জড়িত তিন ভাই, পাঁচ বোনের মধ্যে তার স্থান পঞ্চম। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অবিবাহিত।

পঞ্চম ঃ ক্যান্টনমেন্ট কলেজে ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র তিন বোন ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছোট। তিনি সঙ্গীত শিল্পী ফাহমিদা চৌধুরী ও সামিনা চৌধুরীর ছোট ভাই।

পার্থঃ ডিগ্রী পরীক্ষার্থী, ওস্তাদ বারীন মজুমদার তার পিতা, তিন ভাই বোনের মধ্যে তিনি সবচেয়ে ছোট।

শিশিরঃ আর্কের বেইজ গীটারিস্ট তিনি। বর্তমানে ক্যান্টনমেন্ট কলেজে ইন্টামিডিয়েটের ছাত্র। দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনিসবচেয়ে ছোট।

মবিন ঃ মাস্টার্স করার পর মবিন ব্যবসায় যোগ দিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত, দুই সন্তানের জনক।

আশিকুজ্জামান টুলু ঃ আর্কের কিবোর্ডিস্ট ও ব্যান্ড লীডার ছাড়াও টুলু একজন গীতিকার ও সুরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞানে মাস্টার্স করেছেন। বর্তমানে তিনি পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ধানমন্ডি শাখার একজন কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত।
এক সন্তানের জনক। টুলু উপমহাদেশের বিখ্যাত শিল্পী ওস্তাদ মরহুম মুন্সী রইসউদ্দিনগনিরপুত্র।

আর্ক ব্যান্ড-এর সাথে যোগাযোগের ঠিকানা

আশিকুজ্জামান টুলু
পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
বাড়ী নং ৭১
রোড নং ১২
ধানমন্ডি আ/এ
ঢাকা১২০৭।
ফোন বাসা ৩১৮৪৬৯

প্রথম সারির ব্যান্ড হবার লক্ষ্যে এ্যানাদার ওয়ান



মাহতাবরহমান

'৮৮ সালে ভোকালিস্ট, গীটারিস্ট ও দল নেতা মাহতাব রহমান বেইজ গীটারিস্ট ও কিবোর্ডিস্ট রিমু, গীতিকার ও সুরকার সৈয়দ এহসান আহমেদকে নিয়ে এ্যানাদার ওয়ান গঠন করেন। এ সময় এ ব্যান্ডটি ওভারসীস নামে পরিচিত ছিল। ১৯৯২ সালের প্রথম থেকে এটি এ্যানাদার ওয়ান নামে পরিচিত ছিল। ১৯৯২ সালের প্রথম থেকে এটি এ্যানাদার ওয়ান নামে পরিচিত হয়। মাত্র তিনজন নিয়ে শুরু করলেও বর্তমানে এ ব্যান্ডের সংখ্যা মোট ছয়। মুলত মাহতাব রহমান তার নিজ উৎসাহ উদ্দীপনা এবং বন্ধুদের উৎসাহে ব্যান্ড গঠন করেন। শুরু থেকে ব্যান্ডটি বাংলা, ইংরেজী এমনকি হিন্দী গানও পরিবেশন করছে এবং বর্তমানেও তাই করছে।

এ্যানাদার ওয়ান এ পর্যন্ত প্রায় ৫০টির মত স্টেজ শো করেছে। ১৯৮৭ সালে ছাত্রলীগ-এর উদ্যোগে আয়োজিত নবীনবরণ অনুষ্ঠান খুলনা সিটি কলেজে এ ব্যান্ড প্রোগ্রাম করে। এ অনুষ্ঠানে তারা তুমি জান নারে প্রিয়, আজকে রাতে, মনে কর আমায় এ গানগুলোর পরিবেশনার মাধ্যমে নিজেদের সম্ভবনার পরিচয় দেয়। শুরু থেকে এ্যানাদার নিজেদের গান পরিবেশন করেননি অন্যান্য ব্যান্ডের জনপ্রিয় গানগুলো গেয়েছে। শুরুতে ব্যান্ড অবস্থান করতো ঘটনার সে কারণে খুলনায় তারা প্রোগ্রাম করেছে বেশী। এছাড়াও বরিশাল বিএম কলেজ, নোয়াখালী সরকারী কলেজ, গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু কলেজ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজশাহী ও বাগেরহাটে প্রোগ্রাম করেছে। এ্যানাদার ১৯৯০ সালে ঢাকা আসে। ১৯৯০ সালের ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে নবীনবরণে বিশ্ববিদ্যালয়ে বটমূলে অরবিট ব্যান্ডের পাশাপাশি সঙ্গীত পরিবেশন এ অনুষ্ঠানে তারা নিজস্ব গান পরিবেশন করে। তোমার ঐ মায়াবী ফুল দিও না গানটি পরিবেশনা থেকে অনেকেই ব্যান্ডটি সম্পর্কে আশাবাদীহয়েওঠেন।

এ্যানাদার ওয়ান ইংরেজী গানের চেয়ে বাংলা গান গাইতে বেশী ভালবাসে। কারণ এর প্রমাণ পাওয়া গেছে তাদের প্রথম ক্যাসেটটিতে। মার্চ মাসে তাদের ক্যাসেটটি বাজারে এসেছে। এই ক্যাসেটে ব্যান্ড তাদের গানের কথা, সুর, মিউজিক কম্পোজিশানে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয় ক্যাসেটটিতে প্রেম, বিরহ, দুঃখ বেদনা, আনন্দ, সর্বোপরি হারিয়ে যাওয়া ছোট বেলা স্মৃতি, আর মানুষ হয়ে জন্ম নেবার হতাশা ফুটে উঠেছে।

১৯৮৮ সালে গঠিত হলেও তাদের প্রথম ক্যাসেট ১৯৯৩ সালে বের হচ্ছে। এত দেরী করে ক্যাসেট বের করার কারণ হিসেবে তারা বলেন, আসলে আমরা কখনই হুট করে ক্যাসেট বের করতে চাই না। এতে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেয় অর্থাৎ কিছু সমস্যা ও ভুলত্রুটি থেকে যায়। তাছাড়া

বিজয় দিবসে চার ব্যান্ডের কনসার্ট

১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের সকালে রমনা পার্কের ওপেন এয়ারে অনুষ্ঠিত হল চার ব্যান্ডের কনসার্ট। কোকা কোলার পৃষ্ঠপোষকতায় শতায়ু অঙ্গন আয়োজিত কনসার্টের ব্যান্ডগুলি ছিল ফিডব্যাক, অবসকিউর, প্রমিথিউস ও আর্ক। ব্যান্ড সংগীত ভক্তরা ছাড়াও বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখার জন্য আসা নানা বয়সের পেশার মানুষ কনসার্ট উপভোগ করেন।

কনসার্ট শুরুর আগে ফিডব্যাকের ভোকালিস্ট মাকসুদুল হক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের শুরুতেই জানিয়ে দেন যে, চার ব্যান্ডই শুধু বাংলা গানই পরিবেশন করবে। ইংরেজী গান গাওয়ার আবেদন না করার জন্য দর্শকদের অনুরোধ করেন তিনি।

সকাল আটটায় প্রমিথিউসের পারফরমেন্সের মধ্য দিয়ে কনসার্ট শুরু হয়। প্রথম গান ছিল স্বাধীনতা চাই। এছাড়া মিলনের রক্ত, আজম খানের সুপারহিট নাম্বার বাংলাদেশ-সহ একাধিক গান এবং ব্যান্ডের নতুন কম্পোজিশন নূর হোসেন গেয়ে শোনায় প্রমিথিউস। এই দিন প্রমিথিউসের পারফরমেন্স ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্যবারের মত এবারও তাদের বক্তব্যধর্মী গান দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর সাড়া পায়।

রেশমী জোছনায় গানটি দিয়ে আর্ক শুরু করে তাদের পারফরমেন্স। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বামবার ওপেন এয়ার কনসার্টের পর এটিই ছিল আর্কের দ্বিতীয় বড় আয়োজনের কোন কনসার্টে অংশগ্রহণ। তাদের ক্যাসেটের কয়েকটি গান জনপ্রিয়তা পাওয়ার পরও বেশ কিছুদিন আর্ক কোন স্টেইজ পারফরমেন্সে অংশ নেয়নি। এর কারণ সম্পর্কে ব্যান্ডের প্রধান আশিকউজ্জামান টুলু সে সময় বলেছিলেন, স্টেইজ পারফরমেন্সের জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ভালমত অনুশীলন না করে পারফরমেন্স করার পক্ষপাতী নন তারা। পরপর বড় দু'টি কনসার্টে সফল পারফরমেন্সের মধ্য দিয়ে আর্ক তাদের অনুশীলনের ইতিবাচক ফল তুলে নিতে সক্ষম হয়েছে। ব্যান্ডের হিট দুটি গান হারিকেন লণ্ঠন ও সেদিনও আকাশে ছিল চাঁদ পরিবেশন করে আর্ক দর্শকদের কাছে উপভোগ্য করে তোলে তাদের পারফরমেন্স।

প্রমি থিউসের বক্তব্যধর্মী গান দর্শকদের প্রচুর সাড়া পায়



আর্কের পারফরমেন্স ছিল উল্লেখযোগ্য



অবসকিওর ছিল কনসার্টের তৃতীয় ব্যান্ড। ৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বামবার কনসার্টে নিজেদের জনপ্রিয় গানগুলি পরিবেশন না করায় ভক্তদের অনেকেই নিরাশ হয়েছিলেন। এবার তা পুষিয়ে নিয়েছে অবসকিওর। কলি কালের ভন্ডবাবা, মাঝরাতে চাঁদ ব্যান্ডের এই জনপ্রিয় নাম্বার ছাড়াও প্রয়াত কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর লেখা ও সুর করা ভাল আছি ভাল থেকো পরিবেশন করে দর্শকদের আনন্দ দিতে সক্ষম হয় অবসকিওর।

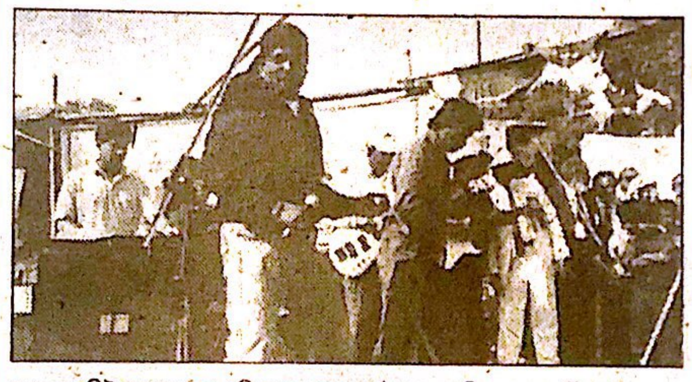
কনসার্টের শেষ ব্যান্ড ফিডব্যাক জন্মেছি এ যুগে পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তাদের পারফরমেন্স শুরু করে। তাদের গাওয়া প্রত্যেকটি গানই ছিল নিজেদের কম্পোজিশনের জনপ্রিয় নাম্বার। মৌসুমী-২, জানালা, মাঝি '৯১, টেলিফোনে ফিসফিস, মেলা এবং নতুন একটি নাম্বার দিনের আলো নিভে গেল পরিবেশন করে ফিডব্যাক।

কনসার্ট শেষ হয় দুপুর ১২ টায়। প্রোসাউন্ড, ক্লাসটার, পলি ফনি, স্টার অডিও, সপ্তক ও সাউন্ড টাচের সিস্টেম একসঙ্গে মিলিয়ে মোট সাড়ে সাত হাজার ওয়াট সাউন্ডের ব্যবহার করা হয় কনসার্টে। সাউন্ড ব্যালেন্সে ছিলেন মাসুদ।

বিবিসির বাংলা বিভাগের জন্য কনসার্টের অডিও ধারণ করা হয়। আয়োজক শতায়ু অঙ্গন সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে একই জায়গায় আরেকটি ওপেন এয়ার কনসার্ট আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।



অবসকিওর তাদের জনপ্রিয় গানগুলো পরিবেশন করে



ব্যান্ডের হিট নাম্বারগুলো পরিবেশন করে দর্শকদের মাতিয়ে রাখে ফিডব্যাক

Scanned with CamScanner

ARK এর প্রথম কনসার্ট ১৯৯২

"তারকালোক" ২৫–৩১ ডিসেম্বর ৯২

বামবার দিনব্যাপী ওপেন এয়ার কনসার্ট

৪ ডিসেম্বর শুক্রবার। সোনা ঝরা রোদ্দুরের শীতের সকাল। ধানমন্ডী ওমেন্স কমপ্লেক্সে এদিন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বামবা আয়োজিত ওপেন এয়ার কনসার্ট। বামবা এই প্রথম দর্শনীর বিনিময়ে ওপেন এয়ার কনসার্ট করলো। কনসার্টের টিকেট মূল্য ছিল একশ' টাকা। কনসার্টটি বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। কারণ দর্শনীর বিনিময়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক দর্শক বামবার এই কনসার্টটি উপভোগ করেন। কনসার্ট আয়োজনে বামবাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে বামবারই সদস্য উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র–ছাত্রী এসোসিয়েশন। পেপসি কোম্পানী পুরো অনুষ্ঠানটি স্পন্সর করেছে।

হায় টিকেট! হায় টিকেট!

জানা গেছে বামবা সাত হাজার টিকেটের ব্যবস্থা করেছিল। এর মধ্যে ছয় হাজার টিকেট ঢাকার বিভিন্ন অভিজাত দোকানে রাখা হয় বিক্রির জন্য। আর বাকি এক হাজার রাখা হয় কনসার্টের দিন গেটে বিক্রির জন্য। কনসার্ট ভক্তদের উৎসাহে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে দোকানে রাখা টিকেট। কনসার্টের আগের দিন ৩ ডিসেম্বর সব টিকেট শেষ হয়ে যায়। যাঁরা শেষ মুহূর্তে টিকেট কিনবেন বলে ভেবেছিলেন তাঁরা পড়ে যান বিপদে। বিভিন্ন টিকেট বিক্রয় কেন্দ্রে হানা দিয়েও ব্যর্থ হন তাঁরা। চারদিকে যোগাযোগ করতে শুরু করেন একটি টিকেট সংগ্রহের আশায়। বিভিন্ন জায়গায় ফোন করতে থাকেন কোথাও টিকেট পাওয়া যায় কিনা। রাতের বেলায় ১০০ টাকার টিকেটের জন্য ২০০ টাকা দিতেও প্রস্তুত ছিলেন অনেক কনসার্ট ভক্ত। কনসার্টের দিন সকালে কাউন্টার থেকে টিকেট বিক্রি শুরু করলে সঙ্গে–সঙ্গে সব টিকেট শেষ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে অনেক দর্শক দেড়শ' থেকে দু'শো টাকা দিয়ে সংগ্রহ করেন সোনার হরিণ সম কনসার্টের টিকেট কয়েকজন সুবিধাবাদী ব্যবসায়ী দর্শকের কাছ থেকে।

যে লাইনের শেষ নেই

সকাল ছ'টা থেকেই দর্শকরা ভিড় জমাতে থাকেন। আটটার মধ্যেই কমপ্লেক্সের সামনের রাস্তা লোকে লোকারন্য হয়ে ওঠে। কনসার্ট মাঠে ঢোকার জন্য মাঠের উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের দু'টো গেটেই দর্শকরা লাইন দিয়ে দাঁড়াতে শুরু করেন। দর্শকদের লাইন এত লম্বা হয়ে পড়ে যে লাইনটির মাথা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে শেষ পর্যন্ত এ লাইন আর ঠিক থাকেনি। তা পরিণত হয় অনেকগুলো লাইনে।

শুরু হলো কনসার্ট

ঘড়ির কাটা যখন ছুঁয়ে গেল আটটা তিরিশ মিনিটের ঘর ঠিক তখনই কনসার্টের প্রথম ব্যান্ড উইনিং শো শুরু করে তাঁদের 'হৃদয় জুড়ে' গানটি দিয়ে। বাইরে অপেক্ষমান দর্শক এ সময় চঞ্চল হয়ে ওঠেন ভেতরে ঢোকার জন্য। শুরু হয়ে যায় ধাক্কাধাক্কি। 'হৃদয় জুড়ে' গানটি শেষ হওয়ার সময় কিছু সংখ্যক দর্শক কমপ্লেক্সের উত্তরদিকের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েন। উইনিং তখন তাঁদের 'সোনার মেয়ে' গানটির মিউজিক শুরু করছিল। বাইরে অপেক্ষারত দর্শকদের অসহিষ্ণুতায় বামবা কর্মকর্তাদের অনুরোধে ৮টা ৪০ মিনিটে বন্ধ হয়ে



উইনিং কনসার্টের প্রথম ব্যান্ড

যায় উইনিং–এর শো। দর্শকরা শান্ত হয়ে টিকেট দেখিয়ে মাঠে প্রবেশ করতে শুরু করেন। প্রায় সব দর্শক মাঠে ঢোকার পর উইনিং ৯টা ২৪ মিনিটে 'সোনার মেয়ে গানটি' গেয়ে পুনরায় শুরু করে কনসার্ট। ৯টা ২৯ মিনিটে 'দূর পাহাড়ের ধারে' গানটির মাধ্যমে উইনিং তাঁদের শো শেষ করে।

উল্লেখ্য, লিড গিটারিস্ট কাম ভোকাল চন্দনের ছিল পরের দিন মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা। কনসার্ট শেষ হওয়া মাত্রই তিনি সোজা পা বাড়ান বাসায় দিকে। এদিকে শো কিছুক্ষণ বন্ধ থাকায় বামবা ঘোষিত সময়সূচী অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। ঠিক ৯টার সময় কনসার্টের দ্বিতীয় ব্যান্ড ফেইথের পারফর্ম করার কথা থাকলেও তাঁরা শো শুরু করে ৯টা ৩৪ মিনিটে। ফেইথ 'নিশ্চুপ মাঝরাত' গানটি দিয়ে শুরু করে তাঁদের পারফর্মেন্স। এরপর তাঁরা পরিবেশন করে 'আবার এলো যে সন্ধ্যা'। দর্শকরা গানটির সময় দারুণ উল্লাসে নাচতে থাকেন। ফেইথ ডোরস্–এর ব্রেক অন থ্রু টু দ্য আদার সাইড' গানটি গেয়ে তাদের শো শেষ করে ৯টা ৫৩–তে।

পূর্ব নির্ধারিত ক্রম অনুযায়ী এর পরে ১০টা ৩ মিনিটে স্টেজে আসে ইনসাইট। গতকাল ছিল ইনসাইটের জন্য দুর্ভাগ্যজনক দিন। তাঁদের ভোকাল সুমন আগের দিন হঠাৎ করে প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে আরেক ভোকাল সাথী যিনি কনসার্টে গাইবার কোনো প্রস্তুতি নেননি তিনিই শেষ পর্যন্ত গাইতে আসেন। ফলে ইনসাইটের পারফর্মেন্স বেশ খারাপ হয়। বিশেষ করে তাঁরা যখন 'আবার এলো যে সন্ধ্যা' গানটি শুরু করে তাতে রিদমের সাথে ভোকাল মেলেনি। ফলে দর্শকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। উত্তেজনার মুখে স্টেজ থেকে ১০টা ১৬ মিনিটে নেমে আসে ইনসাইট।

অবসকিউরের পারফর্মেন্স ছিল উল্লেখযোগ্য



এরপর ১০টা ২২ মিনিটে প্রমিথিউস শুরু করে শো। তাঁরা 'সে যে বড় দুষ্টু মেয়ে' গানটি দিয়ে পারফর্মেন্স আরম্ভ করে। দর্শকরা প্রমিথিউস স্টেজে আসার পরপরই উল্লাস প্রকাশ করতে থাকন। এরপর প্রমিথিউস 'মিলনের রক্তে' এবং একটি নতুন গান পরিবেশন করে। তাঁরা 'স্বাধীনতা চাই' গানটি গেয়ে শো শেষ করে। প্রমিথিউসের 'স্বাধীনতা চাই' গানটি দলের ভোকাল বিপ্লবের সাথে–সাথে দর্শকরাও সমস্বরে গাইতে থাকেন। ১০টা ৪২ মিনিটে প্রমিথিউস শেষ করে তাঁদের সফল পরিবেশনা।

রুচি সম্পন্ন দর্শক নন্দিত রেনেসাঁ ১০টা ৪৬ মিনিটে স্টেজে আসে। রেনেসাঁর রিদম গিটারিস্ট ফয়সাল সিদ্দিকী বোগী যিনি আবার বামবার প্রথম উদ্‌যোক্তা তিনি একটি ঝুমঝুমি নিয়ে গাইতে শুরু করেন 'হৃদয় কাদা মাটির কোনো মূর্তি নয়' গানটি। রেনেসাঁর সব সদস্যই গানটিতে কণ্ঠ মেলান এবং প্রায় সবার হাতেই ছিল একটি করে ঝুমঝুমি। ঝুমঝুমি বাজিয়ে এম. বি.এ–এর অধ্যাপক ফয়সাল সিদ্দিকী বোগী যখন নেচে–নেচে গানটি গাইছিলেন তখন দর্শকরাও অতি উৎসাহে নাচতে থাকেন। এরপর দলের বোকালিস্ট কাম কি বোর্ডিস্ট নকীব খান দলের আরেকটি জনপ্রিয় গান 'বেঁচে থাকা নিয়ে যাদের যুদ্ধ' গেয়ে শোনান। গানটির শেষে রেনেসাঁর ড্রামার কাম ভোকাল পিলু ড্রামস্ ছেড়ে হাতে তুলে নেন একটি এ্যাকোস্টিক গিটার। স্বকণ্ঠে পরিবেশন করেন এরিক ক্ল্যাপটনের টিয়ার্স ইন হেভেন গানটি। চমৎকার ছিল গানটির পরিবেশনা। রেনেসাঁ ১১টা ১১ মিনিটে রোলিং স্টোনের 'স্যাটিসফেকশন' গানটি গেয়ে দলীয় পরিবেশনা শেষ করে। রেনেসাঁর পরিচ্ছন্ন পরিবেশনা দর্শক প্রশংসিত হয়।

১০টা ১৬ মিনিটে বামবার নতুন সদস্য আর্ক স্টেজে আসে। দলের লিডার আশিকুজ্জামান টুলু 'রেশমী জোছনায়' গানটি গেয়ে আর্কের পারফর্মেন্স শুরু করেন। এরপর দলের জনপ্রিয় গান 'সেদিনও আকাশে ছিল চাঁদ' গানটির পরিবেশন করেন টুলু। গানটির কি বোর্ড পিস বাজানোর সাথে–সাথে দর্শকরা উল্লসিত হয়ে ওঠেন। টুলু সবগুলো গানেরই রিদম সিকোয়েন্সারে কম্পোজ করে নিয়ে যান। তাই দলে কোনো ড্রামার ছিল না। সিকোয়েন্সার থেকে আসা রিদমের সাথে তাঁরা প্লে করেন। দলের নতুন ভোকাল অপর জনপ্রিয় গান 'হারিকেন লন্ঠন' গানটি পরিবেশন করেন। মেয়ে দর্শকদের এসময় গানটির সাথে কণ্ঠ মেলাতে দেখা যায়। আর্কের সব শেষ পরিবেশনা ছিল স্কর পিয়ন্সের 'নো ওয়ান লাইফ ইউ'। লিড গিটারিস্ট পঞ্চম গানটি গাইতে থাকেন। গানটি পরিবেশনার সময় কি বোর্ডের কানেকশন খুলে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় সিকোয়েন্সার, থেমে যায় রিদম। ফলে মাঝপথেই গানটি শেষ করতে হয় আর্ককে। ১০টা ৩০ মিনিটে আর্ক নেমে আসে স্টেজ থেকে। উল্লেখ্য অনেকদিন আগে আর্ক প্রতিষ্ঠিত হলেও এটিই ছিল ব্যান্ডের প্রথম কোনো কনসার্টে অংশগ্রহণ।

আর্কের পরে নির্ধারিত ব্যান্ডটি ছিল ফিলিংস্। সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে ফিলিংসে ডায়ার স্ট্রেইটস এর একটি গান দিয়ে পরিবেশনা শুরু করে। ব্যান্ডের ভোকালিস্ট কাম লিডগিটারিস্ট জেমস দর্শকদের বেশি উদ্দীপ্ত করে তোলেন দ্বিতীয় গান 'ঐ দূর পাহাড়ে' এবং তৃতীয় গান 'অনন্যা' পরিবেশনের সময়। ফিলিংসে পরিবেশিত শেষ

Scanned with CamScanner

Ark গ্রুপ প্রথম Concert ৪ ডিসেম্বর ৯২
পূর্ণিমা ১১ ডিসেম্বর ৯২

ব্যাণ্ড। লিড ভোকালিষ্ট সুমন অনুপস্থিত থাকার কারণে ব্যাণ্ডটিকে বিপদে পড়তে হয়। ব্যাণ্ডের অপর ভোকালিষ্ট 'অভাগিনীর বন্ধু তুমি' শীর্ষক ফোক্ গানটি দিয়ে তাদের পারফরমেন্স শুরু করে। এরপর বাপ্পা লস লোবস এর 'লাবাম্বা' ও আবারও 'আবার এলো যে সন্ধ্যা' শীর্ষক গান দু'টি গেয়ে শোনায়। এসময় দর্শকদের দারুনভাবে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়। কেউ কেউ পেপসীর ক্যানে ও ঢিল ছুঁড়ে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ফলে 'ইনসাইড' ব্যাণ্ড স্টেজ ছেড়ে চলে যায়।

নিজেদের কম্পোজিশনের ৪টি গান গেয়ে শোনায় কনসার্টের চতুর্থ ব্যাণ্ড 'প্রমিথিউস' 'দুষ্টু মেয়ে' শীর্ষক গানটি দিয়ে তারা তাদের পরিবেশনা শুরু করে। ডাঃ মিলন স্বরনে 'মিলনের রক্ত' শীর্ষক বক্তব্যধর্মী গানটি গেয়ে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন তারা। এরপর আরো দু'টি গান 'চাঁদ সাজানো আলো' ও 'স্বাধীনতা চাই' পরিবেশন করেন। 'স্বাধীনতা চাই' শীর্ষক বক্তব্যমূলক গানটিতে দর্শকরা উপভোগ করে। বিশেষ করে এসময় ভোকালিষ্ট বিপ্লবের চমৎকার বডি মুভিং দর্শকদের উল্লাসিত করে।

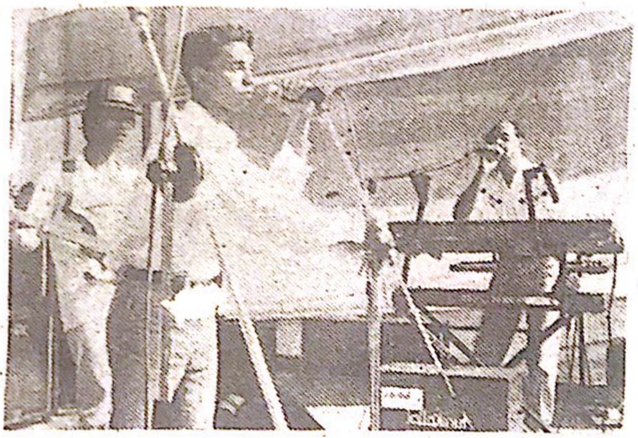
সকাল পৌনে ১১টায় ব্যাতিক্রমী ব্যাণ্ড 'রেনেসা' তাদের নিজস্ব নাম্বার 'হৃদয় সেতো' শীর্ষক গানটি দিয়ে তাদের পারফরমেন্স শুরু করে। গানটি সুন্দর বাজিয়ে গেয়ে শোনান কমী। এরপর ব্যাণ্ডের প্রধান ভোকাল নকীব খান 'বেঁচে থাকা নিয়ে যাদের যুদ্ধ' শীর্ষক বক্তব্যধর্মী গানটি কি বোর্ড বাজিয়ে গেয়ে শোনান। অনেকটা লোকজ আমেজের এ গান দু'টি দর্শকদের তেমনভাবে আলোড়িত করতে পারেনি। দর্শকরা চেয়েছিলেন ক্যাসেটের কোন গান গেয়ে শোনানো হোক। এছাড়া তারা আরো দু'টো ইংরেজী নাম্বার এরিক ক্ল্যাপটন এর 'টিয়ারস্ ইন হ্যাভেন'ও রোলিং স্টোনস্ এর 'স্যাটিসফ্যাকশন' পরিবেশন করেন।

ছয় নম্বরে পারফর্ম করতে আসে বামবার নতুন সদস্যভুক্ত ব্যাণ্ড 'আর্ক'। 'চাইম' ভেঙ্গে যাবার পর টুলু ব্যাণ্ডটি গঠন করেন এবং বাজারে একটি ক্যাসেটও রিলিজ করেন। ক্যাসেটটি বেশ জনপ্রিয়তা পেলেও ইতিপূর্বে ব্যাণ্ডটি কোথাও স্টেজশো করেনি। 'রেশমী জোছনা' শীর্ষক জনপ্রিয় গানটি দিয়ে আর্কের টুলু অনুষ্ঠান শুরু করে সোয়া এগারটায়। এরপরের গানটি ছিল 'সেদিনও আকাশে ছিল



'মাধবী' গেয়ে দর্শকদের নাচিয়ে দিল 'লিটল রিভার ব্যাণ্ড'

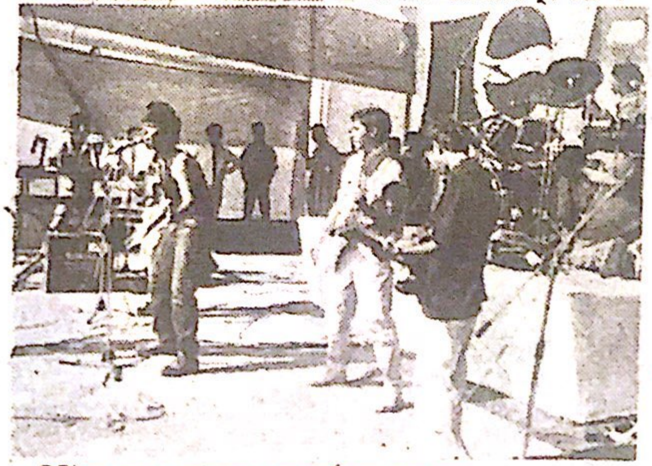
চাঁদ'। পরপর দু'টি গানই হিট হলো। দর্শকরা করতালির মাধ্যমে তাদের উৎসাহ জোগালো। এরপর ব্যাণ্ডের অপর ভোকালিষ্ট 'রাজা' 'হারিকেন লণ্ঠন ঠন ঠন করে' ও স্করপিয়ন্সের 'নো ওয়ান লাইক ইউ' গেয়ে তাদের



বামবার'নতুন সদস্য ব্যাণ্ড 'আর্ক' যখন পরিবেশনায়

পারফরমেন্স শেষ করেন। শেষ গানটির সময় কিছুক্ষনের জন্য কি বোর্ড অফ হয়ে যায়। এসময় দর্শকদের মধ্যে পেপসির ক্যান ও বোতল ছোঁড়াছুড়ি শুরু হয়। পিছনে পেপসির টেন্ট থেকে দর্শকরা যে বোতল নিয়েছিলেন সেগুলো ফেরৎ না দিয়ে ভেঙ্গে ছোঁড়াছুড়ি করতে থাকে। পরে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

'ডায়ার স্ট্রেইটস্' এর 'হোয়াই ডু ইউ থিঙ্ক' শীর্ষক গানটি নিয়ে স্টেজে আসে কনসার্টের সপ্তম ব্যাণ্ড 'ফিলিংস'। এরপর ব্যাণ্ডের দু'টি বাংলা নাম্বার 'ঐ দূর পাহাড়ে' ও 'অনন্যা' পরিবেশন করে দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে 'ফিলিংস'। ডোরসে'র 'ব্রেক অন থ্রু' গানটি ছিল তাদের শেষ গান। প্রায় দশমিনিট ধরে এ গানটি পরিবেশনের সময় জেমস ও সুমনের অদ্ভুত গিটার ওয়ার্ক দর্শকদের মোহিত করে। বিশেষ করে জেমসের গিটার উঁচিয়ে নৃত্য দর্শকদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বইয়ে দেয়।



'প্রমিথিউস' ব্যাণ্ডের বক্তব্যমূলক গান দর্শকদের নাড়া দেয়

আইয়ুব বাচ্চু তার 'লিটল রিভার ব্যাণ্ড' নিয়ে স্টেজে আসেন দুপুর ১২ টা ৫ মিনিটে। 'প্রতারক চোখ' দিয়ে এল.আর. বি. পরিবেশনা শুরু করে। নিখুঁত কম্পোজিশনে তাদের অন্যান্য গানগুলো ছিল 'ফেরারী এই মনটা' 'মাধবী' (নষ্ট নারী) লেড জ্যাপলিনের 'ব্লাক ডগ' ও 'ঢাকার সন্ধ্যা'। এরমধ্যে 'মাধবী' ও 'ফেরারী' গান দু'টো সুপার হিট হয়। বিশেষ করে 'মাধবী' গানটি পরিবেশনের সময় সব দর্শক একসাথে দাঁড়িয়ে পড়লে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারনা হয়।

এসময় অধিকাংশ দর্শককেই গানটির সাথে কন্ঠ মেলাতে দেখা যায়। এদিকে ইংরেজী গানটি গেয়ে শোনান তাদের নতুন সদস্য রউফ। পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ঠিক সাড়ে বারোটায় ১ম পর্বের সমাপ্তি ঘটে শান্তিপূর্ণভাবে। এরপর ১২:৩০ থেকে ২ টা পর্যন্ত লাঞ্চ ও নামাজের জন্য বিরতি দেয়া হয়। এসময় দর্শকদের দুপুরের খাবারের জন্য কমপ্লেক্সের বাইরে দেখা যায়। কারণ 'সুইস' বেকারীর খাবার দর্শকদের চাহিদার চার ভাগের এক ভাগও মেটাতে পারেনি। ব্যাণ্ড পারফরমার ও স্বেচ্ছাসেবকদের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব সুইসের উপর দেয়া থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাদের কেউই খাবার পায়নি। এজন্য অনেককে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়।

যাইহোক, দুপুর দু'টা দশ এ 'সাডেন' স্টেজে আসে 'গোধূলী' শীর্ষক গানটি নিয়ে। সাডেনের ১ম ভাঙ্গনের পর সম্প্রতি আবারও নতুন করে ভেঙ্গেছে। ভোকাল আগুনকে ব্যাণ্ড থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। পূর্বের সদস্য কি বোর্ডিষ্ট লেনিন ও ড্রামার দীপ ছাড়া নতুন এসেছে লিড এ বিপু, বেস এ মামুন, রিদমে বাপ্পী ও ভোকালে তুহীন। এদিন তারা আরো তিনটি ব্যাণ্ডের নাম্বার পরিবেশন করেণ নাম্বারগুলো ছিল 'ঘুমিয়ে পড়ো যদি, 'সেই বৈশাখী মেলা' ও 'নেশা'।

শেষোক্ত গানটি চলার সময় এদিনকার কনসার্টের সবচেয়ে অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটে। এসময় দর্শকদের সারি হতে আগুনকে ব্যাণ্ডের আগের ভোকালিষ্ট দৌড়ে স্টেজে উঠে আসতে দেখা যায়। তাকে স্বেচ্ছাসেবকরাও ধরে রাখতে

Scanned with CamScanner

"ঘর সংসার" - মে ৮-২০, ১৯৮৯

চাইম

এ কনসার্ট গ্রুপ উইথ প্রমিজ

মাত্র ছয়টি তরুণের সম্মিলিত প্রয়াস চাইম। মডার্ন মিউজিকের সাথে সাথে ফোককেও করছে পরিচিত। ওরা আজ গ্রামগঞ্জসহ দেশ দেশান্তরে সমাদৃত। কোথায় কিভাবে, কখন ওদের জন্ম? সংগীতে ওরা কি দিতে চায়? মডার্ন যন্ত্রপাতির সমাহার কিভাবে করলো? কোথায় ওদের ঠিকানা? কেই বা দলনেতা? অন্য যারা আছে তাদের কি পরিচিতি? একটা শো করতে কি পরিমাণ অর্থ দিতে হয়? এমনি বিশদ কথামালা দিয়েই পপুলার কনসার্ট গ্রুপ চাইমকে নিয়ে গ্রন্থিত হলো ঘর–সংসারের বক্ষমান নিবন্ধ।

একদল তরুণ মিলেই চাইম



সম্ভবতঃ এমনি প্রক্রিয়াতেই সকল সংগঠনের জন্ম। অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, আসলে জন্মটা এভাবেই হয়। তারপর সুচিন্তিত ধারা নেয় সাংগঠনিক রূপ। সংগীতাকাশের প্রিয় দল চাইম, তাদের জন্মটাই এভাবে।

হ্যাঁ, এখনও বলাই হলো না, চাইমের জন্মটা কিভাবে। আসুন তাহলে শুনি তাদের মুখেই তাদের জন্মের ইতিহাস, আজকের সফলতা আগামী দিনের পরিকল্পনা।

সেদিন বুধবার। মাত্র অফিসে ঢুকেছি। কেউ নেই। রিং বাজছে। তুললাম। ইমনের ফোন। স্নেহভাজন ইমন। জানালো, আজ সন্ধ্যায় নাখালপাড়া আসুন। আমাদের রিহার্সাল আছে। রাত আটটা বেজে কয়েক মিনিট। কাংখিত সেই ১১২ পশ্চিম নাখালপাড়া বের করতে সময় নিয়েছে চল্লিশ মিনিট। ফিরে আসার মুহূর্তে একটি ভিডিও ক্লাবের সহায়তায় বাড়ীটা পেয়ে গেলাম।

ঘরে ঢুকলাম। পাঁচটি তাজা তরুণ বসে আছে। ঘরে প্রচুর আধুনিক যন্ত্রের সমাহার। ইমনই সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। চা বিস্কিটের পালা শেষ করে মূল উদ্দেশ্যে যখন যাবো, তখনই বাধা, আজ নয় কাল ছবি তুলতে হবে। যেনো বিনা মেঘে বজ্রঘাত।

আশিকুজ্জামান টুলু এ দলের টীম লীডার ও সংগীত পরিচালক। সমাজ বিজ্ঞানে এম, এ পরীক্ষা দিয়েছে। হাল্কা পাতলা সুন্দর গড়নের মার্জিত রুচির যুবক। আলাপচারিতা শুরু করল টুলু।

১৯৮৩ সাল। ১৬ ডিসেম্বর। বিজয় দিবসের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন। মানুষ আজকের এ ছয় জন। সার্থক অনুষ্ঠান। চারিদিকে প্রশংসা। সময়টাকে লুফে নিল বুদ্ধিদীপ্ত তরুণরা। গড়ে তুললো দল। তার নাম চাইম। বয়স যার ছয়। দেশ–বিদেশে প্রচুর

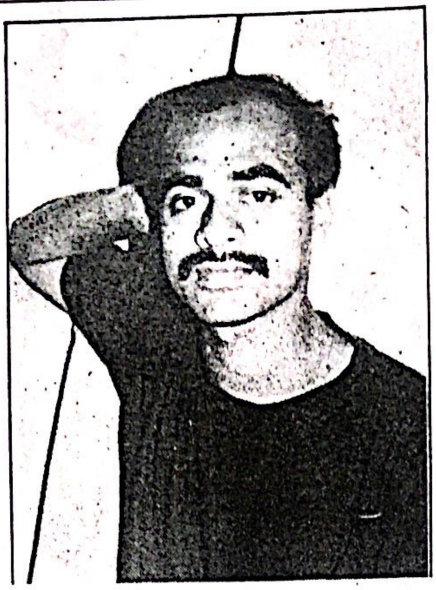
ওরা নিজেরাই গান লেখে। সুর করে। মঞ্চে গায়। রিদমের প্রাধান্যের পেছনে যা কাজ করে তা হলো, সুরকে সহজেই গ্রহণীয় করে তোলা। তাছাড়া রিদমের প্রাধান্য না থাকলে শ্রোতা দর্শকরা গানকে সহজে গ্রহণ করেন না বলেই জানালো এ তরুণরা। এক প্রশ্নের জবাবে ওরা বলে পরীক্ষামূলকভাবে রিদমের বাহুল্যতা কমিয়ে অনুষ্ঠান করতে যেয়ে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। এ সময়ে চাইম ষ্টেজ পারফর্মে ড্রাম, কিবোর্ড, লীড গীটার, বেইজ গীটার,

পার্কেশন, ইত্যাদি যন্ত্রব্যবহার করছে। লোকগীতির জন্যে দোতারা, টমক, বাঁশি, মন্দিরা ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। বলছিলাম, অন্যান্য কনসার্ট যেখানে মডার্ন গান ব্যবহার করছে, সেথায় আপনাদের এ ধরনের ফোক ব্যবহারের কারণ কি? বুদ্ধিদীপ্ত তরুণটির নাম আল আমিন, সে জানালো মৃতপ্রায় ফোককে জনপ্রিয় করা। আর শহরে আমাদের বসবাস, ফোকে আছে মা-মাটি-মানুষের গন্ধ। এ দুয়ের সমন্বয়ে আমরা সফল উপস্থাপনার মাধ্যমে শহর নগর গ্রামগঞ্জে আমাদের পরিচিতিকে সমৃদ্ধ করতে চাই। তাছাড়া সংগীতের আদিনিবাস গ্রাম, সেখানেই সৃষ্ট ফোক। জনগণকে বাদ দিয়ে সংগীত চর্চার বিশ্বাসী নই বলেই ফোকের আধিক্য আমাদের মাঝেবেশী।

এদেশের অনেক কনসার্টগ্রুপকেই যেখানে ভাড়া করে যন্ত্রাদি আনতে হয়, সেখানে চাইম স্বয়ংসম্পূর্ণ। ৫/৭ লাখ টাকা খরচ করে তাদের যন্ত্রপাতি কিনে আনা হয়েছে।

ব্যক্তিগত

শুধু যোগাযোগের একটা মাধ্যম হিসেবে মনে করে পত্রিকায় দিলাম। বছর চার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে সে বছরই একটা রাষ্ট্রায়ত্বপ্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণীর অফিসার হিসেবে যোগদান করি। উচ্চতাঃ ৫'-১০" কোন সুদর্শনা-যার রবীন্দ্র সংগীত ভাললাগে। ভাল বই-পত্র পত্রিকা পড়তে ইচ্ছে করে। কিছু জানতে শিখতে ইচ্ছে করে. রুচিবোধ-সংস্কৃতিমনা, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও সুন্দরমন-এমন কোন সুদর্শনা ইচ্ছে হলে লিখতে পারেন (টেলিফোন নম্বর দেয়া যাবে)। বিজ্ঞাপনদাতা ঃ দিলখুশা পোস্ট অফিস বক্স নং ৭১১০, ঢাকা-১০০০।



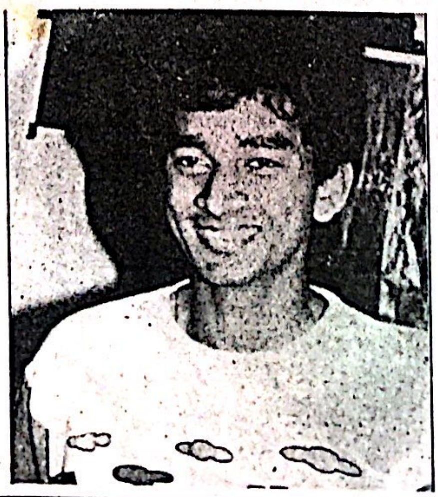
আশিকুজ্জামান টুলু – ডিরেক্টর ও টিম লীডার

অনুষ্ঠান করেছে, পেয়েছে প্রশংসা ও অর্থ।

চাইম। শব্দটির অর্থ হলো কোন ব্যাপারে এক মত হওয়া। সময়ের গতিধারা। ওরা আজ একাত্ম। সে ধারাতেই সফল প্রক্রিয়ায় সামনে চলমান।

কতকগুলো বেল (ঘন্টাধ্বনি) কে যদি একত্রে সুর করে টিউন করা হয়, সেই টিউনের পর যে সুরটি বেরোয়, সেই সুরটিই হলো চাইম। ছয়টি তরুণ। সামনে ওদের উদ্দাম গতি। যেন ওরা একটি গ্রন্থিতে বাঁধা। ছয়টি সুরের গ্রন্থিত সফলতার টিউন বাজছে দেশ-দেশান্তরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ছয়টি তরুণ। শওকত আলী ইমন, মোহাম্মদ আলী সুমন ,বি, কম পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। একরাম চৌধুরী বাবু বি, এ দেবে। খালিদ সাইফুল্লা অনার্স করছে। মহিউদ্দিন শফিকউল্লাহ আল আমীন এম, এ পড়ছে। অর্থাৎ সবাই ছাত্র। জীবনের সংজ্ঞা এখনো ওদের করতলগত হয়নি। নতুনের নেশায় ওরা সামনে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের পথেই ধাবমান।

[illegible] চাইমের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য



চাইমের আলাদা অফিস না থাকলেও ওদের রিহার্সাল হয় সদস্যদের বাসায়। ওদের পরিচয় ওরা এক পরিবারের সদস্য। আচরণও তাই। পরিবারের মুরুব্বীরাও যেন ওদের মেনে নিয়েছেন। তাই বলছিলাম, সমাজের সর্বক্ষেত্রে যেথায় ভাঙন, আপনাদের মাঝেও এ ধরনের সম্ভাবনা আছে কি?

সমস্বরে জবাব। স্বার্থের যেখানে ছড়াছড়ি সেখানেই আসে ভাঙন। আমাদের মাঝে তা নেই। আসবেও না। আমরা একটা নিয়মের মাঝে চলি। সুতরাং আসবে না। তবে অদূর ভবিষ্যতে কেউ চলে গেলে কোন ক্ষতির কারণ হবে না। কেননা পারস্পরিক সমঝোতায় আমরা বিশ্বাসী।

চাইমের প্রতিটি শো-এর জন্যে ন্যূনতম ষোল হাজার টাকা উদ্যোক্তাদের থেকে ওরা নিচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে জানায়, আমরা বাঁচতে চাই। অংকটা বড় দেখালেও, খরচ শেষে যতসামান্যই ফান্ডে আসছে। নিজেরাও সংগঠনের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্যেই ব্যাংকে আছে আমাদের চলতি হিসাব ফান্ড। অর্থাৎ কাল হোক, আমরা এ ব্যাপারে সচেতন বলেই আন্ডারষ্ট্যানডিংয়ে পথ চলি।

টিভি, রেডিও মঞ্চ সদা সর্বত্র চাইম প্রোগ্রাম করছে। সংগঠনের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ইমন। চঞ্চলতায় ভরপুর এক তরুণ। তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম কিভাবে এলে এ সংগঠনে? হাসতে হাসতে ভাঙা ভাঙা স্বরে ইমন জানায়, আমার পরিবারের সবাই শিল্পী। মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েই শুনেছি বোনদের তাললয়ের সুর। প্রক্রিয়াগত ধারাতেই লেগে গেলাম। ভবিষ্যৎটা মনে হয় ভালই।

কোন ব্যাপারে এক মত হওয়ার প্রতিশব্দই চাইম। ভবিষ্যতে দ্বিমত না হোক। সম্মিলিত ছয়টি তরুণ। যাত্রা ওদের অভীষ্ট লক্ষ্যে। জানতে চেয়েছিলাম, মেয়ে সদস্য এসব কনসার্টে আসছে না কেন?

সুমন জানালো সামাজিক বিধি ব্যবস্থা, তা ছাড়া আছে আরো কিছু টেকনিক্যাল অসুবিধা। সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও মেয়ে সদস্যা নিতে পারছি না। সম্ভবও নয়। আশিকুজ্জামান টুলুর সুযোগ্য নেতৃত্বে চাইম আজ একত্রিত। এক গ্রন্থিতে গ্রন্থিত। ওদের যাত্রা হোক কন্টকমুক্ত। চাইমের ভবিষৎ হোক সমুজ্জ্বল। অন্তত: প্রতিটি সংগীত প্রিয় মানুষের তাই কামনা।

–নূর এ সাবা হাকিম

Scanned with CamScanner

"ভিডিও গাইড" ৪৫ তম সংখ্যা

গ্রুপ পরিচিতি

চাইম



একথা আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশের ব্যান্ডগুলি বর্তমানে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে গেছে। দর্শক- শ্রোতা এখন ব্যান্ডের ক্যাসেট কিনছেন। শুনছেন এবং কনসার্টে যাচ্ছেন। দেশে অনেক নতুন নতুন ব্যান্ড সৃষ্টি হচ্ছে। দেশে অসংখ্য ব্যান্ডের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র ব্যান্ড আজ দেশের সবশ্রেণীর দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে। যার মধ্যে চাইম অন্যতম। এবারের ভিডিও গাইডের ব্যান্ড পরিচিতির পাতায় এসেছে চাইম। ভিডিও গাইডের পক্ষ থেকে যখন তাঁদের সাথে যোগাযোগ করি তখন প্রথমেই তাঁদের কাছ থেকে চাইমের বর্তমান লাইন আপ সম্বন্ধে জানতে চাই। চাইমের বর্তমান লাইন আপঃ–

আশীকুজ্জামান টুলুঃ ব্যান্ড লীডার; বেইজ গীটারিস্ট ও গীতিকার, আল- আমিনঃ লীড গীটারিস্ট হিসেবে ব্যান্ডের জন্ম থেকেই দায়িত্ব পালন করছেন। ইংরেজী গানে কণ্ঠ দিয়ে থাকেন। এছাড়া বাংলা গানও লিখে থাকেন। তিনি বাংলাদেশ মিউজিক্যাল ব্যান্ডস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক। খালীদ আনোয়ার সাইফুল্লাহঃ বাংলা গানের ভোকালিস্ট। খালেদ বিন আবদুল আজিজ সুমনঃ কী বোর্ডের দায়িত্ব পালন করেছেন। একরাম চৌধুরী বাবুঃ ড্রামারের দায়িত্বে রয়েছেন। মোহাম্মদ আলী সুমনঃ ব্যান্ডের ইংলিশ গানের ভোকালিস্ট। উল্লেখ্য তিনি বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আবিদা সুলতানার ছোট ভাই।

নাঈমঃ বর্তমানে ব্যান্ডের সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্বেরয়েছেন।

ব্যান্ডের জন্ম ও নামকরণ সম্বন্ধে জানতে চাইলে ব্যান্ড লীডার টুলু বললেন, ১৯৮৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমি আর আল- আমিন একটি গ্রুপ প্রোগ্রাম করার অফার পাই। তখন আমরা দুজন Freeing point -এর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এর পরেই চাইমের জন্ম। চাইম এর মানে হচ্ছে কয়েকটি ঘন্টার সম্মিলনে একটি সুর। আমরা চাইম-এর প্রত্যেক সদস্যই নিজেদেরকে এক একটি ঘন্টার সাথে তুলনা করি। আমরা ব্যান্ড তৈরীর সময় একমত হই যে, আমাদের উদ্দেশ্য হবে বক্তব্যধর্মী ও বাস্তবধর্মী গান পরিবেশনা। চাইম-এর টিভিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ "প্রচ্ছদ" ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে "সাতখানি" মন বেঁধেছি আমরা এই গানটির মাধ্যমে। এরপর একে একে রজনীগন্ধা, কথার কথা, রংধনু, সোনালী রূপালী, রং বেরং, আনন্দমেলায়। চাইমের সর্বশেষ টিভিতে অনুষ্ঠান "শুভেচ্ছা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে" মন কি যে চায় বলো" এখন উল্লেখযোগ্য যে, চাইমই দেশের একমাত্র ব্যান্ড যারা টিভিতে গানের প্রয়োজনে লুঙ্গী ও গামছা নিয়ে অনুষ্ঠান করেছেন। চাইম-এর প্রথম কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়, টোকাই সমিতির উদ্যোগে ১৯৮৪ সনে T. S. C তে, এ পর্যন্ত শতাধিকের উপর অনুষ্ঠান করেছেন যার মধ্যে Flood aid, Band Aid, Bapri Aia উল্লেখযোগ্য সর্বশেষ কনসার্ট করে এলেন রাজশাহী D. I. I-এর অভিষেক অনুষ্ঠানে। ১৯৮৭ সনে চাইমের প্রথম অডিও ক্যাসেট রিলিজ হয় সারগাম থেকে। এই এলবামটি সম্বন্ধে দর্শক- শ্রোতারাই ভাল জানেন। তবুও বলছি এই এলবামটি থেকে "নাতি খাতি বেলা গেল, গানটি এতই জনপ্রিয় হয় যে আবাল বৃদ্ধ-বনিতা-সকলের মুখে মুখেই গানটি লেগে ছিল। তাছাড়া টোকাই, বেকারত্ব অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। চাইমকে বাংলাদেশের বক্তব্যধর্মী গানের প্রনেতা বলা যেতে পারে। এই এলবামের "নাতি খাতি বেলা গেল" গানটি টিভিতে প্রথম ঈদের চাঁদ অনুষ্ঠানে প্রচার করা হয়েছিল। এখানে স্মরণযোগ্য যে, এই গানটি দিয়েই প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী চিত্রা সুলতানার মেয়ে নওরীন প্রথম টিভির লাইম লাইটে আসেন।

চাইমের ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি জানতে চাইলে তারা বলেন, আমরা আগামী জুলাই মাসে আমাদের ২য় এলবাম রিলিজ করতে যাচ্ছি। অনেকের মতে চাইমের ক্যাসেটটিকে বাংলাদেশের বেষ্ট সেলার ব্যান্ডের ক্যাসেট হিসাবে গণ্য করা হয়। এলবামে আমরা দর্শকদের চাহিদামাত্র গান উপহার দিতে যাচ্ছি। কারণ আমরা এই ক্যাসেটটির গান নির্বাচনে খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছি এবং খুব যত্নের সাথে কম্পোজিশন করেছি। এই এলবামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী একটি গানও রয়েছে। আর হ্যাঁ আমরা ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ ইংরেজী গান নিয়ে একটি অডিও ক্যাসেট বের করতে যাচ্ছি যা বিদেশেও সাড়া জাগাবে বলে আমরা মনে করি। আর হ্যাঁ চাইম ১৯৮৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কনসার্ট করার জন্য কাতারে যায়। তাছাড়া ১৯৮৮ সনে ভয়েস অব আমেরিকায় তাদের কীর্তন খোলা গানটি প্রচারিত

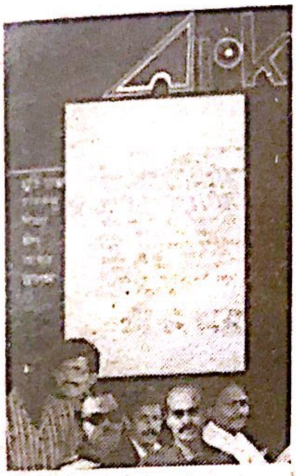
Scanned with CamScanner

ক্যাসেট রিভিউ –

।। পূর্বাভাস ।। ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১









রাজধানী ঢাকায় এখন জানা মতে ১০টি অডিও রেকর্ডিং স্টুডিও আছে। এর মধ্যে সারগম তাদের নিজস্ব প্রযোজনায় আইয়ুব বাচ্চুর সুরে আজম খানের ক্যাসেটের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সম্ভবত এটাই পপ শিল্পী আজম খানের শেষ ক্যাসেট। দেশের সেরা মিউজিশিয়ানরা এতে কাজ করছেন। ক্যাসেটের ৬০ ভাগ কাজ শেষ। এছাড়াও শেখ ইশতিয়াক, নোভা, রক স্টাটা, ইন ঢাকার ক্যাসেট বাজারে সহসাই আসবে। ডন স্টুডিওর নিজস্ব প্রযোজনায় বেশ কয়েকজন সুরকার নিয়ে খালিদ হাসান মিলুর ক্যাসেটের কাজ চলছে। এছাড়াও সেলিনা আক্তার, ফেরদৌস ওয়াহিদ, তুহিন, কাজল, মাইলস এদের ক্যাসেটের কাজ প্রায় শেষ। ঝংকারে চলছে রূপালীর একক ক্যাসেটের কাজ। অডিও আর্টে অরবিট চার্মিং-এর রেকর্ডিং চলছে।

'আর্ক' তাদের প্রথম ক্যাসেট 'মুক্তিযুদ্ধ' নিয়ে বাজারে এসেছে। কম্পোজিশনে একটু ভিন্নতা আছে যা মনোটোনাস নয়। তাই আর্ক মোটামুটি তাদের প্রথম ক্যাসেটে আলোচিত হতে পারে। এ ক্যাসেটের গীতিকাররা হলেন সৈয়দ হায়দার, হাফিজুর রহমান, টুলু, কাউসার আহমেদ চৌধুরী, জাকির হোসেন, সেজান মাহমুদ, খুশনুর আলমগীর, মুবিন, সুকুমার বড়ুয়া। সারগাম 'আর্ক'-এর ক্যাসেট প্রযোজনা করেছে। বেতার জগত বাজারে ছেড়েছে ফাইমার 'নটি বয়' ক্যাসেট। গানের সুর মোটামুটি ভালো হওয়া সত্ত্বেও ফাইমার গায়কী কিছুটা শিশুসুলভ হওয়াতে শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে এ ক্যাসেট। তবে ফাইমা ভালো গেয়েছেন ফোক গান 'ভোমর কইয়ো'। বব মার্লের জনপ্রিয় গান 'বাফেলো সোলজার' গানটি অনুকরণ করা উচিত হয় নি। এ ক্যাসেটে গান লিখেছেন মিলটন খন্দকার, কবির বকুল, খায়রুল মিথুন, রতন খান, আউয়াল রেজা জামসেদ। প্রচ্ছদ সুন্দর। সঙ্গীতে ছিলেন ইফতেখার হোসেন সোহেল।

নতুন প্রজন্মের উদীয়মান শিল্পী 'সোহেল'-এর একক ক্যাসেট বাজারে এসেছে। শিরোনাম 'তুমি আমি হারিয়ে'। নতুন হিশেবে বলা যায় সোহেল ভালোই গেয়েছেন 'আমি ভালোবাসি তোমাকে, ভাঙিলে কাঁচের বাসন, কি দারুন বোকা, তুমি আমি হারিয়ে যাই' গানগুলো। তবুও সূক্ষ্ম কিছু দোষত্রুটি ধরা পড়ে, যা শিল্পীকে ভবিষ্যতে সচেতন করবে। 'হাওয়া হাওয়ার' ছোঁয়ায় 'মন জানে না' গানটি কারো কারো ভালো লাগতে পারে। তবে প্রচ্ছদ মোটেই দৃষ্টিনন্দন নয়। এছাড়াও গানের সিরিয়াল ঠিক হয় নি। এ ক্যাসেটের প্রায় সবগুলো গানের গীতিকার সুরকার মিলটন খন্দকার। 'সানিয়ান' ক্যাসেটের তত্ত্বাবধায়ক।

মনসুর হাসান-এর একক ক্যাসেট সম্প্রতি বেরিয়েছে। আকর্ষণীয় প্রচ্ছদের এ ক্যাসেটে শোনার মতো গানগুলো-- ফিরে এসো, মন তার চোরাবালী, নীল কাগজে, নিঝুম রাত। কিন্তু গায়কের গলায় সুর বৈচিত্র্য নেই, অর্থাৎ গানগুলোর সুর কিছুটা মনোটোনাস হওয়াতে ভিন্নতা আসে নি। নতুন হিশেবে একজন অভিজ্ঞ সুরকারকে দিয়ে সুর করালে ভালো করতেন। কম্পোজিশানে আইয়ুব বাচ্চু তাঁর অভিজ্ঞতার ছাপ রেখেছেন। সারগাম ক্যাসেটটি প্রযোজনা করেছে।

পূজা '৯১-র ক্যাসেট

এবারে পূজোয় কলকাতা থেকে যে যে ক্যাসেট বাংলাদেশে এসেছে তার মধ্যে রয়েছে এইচ·এম·ভির প্রযোজনায় হৈমন্তী শুক্লার ক্যাসেট 'ভালো সুর আর ভালো কথা আসবে ফিরে' এবং কুমার সানুর 'সুরের রজনীগন্ধা', আরো এসেছে মান্না দে'র ক্যাসেট নতুন গানের ডালি যাতে ৮টি গান সংযোজিত হয়েছে, বের করেছে পি·এম·কোম্পানী। এছাড়াও এসেছে আশা ভোসলের নজরুল গীতি, নীতিন মুকেশের আধুনিক বাংলা গান। দ্বৈত ক্যাসেট কুমার সানু ও অনুরাধা পারওয়ালের 'আমাদের ভালোবাসা কাল হল' বের করেছে টি সিরিজ। আরতির কণ্ঠে গাওয়া হিন্দিত অনুদিত রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটি ক্যাসেটও পাওয়া যাচ্ছে। ক্যাসেট। প্রিয়তম কি লিখি তোমায়, যা বাজিয়েছেন দুর্বাদল চট্টোপাধ্যায়।

সৌজন্যে : জলসা রেকর্ডিং, মৌচাক মার্কেট।

৩১ শুক্র জুলাই/৯৬ ভোরের কাগজ

মিউজিশিয়ান টুলু এবং তার পরানের 'আর্ক'

সুমন পাটওয়ারী



নূহ নবী পৃথিবীর ক্রান্তিলগ্নে জীব সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য যে নৌকা নির্মাণ করেন তাকে আর্ক বলা হয়। আর এই অসুস্থ সঙ্গীত যুগে সুস্থ সৃষ্টিশীল সঙ্গীত সৃষ্টির প্রয়াসে বাংলাদেশে আর্ক মিউজিক্যাল ব্যান্ডের জন্ম '৯১ সালের ১ জানুয়ারি। আর্ক সৃষ্টির আগে আর্কের ব্যান্ড লিডার টুলু চাইমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু আর্থিক বিষয়ে মনোমালিন্য হওয়ায় চাইম ভেঙে আর্কের সৃষ্টি।

আর্কের বর্তমান লাইন আপ :

ভোকাল : হাসানুর আমিন হাসান শামীম

লিড গিটার ও ভোকাল : রিদওয়ান চৌধুরী পঞ্চম

বেস : আহমেদ আমিন শাহরিয়ার শিশির

কি-বোর্ড, ভোকাল ও ব্যান্ড লিডার : আশিকউজ্জামান টুলু

ড্রাম : রেজওয়ান

আর্কের সদস্যদের মধ্যে টুলু একজন সঙ্গীত পরিচালক ও চাকরিজীবী। শামীম ব্যবসায়ী। হাসান মাস্টার্সের ছাত্র। রেজওয়ান ও লেভেলে। পঞ্চম ভারতের দিল্লিতে ও শিশির আমেরিকার টেক্সাসে পড়াশোনা করছেন। আর্কে এ পর্যন্ত অনেকবার লাইন আপ-পরিবর্তন হয়েছে। একে একে এসেছেন এলআরবির জয়, ওয়ারফেজের রেশাদ, ইনসাইটের প্রিন্স, জাহাঙ্গীর, মবিনসহ আরো অনেকে। এ প্রসঙ্গে টুলু বলেন, যেকোনো কিছু চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়ার জন্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতোগুলো ধাপ ধরে এগুতে হয়। আর্কের বেলাও তাই হয়েছে। আর্ক এ পর্যন্ত দুটি ক্যাসেট প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে '৯১ সালে সারগামের ব্যানারে 'মুক্তিযুদ্ধ' এবং '৯৬ সালে সাউন্ডটেকের ব্যানারে 'তাজমহল' শিরোনামে। ক্যাসেট দুটি শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে।

আর্ক টিভিতে ব্যান্ড শো, ব্যান্ড নাউ, আনন্দমেলা ও শুভেচ্ছা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছে। আর্কের লিড গিটারিস্ট পঞ্চম প্রয়াত কণ্ঠ শিল্পী মাহমুদুন্নবীর ছেলে ও শিল্পী সামিনা ও ফাহমিদা চৌধুরীর ছোটভাই। একোস্টিক ড্রামসের পরিবর্তে রিদম বক্স ব্যবহারের ব্যাপারে আর্কের সদস্যরা বলেন, স্টুডিওতে অর্থ ও সময় বাঁচানোর জন্য রিদম বক্স ব্যবহার করা হলেও প্রতি ব্যান্ডের উচিত স্টেজে একোস্টিক ড্রামস ব্যবহার করা। আর্ক বর্তমানে বামবার সদস্য এবং আর্কের ব্যান্ড লিডার টুলু বামবার কার্যকরী কমিটির সদস্য। যেকোনো ব্যান্ডকে



আর্ক—এর সদস্যদের সঙ্গে আশিকুজ্জামান টুলু (সর্বডানে)

দর্শকপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য নিজ ইন্সট্রুমেন্টে দক্ষ হতে এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকতে হবে। ক্যাসেটের বেলা অবশ্যই গানের কথা, সুর, কম্পোজিশনের মান উন্নত করতে হবে। আর্কের সদস্যদের একটি সাউন্ড সিস্টেম কম্পানি আছে পলিফোনিক নামে।

বর্তমানে আর্ক মেলোডি গান করতে আগ্রহী। তাদের মতে, যে গান দর্শকের মনে আনন্দ ও প্রশান্তি যোগাবে আর্ক সে ধরনের গানকে প্রাধান্য দেবে। আর্কের সদস্যদের দেশে প্রিয় ব্যান্ড মাইলস এবং বিদেশে স্করপিয়ন, ডিপপারপেল, ড্রিম থিয়েটার এবং প্রিয় স্টুডিও সাউন্ড গার্ডেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আর্ক সৃষ্টির আগে পঞ্চম, হাসান, শিশির, রেজওয়ান যথাক্রমে মেটাল ওয়ারিয়রস, কীর্তিনাশা, রকবিগ্রেড ও ফ্যান্টম লর্ডের সদস্য ছিল এবং সবগুলোই ছিল হার্ডরক অথবা মেটাল ব্যান্ড। আর্কের উল্লেখযোগ্য কনসার্ট হচ্ছে বামবা ও রমনা ওপেন এয়ার কনসার্ট।

আমরা আশা করবো আর্ক এতো দ্রুত লাইন আপ পরিবর্তন না করে ব্যান্ড সঙ্গীতের জন্য নতুন কিছু করুক যা ব্যান্ড সঙ্গীতের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আর্কের সঙ্গে সকল প্রকার যোগাযোগের ঠিকানা : টুলু, ১৫/১৩ তাজমহল রোড, ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

বামবার অফিস

বেশ কিছুদিন হলো 'বামবা' (বাংলাদেশ মিউজিক্যাল ব্যান্ডস এসোসিয়েশন) ঢাকাস্থ রমনায় একটি অফিস খুলেছে। ওখানে গিয়ে যে কেউ 'বামবা' সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানতে পারবে। এই অফিস বামবা সদস্যপদ প্রাপ্ত ব্যান্ডগুলোর একটা মিলনস্থল বলা যায়। তোমরা যে কোনো তথ্য সংগ্রহের জন্য ওখানে যেতে পারো। ঠিকানা হলোঃ ২/ক/৫ ময়মনসিংহ রোড, রমনা, ঢাকা। এই ফাঁকে জেনে রাখো, বর্তমানে বামবা প্রেসিডেন্ট হলেনঃ হামিন আহমেদ, জে. সেক্রেটারী আশিকুজ্জামান টুলু, ট্রেজারার উইনিং-এর বিপ্লব। ব্যান্ডের সদস্যরা মাঝে-মাঝে এখানে এসে আড্ডা দেন। তোমরা গেলে হয়তো তাদের সঙ্গে দেখাও পেতে পারো।

কনসার্ট

গত ২৭ আগস্ট ঢাকা রেসিডেনসিয়েল মডেল কলেজ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পাঁচ ব্যান্ডের একটি কনসার্ট। টিকেটের মূল্য ছিল ১০০ ও ১৫০ টাকা।

কনসার্ট বেলা ১১ টায় শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেল ১০ টার মধ্যে অডিটোরিয়ামের সামনে দর্শকদের ভিড় হয়ে গেছে।

প্রায় ১২টার দিকে কানসার্টও শুরু হয়। প্রথম ব্যান্ড ছিল ওয়ারিয়রস্। ৭টি গান গেয়ে তারা তাদের প্রোগ্রাম শেষ করে। স্টেজের সামনে বেশ কিছু দর্শক উদ্দাম নৃত্যে মেতে ওঠে। পরবর্তী ব্যান্ড ছিল 'সিজেন্ড'। পরপর ৪টি ইংরেজী গান এবং সবশেষে নিজেদের একটা বাংলা গান গেয়ে স্টেজ ত্যাগ করে তারা। দর্শকদের কাছ থেকে এ ব্যান্ড ততটা সাড়া পায়নি। 'আগুন' স্টেজে আসতেই দর্শকরা তাদের প্রিয় ব্যান্ডের নাম ধরে আনন্দে চিৎকার শুরু করে এবং নিজেদের পছন্দের গানটি গাওয়ার অনুরোধ করে। মোট পাঁচটি গান করে আগুন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'বাবা বলে' (গানটি 'কেয়ামত থেকে কেয়ামত' ছবিতে আগুন গেয়েছিলেন) 'বাংলা মা ইনটেনশন' ইত্যাদি। আগুন ভক্তরা সবক'টি গান উপভোগ করেন। এরপর ব্যান্ড 'সাডেন'। ১০টি গান গেয়ে শো শেষ করে এই ব্যান্ড। 'ঘুমিয়ে পড়ো', 'নেশা' যথেষ্ট সাড়া পায়। সাডেনের শো ততটা আনন্দ দেয়নি।

সবশেষে আসে সবার প্রিয় ব্যান্ড প্রমিথিউস। দর্শকরা যেন উল্লাসে ফেটে পড়লেন প্রমিথিউসের আগমনে। ভোকাল বিপ্লব বরাবরই ব্যান্ডের মধ্যমনি থাকেন, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্টেজে উঠে প্রথমেই তিনি দর্শকদের শুভেচ্ছা জানান। তারপর 'মনে পড়ে কোন একদিন' গানটি দিয়ে শুরু করলেন তাদের প্রোগ্রাম। বিপ্লব গানের তালে তালে পুরো স্টেজ জুড়ে একবার দৌড়িয়েছেন, নেচেছেন। দর্শকরা যেন পাগল হয়ে গেলেন। তারপর একে একে 'রাখালিয়া ছন্দে, দুষ্টু মেয়ে, স্বর্নালী ভোর, পিয়া, এ মন, লালমিয়া, স্বাধীনতা চাই, নূর হোসেন, মিলনের রক্ত গাইল। প্রতিটি গানের পর বিপ্লবের কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তা দর্শকদের বেশি আনন্দ দিয়েছে। যেমন, দলের সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় ড্রামার কোয়েলের পরিচয় দিলেন এভাবে 'আমাদের ব্যান্ডের ঢোলক কোয়েল...'। প্রতিবারই প্রমিথিউসের কাছে অনুরোধ আসছিল তাদের সুপারহিট গান, 'চাঁদ সাজালো' গাওয়ার জন্য। সবশেষে তারা এই গানটি গাইলেন। প্রতীক্ষিত গানটি পেয়ে দর্শকরা আনন্দে আত্মহারা হন। সফল শো শেষ করে স্টেজ থেকে নামতেই সদস্যদের হেঁকে ধরলো সবাই অটোগ্রাফ শিকারের জন্য। বিশেষ করে বিপ্লবের তো দম বন্ধ হওয়ার যোগাড় ভক্তদের ভিড়ে। দু'একটা অসঙ্গতিপূর্ণ ঘটনা ছাড়া কনসার্টটি ছিল উপভোগ্য। তবে দর্শকরা এক কথায় স্বীকার করেন প্রমিথিউসই কনসার্টে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিয়েছে। □



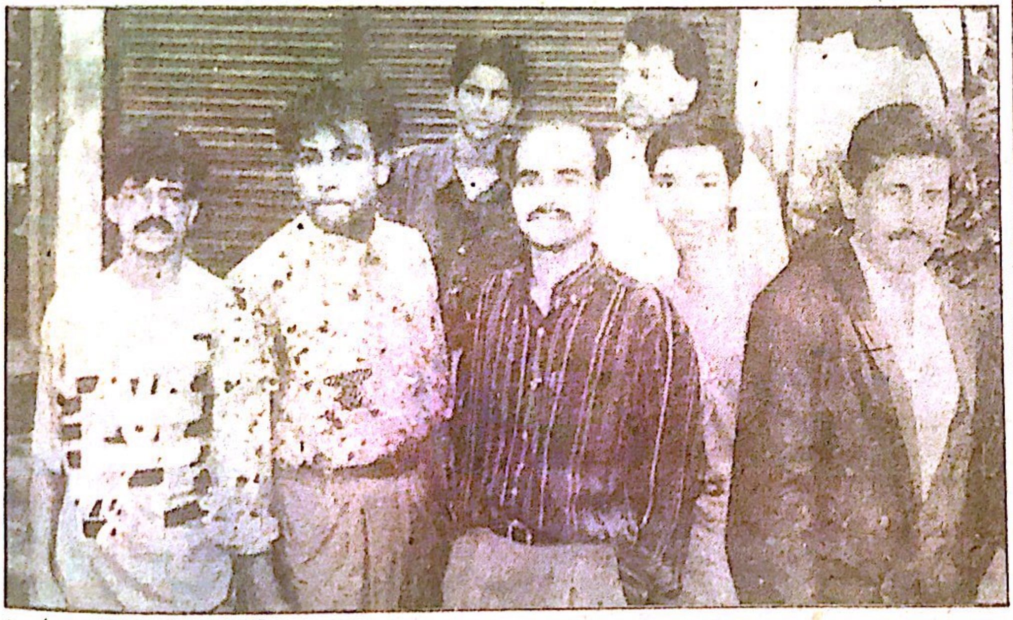
–মারুফ আহমেদ

Ananda Bichitra, 1-15 October/1991

ব্যান্ড পরিচিতি

আর্ক

'৯০ এর জানুয়ারীতে আর্কের জন্ম। মহাপ্লাবনের সময় হযরত নূহ (আঃ) তাঁর আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে একটি কিস্তিতে উঠেছিলেন, যা তাঁদের প্রাণ বাঁচায়। ব্যান্ডের নামকরণ এখান থেকেই। আমাদের দেশে ব্যান্ড সংগীতের অনেক ইতিবাচক দিক থাকলেও এর নেতিবাচক ভূমিকাও রয়েছে। ইদানীংকালের অনেক নতুন নতুন ব্যান্ড হচ্ছে, যারা ব্যান্ড সংগীতের সুস্থ বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।



আর্কের ক্যাসেটের নাম ছিল 'মুক্তিযুদ্ধ'

জানা যায়, দ্রুত পরিচিতি এবং খ্যাতি পাওয়ার জন্য, অন্যদের দিয়ে মিউজিক কম্পোজ বা ইনস্ট্রুমেন্ট বাজিয়ে ক্যাসেট বের করছে অনেক ব্যান্ড। যা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়।

শিগগীর দ্বিতীয় ক্যাসেট বের করার কোন সম্ভাবনা নেই

এভাবে পাড়ায় পাড়ায় পরিকল্পনাহীনভাবে ব্যান্ড গজিয়ে ওঠার কারণে, গানের কথা, সুর, মিউজিক কম্পোজিশন–এই সব কিছুরই মান দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে। তাছাড়া শোনা যায়, ব্যান্ড মিউজিকের সঙ্গে জড়িত অনেকেই মাদক গ্রহণ করে থাকেন। আর্ক, এই সব অসুস্থ ধারার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে দাঁড়াতে চায়। তারা নূহ (আঃ) এর সেই কিস্তি হয়ে গড়ে উঠতে চায়, যা গোটা ব্যান্ড সংগীতকে এই অসুস্থ ধারার প্লাবন থেকে বাঁচাবে।--এ কারণেই ব্যান্ডের নাম আর্ক।

জনপ্রিয় ব্যান্ড 'চাইমে'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আশিকউজ্জামান টুলুই আর্কের প্রতিষ্ঠাতা। আর্কের বর্তমান লাইন আপ হলো, কি বোর্ড এবং ভোকালঃ আশিকউজ্জামান টুলু। ভোকালঃ মোঃ শামীম, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মোঃ মুবিন এবং মোঃ শামসুল আলম ফরীদ। লিড গিটারঃ পঞ্চম এবং পার্থ। বেইজ গিটারঃ শিশির। ড্রামসঃ ফান্টি (এখনও অবশ্য যোগ দেয়নি, তবে শীগগীর যোগ দেয়ার কথা)। ইংরেজী ভোকালঃ রেশাদ।

এই লাইন আপের মধ্যে শামীম এবং জাহাঙ্গীর আলম বিদেশে চলে গেছেন সম্প্রতি। আর্কের যে ক্যাসেটটি এখন বাজারে আছে, তাতে এরা দু'জনই কণ্ঠ দিয়েছিলেন। আর্কের লাইন আপে এছাড়া আর কোন পরিবর্তন আসেনি।

টুলু জানান, ক্যাসেটের প্রতিটি গানই তারা কম্পোজার দিয়ে করেছেন। ফলে, এ্যাকোসটিক ড্রামের প্রয়োজন পড়েনি। সে কারণেই এখনও পর্যন্ত ব্যান্ডে কোন ড্রামার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে শীগগীর ফান্টির ড্রামার হিসেবে যোগ দেয়ার সম্ভাবনা আছে।

আর্কের একমাত্র ক্যাসেটটি বাজারে এসেছে এ বছরের এপ্রিলে। সারগাম থেকে প্রযোজিত এই ক্যাসেটের নাম ছিলো 'মুক্তিযুদ্ধ'। ক্যাসেটে গানের সংখ্যা ১৪টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গান হলো, ঐ চলে যায়, এতকাল ভাবনি তুমি, সেদিনও আকাশে ছিলো এবং হারিকেন লন্ঠন। গান লিখেছেন, সৈয়দ হায়দার, কাওসার আহমেদ চৌধুরী, খোশনূর আলমগীর, হাফিজুর রহমান, আশিকউজ্জামান টুলু এবং হায়দার। মিউজিক কম্পোজ এবং সুর দিয়েছেন, আশিকউজ্জামান টুলু।

আর্ক এখনও কোন কনসার্ট বা অন্য ধরনের কোন অনুষ্ঠানও করেনি। এর কারণ সম্পর্কে টুলু জানায়, 'আসলে আর্কের একজন বাদে আর প্রায় সবাই চাকরিজীবী। ফলে কেউই ঠিকমত সময় করে উঠতে পারেন না। তাছাড়া, আমরা চাই স্টেইজ শো'র ক্ষেত্রে, আমাদের সর্বোচ্চ পারফরমেন্সকে উপস্থাপন করতে। আধখাঁচড়াভাবে কোন অনুষ্ঠান আমরা করতে চাচ্ছি না। সে কারণেই এখন আপাততঃ প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি আমরা। সময়ে অবশ্যই কনসার্ট করবো।'

টেলিভিশনে আর্ক এখনও কোন অনুষ্ঠান করেনি। গণভোট উপলক্ষ্যে সম্প্রতি প্রচারিত ব্যান্ড শোতে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা থাকলেও, শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি। টুলু জানান, ভবিষ্যতে যে কোন কনসার্ট বা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাংলা গানকেই তারা প্রাধান্য দেবেন, বিশেষ করে নিজেদের ব্যান্ডের গানকেই উপস্থাপন করার চেষ্টা করবেন বেশি।

আপাততঃ শীগগীর দ্বিতীয় ক্যাসেট বের করার কোন সম্ভাবনা নেই বলে জানান টুলু। আর্ককে বিভিন্নভাবে সহায়তা এবং উৎসাহ দেয়ার জন্য, হাফিজুর রহমান, আহমেদ ইউসুফ সাবের, বাদল, বোগী এবং টুকুনের কাছে তারা কৃতজ্ঞ।

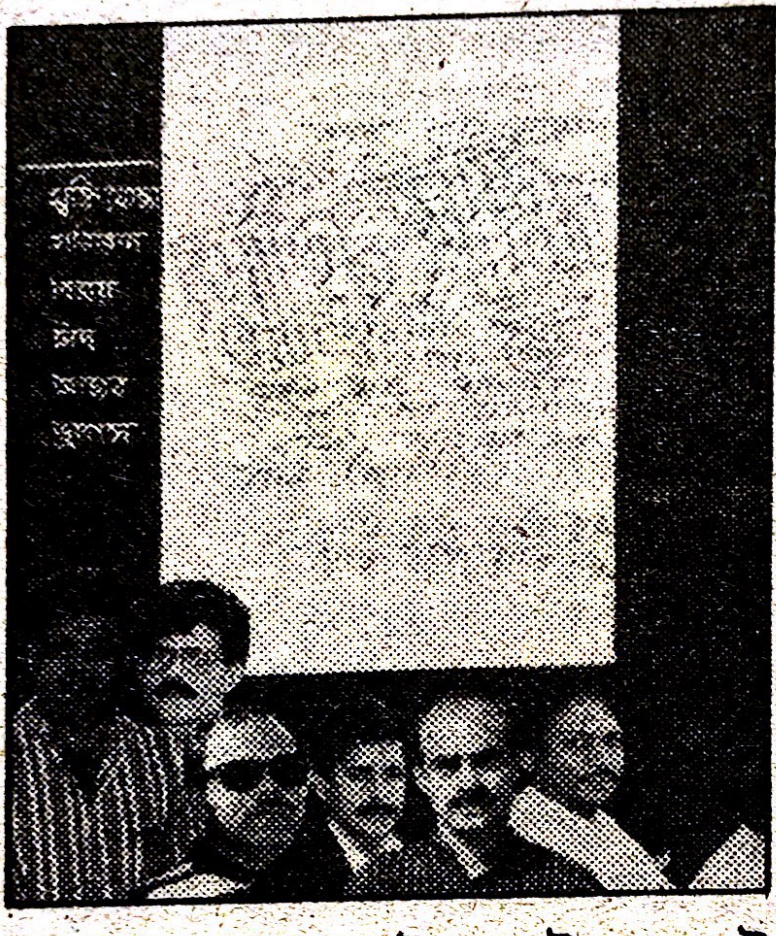
আর্কের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ১৫/৩, তাজমহল রোড, ব্লক–সি। টেলিফোনঃ ৩১৮৪৬৯ এবং ২৫৭৫৩৫।

— অনল রায়হান



আর্ক

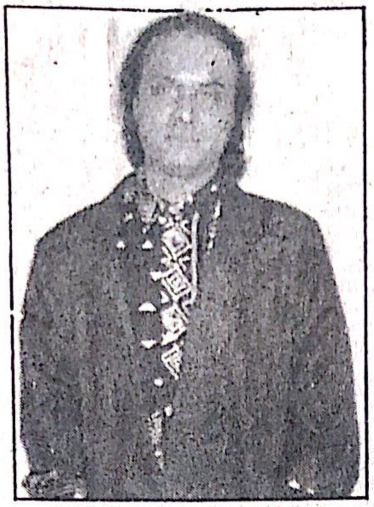
একেবারে নতুন এই ব্যান্ডের ক্যাসেটের নাম 'মুক্তিযোদ্ধা'। তবে আর্কের ব্যান্ডলিডার এবং এই ক্যাসেটের কিবোর্ড, রিদম ও মিউ-জিক কম্পোজিশন করেছেন 'চাইম'



এর প্রাক্তন সদস্য টুলু। এই ক্যাসেটে মোট চৌদ্দটি গান আছে যার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ, হারিকেন, সেদিনও আকাশে, রেলগাড়ি গানগুলি ভাল। ক্যাসেটের মিউজিক কম্পোজিশন চমৎকার। নতুন ব্যান্ড হিসাবে আর্কের ক্যাসেট ভাল। এটি বের করেছে সারগাম।

Scanned with CamScanner

অভিযোগ পাওয়া যায় যে, প্রাপ্য অর্থ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় মাইলস্। অর্থ সংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে এবার তারা রয়েলিটি ভিত্তিতে ক্যাসেট বাজারে ছাড়ছেন না। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী সঙ্গীতা নামক ক্যাসেট প্রকাশনা সংস্থার সাথে মাইলস্ তাদের দ্বিতীয় বাংলা ক্যাসেটের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। কত টাকার বিনিময়ে সঙ্গীতা এ ক্যাসেটের দায়িত্ব লাভ করেছে তা জানাতে মাইলস্ অস্বীকৃতি জানায়। তবে একটি সূত্র আভাস দিয়েছে চুক্তিকৃত অর্থের পরিমাণ তিন লাখ টাকার ওপরে।



হামিন আহমেদ: মাইলসের নতুন ক্যাসেটের সুরকার

বামবাঃ দ্বিতীয় নির্বাচন সমাপ্ত

১২ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়েছে বামবা কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন। এই নিয়ে বামবার মোট দু'টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এতে বিশটি সদস্য ব্যান্ডের মধ্যে পনেরটি ব্যান্ডের প্রতিনিধিরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। আগামী এক বছরের জন্য প্রদত্ত ভোটের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মাইলসের হামিন আহমেদ। রেনেসাঁর ফয়সাল সিদ্দীকি বোগী মনোনীত হয়েছেন সহ–সভাপতি। বামবার নতুন সদস্য আর্কের ব্যান্ড প্রধান আশিকুজ্জামান টুলু নির্বাচিত হয়েছেন সচিব। সহকারী সচিব হিশেবে সদস্যরা পছন্দ করেছেন কে–ওজের ড্রামার শুভ্রকে। আর কোষাধ্যক্ষ হিশেবে নির্বাচিত করেছেন উইনিং–এর বিপ্লব আশরাফকে। কার্যকরী সদস্য হিশেবে অবসকিউর, ফিলিংস্, রকস্টাটা ও এল আর বি নির্বাচিত হয়েছে।



আশিকুজ্জামান : বামবার নব নির্বাচিত সচিব

নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা নতুন বছরে বামবার কার্যক্রমকে আরো সুদৃঢ় করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এদিকে বামবার কনসার্টের ভিডিও ক্যাসেটটি গত বছরের শেষ দিকে বাজারে আসার কথা থাকলেও তা এখনো বাজারে আসেনি। জানা গেছে গত ৪ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ওপেন এয়ার কনসার্টে ধারণকৃত টেপে কারিগরি ত্রুটির কারণে অডিও সেকশনে সমস্যা দেখা দেয়। ফলে নির্ধারিত সময়ে কনসার্টের ক্যাসেটটি রিলির্জ হয়নি। স্পুলে ধারণকৃত অডিওর সাহায্যে শব্দজনিত সমস্যা সমাধানের কাজ চলছে এখন রোজভেলী সেন্টারে। কাজ শেষ হওয়া মাত্রই আগামী কিছুদিনের মধ্যেই লাইভ ব্যান্ড শো'র ক্যাসেটটি পৌঁছে যাবে দর্শকদের হাতে।

উল্লেখ্য, কনসার্টের দৃশ্য ধারণ ও তা বাজারজাতকরণের সকল প্রক্রিয়া সম্পাদন করছে রোজভেলী নেটওয়ার্ক।

এক ক্যাসেটে ছয় গিটারিস্ট

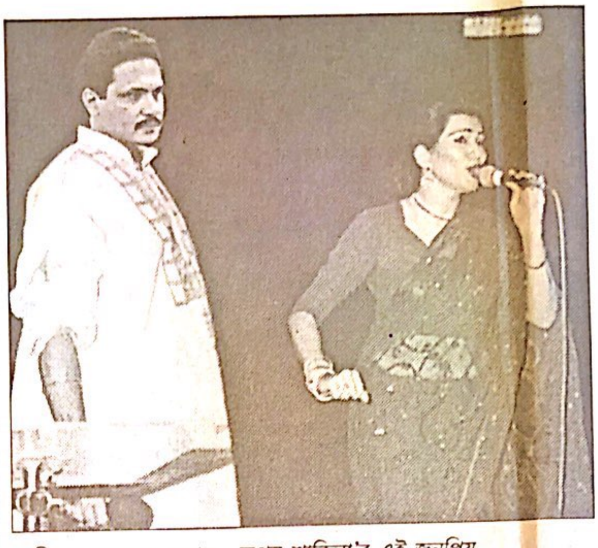
ষাট মিনিটের ফিতায় বন্দী হতে যাচ্ছেন ঢাকার ছয় প্রখ্যাত গিটারিস্ট। সম্ভাব্য এই ছয় গিটারিস্ট হচ্ছেন, মাইলসের হামিন আহমেদ, ওয়ারফেজের কমল, কে ওজের রুমি, এসেসের ফুয়াদ, এল, আর বি এম–এর আইয়ুব বাচ্চু এবং নোভার প্রাক্তন সদস্য রাসেল। ক্যাসেটটিতে প্রত্যেক গিটারিস্টের একটি বা দু'টি করে নিজস্ব কম্পোজিশন অন্তর্ভুক্ত

প্র তি বে দ ন

আশিকুজ্জামান টুলু দেশে ফিরেছেন প্রায় দু'মাস। এই দু'মাসে তিনি তার কষ্টগুলো কারো সঙ্গে শেয়ার করেননি। নিষ্ঠা নিয়ে তিনি দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। কাজের মধ্যে থেকে নিজ হাতে গড়া ব্যান্ড আর্কের বিলুপ্ত হওয়াটা মেনে নিয়েছেন। নব্বই দশকের গোড়ার দিকে টুলু চাইম ছেড়ে গড়ে তোলেন আর্ক ব্যান্ডটি। এই ব্যান্ডের 'মুক্তিযোদ্ধা', 'তাজমহল' বা 'স্বাধীনতা' প্রত্যেকটি অ্যালবাম শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য টুলুর ছিলো অক্লান্ত শ্রম। মাঝে পড়াশোনার জন্য কানাডাবাসী হওয়া যেন তাকে এরকম একটি কষ্ট দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলো। টুলু বলেন, 'ওরা পুরোপুরি সিদ্ধান্ত নিয়ে যে দিন আর্ক ভেঙে ফেলে প্রেস কনফারেন্স করে সে দিন ফোনে আমাকে হাসান জানায়। এতো দূর দেশে বসে যখন কথাটা শুনতে পাই তখন কিছুক্ষণের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এই মুহূর্তে আর্কের ব্যাপারে আমার তেমন কিছু বলার নেই। আমি এখন আর্কের চেয়ে বেশি ইন্টারেস্টেড আমার নতুন কাজগুলো নিয়ে।

আর্ট অব নয়েজ রেকর্ডিং স্টুডিওতে পুরোমাত্রায় কাজ করছেন টুলু। প্রতিভাবান তিন শিল্পী পথিক নবী, মুন এবং মরিসনের তিনটি সলো অ্যালবামের সম্পর্কে তিনি বলেন, 'কানাডায় কাজ করা ব্যয়বহুল। পার আওয়ারে ৫০ ডলার করে পড়ে। আমার নিজস্ব হার্ড ডিস্ক রেকর্ডারে কাজগুলো করেছি। তাছাড়া কানাডায় ক্যাসেটের তেমন একটা কাজ হয় না। আগামী মাসে কানাডা যেতে পারি। গিয়েই নমিতা নামে এক শিল্পীর কাজ শুরু করবো।' সেখানকার বাঙালি শিল্পীদের ব্যাপারে টুলু বলেন, তারা কাজকে ভীষণ এনজয় করে। আর বহুদিন পর মিউজিক করতে পেরে রীতিমতো পাগলের মতো অবস্থা। এখানকার প্রোডিউসাররা যদি এসব শিল্পীদের প্রোমোট করে তাহলে সঙ্গীতাঙ্গন আরো সমৃদ্ধ হবে।

আশিকুজ্জামান টুলু গায়ক হিসেবেও প্রতিশ্রুতিশীল। এ পর্যন্ত তার গাওয়া 'এই দূর পরবাসে তারা গুনি আকাশে আকাশে', নিঝুম রাত শ্রোতামহলে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। গেল বছর তিনি নিজস্ব সলো অ্যালবাম করে কানাডা



তুমি আমার প্রথম সকাল : তপন-শাকিলা'র এই জনপ্রিয় ডুয়েট গানের সুরকার হচ্ছেন টুলু

গবেষণা করা হচ্ছে না।'

আমি খুব শিগগির একেবারে আনকোরা কিছু ছেলে মেয়ে নিয়ে কাজ করবো। যারা কোনোদিন রেডিও টিভি বা দর্শকদের সামনেও আসে নাই। তবে তাদের চর্চা রয়েছে। অনুশীলন রয়েছে।

বাংলাদেশে প্রথম মিক্সড এবং ডুয়েট অ্যালবামের প্রবর্তক টুলু ক্যাসেট ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন কোনো ধারা আসতে পারে কি না তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন। তিনি বলেন, 'কোনো সৃষ্টিই নতুন ভেবে হয় না। আস্তে আস্তে স্বীকৃতি পায়।

— সকাল আহমেদ

'জীবনের প্রতিটা গান গুরুত্বপূর্ণ'



আনন্দধারা'র একজন প্রতিনিধি সম্প্রতি যখন নিউইয়র্কে যান মান্না দে'র একটি স্টেজ শোর' পর মান্না দে তাকে বলছিলেন, 'তোমাদের দেশে একজন তরুণ গীটারিস্ট আমার আমেরিকা-কানাডা সফরে আমার গানের সঙ্গে বাজাচ্ছে। ছেলেটি বেশ ব্রাইট।' মান্না দে'র প্রশংসা পাওয়া এই ছেলেটিই আশিকুজ্জামান টুলু। দেশে থাকার সময়ে ছিলেন আর্ক ব্যান্ডের সক্রিয় সদস্য। জনপ্রিয় অনেক গানের সুরকার। এরমধ্যে একটি তপন-শাকিলার গাওয়া 'তুমি আমার প্রথম সকাল।' তার সাম্প্রতিক ঢাকা ঘুরে যাওয়ার সময় বললেন তিনি অনেক কথা

কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। এই তিন শিল্পী সম্পর্কে টুলু বলেন, পথিক নবীর ক্যাসেটটি রিলিজ হবে ফয়সাল সিদ্দিকী বগির 'একতারা'র ব্যানারে। প্রতিভাবান একটা ছেলে নবী। ওর গানগুলো জীবনমুখী বা ফোক বলা যাবে না। তবে প্রত্যেকটি গানে মাটির ছোঁয়া রয়েছে। মুন আরেক প্রতিভাবান গীতিকার, সুরকার এবং গায়ক। ছেলেটার গায়কী চমৎকার। মরিসনের গানগুলোও সাধারণ গানের বাইরে হবে। এই তিনটি অ্যালবামের কাজ ছাড়া টুলু করছেন এন্ড্রু কিশোর, মনির খান ও আসিফের একটি ত্রয়ী অ্যালবাম। এর মিউজিক কম্পোজিশন খুব শিগগির শুরু করবেন। কথা প্রসঙ্গে টুলু বলেন, তিনি কানাডা প্রবাসী বেশ কয়েকজন শিল্পীর ক্যাসেট করে এনেছেন। এর মধ্যে রয়েছে পিনু খান। যিনি '৭৮ সালে বাংলাদেশে বেশ পরিচিত ছিলেন। এছাড়া মঞ্জু-ইন্টু ও তুলি-হাসান আলীর দুটো ডুয়েট ক্যাসেট করে এনেছিলো। এসব অ্যালবামগুলো বাংলাদেশের যে কোনো কোম্পানি থেকে রিলিজ হতে পারে। কানাডায় করা টুলুর আরো দুটি কাজ হলো সাবু ও নওরীনের একক অ্যালবাম। সেখানকার কাজ যান। অ্যালবামটি রিলিজ হওয়া প্রসঙ্গে বলেন, 'গায়ক হিসেবে আমি তো খুব বেশি পপুলার না। আমার বিশাল অডিয়েন্সও নেই। তাছাড়া ক্যাসেট বাজারে মন্দাভাবের জন্য অ্যালবামটি কোম্পানি এখনো রিলিজ করছে না কোম্পানি।' মন্দার এই বাজারে বর্তমান সময়ের গান আর শিল্পী সম্পর্কে তিনি বলেন, 'গান বাজনার ব্যাপারটা এখন বেশ অস্থিরতার মধ্যে যাচ্ছে। যে গান করছে সে নিজেও বিশ্বাস হারাচ্ছে কারণ তার ২/১টি গান বাজারে হিট হয়েছে। পরের সময়টা নিয়ে তারা চিন্তা করছে না। তবে আমি মনে করি নতুনদের নিয়ে

আনন্দধারা/সংখ্যা-৭২/১৬-৩০ জুন-২০০২

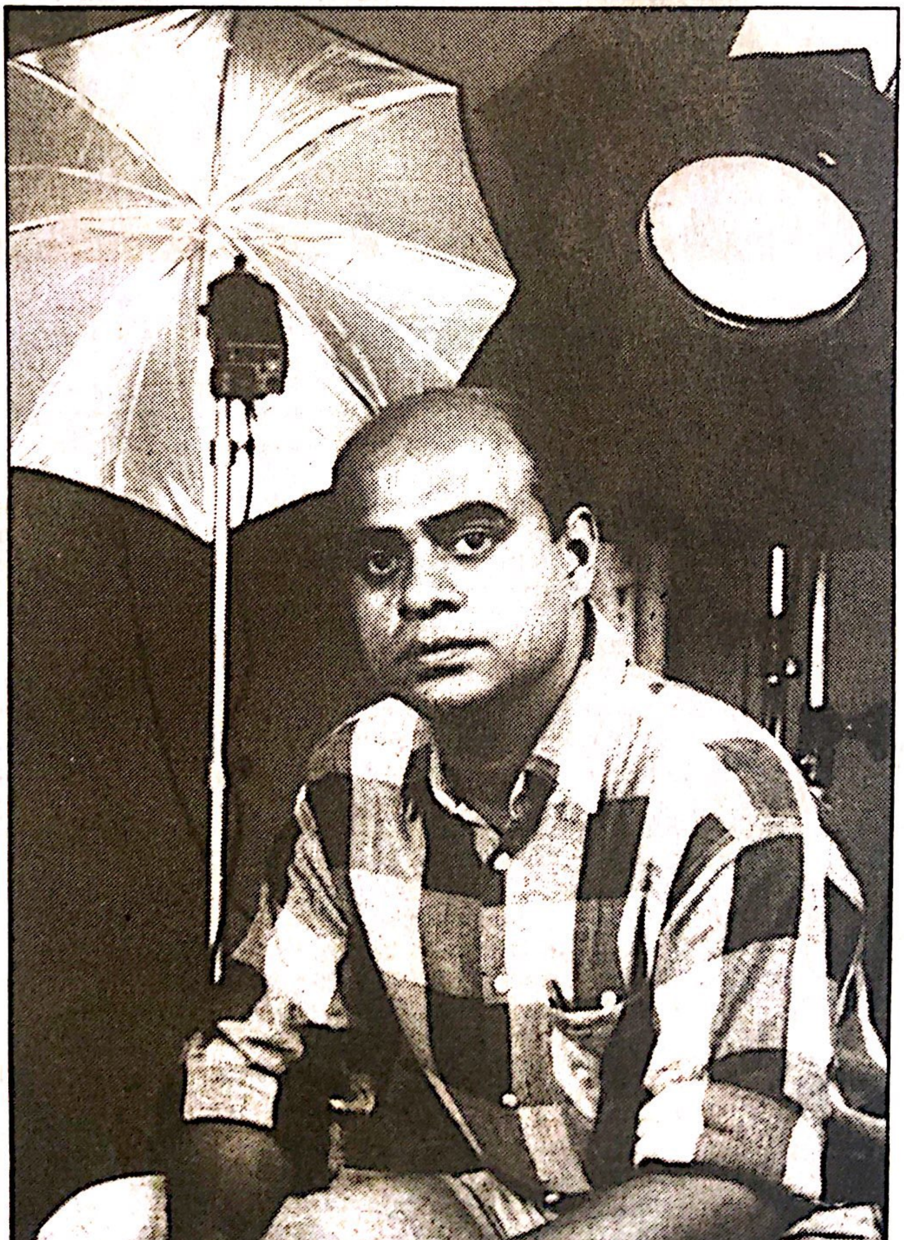
Scanned with CamScanner

"Purnima" Dec, 25/96

মিউজিশিয়ান আশিকুজ্জামান টুলু

স্বপ্ন যার একজনমে সাড়া জাগানো পচিশ অ্যালবাম জন্ম দেবার

বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ মুনশী রইসউদ্দিনের ছেলে আশিকুজ্জামান টুলু নতুন প্রজন্মের প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিনিধি। ঐতিহ্য নিয়েই সঙ্গীতের জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পারিবারিক পরিবেশেই টুলুর ভেতর সঙ্গীতের শিকড় জন্ম নেয়, যাতে বাহিত সুরের ধারা। ছেলেবেলা থেকে অবলীলায় হাতে তবলায় বোল তুলে টুলু বাদ্যযন্ত্রের মোহে পড়েন। গান গাওয়ার চেয়ে বাজাতেই বেশি পছন্দ করতেন। ছ' বছর বয়সে তবলায় হাত রাখলেও দশ বছর বয়স থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাজাতে শুরু করেন। বড় ভাই আলীমুজ্জামানের সাথে উদীচীর প্রোগ্রামে গিয়ে তবলা বাজাতেন। পাশাপাশি গাইতেন। বাংলাদেশ টেলিভিশন ডিআইটি বিল্ডিংয়ে থাকাকালীন ফিরোজা বেগম পরিচালিত গান শিখার আসরে অংশগ্রহণ করতেন। প্রথম গান শেখেন 'মৌ ফুলেরই মৌ পিয়ে'। তথাপিও গলায় গান ধারণের চেয়ে হাতের কারসাজিতে বাদ্যযন্ত্র সুরের খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। '৭৪-এ মা তাকে কলিকাতা থেকে একটা বঙ্গো এনে দেন। এবার চলে বঙ্গো বাদন। বঙ্গো নিয়ে অনেক অনুষ্ঠান করে তার আগ্রহ জন্মে ড্রামসের প্রতি। ৭৭/৭৮-এ সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগ ও চেষ্টায় ড্রামস চর্চা শুরু করেন। শুধুমাত্র বিদম কনসেপশন থেকে ২ বছরে রপ্ত করেন ড্রামস এবং বাজানো শুরু করেন।



দীর্ঘদিন আগে টিভি নাটকে 'এই নীল মনিহার, এই স্বর্ণালী দিনে' গানটি দেখালে টুলু গানটির সুরের প্রেমে পড়ে যান। তার মনে প্রচন্ড আগ্রহ জন্মে সুর করার। সেই সাথে গানের সুরে এ্যাকোস্টিক গিটারের প্লাকিং থাকায় এ্যাকোস্টিক স্প্যানিশ গিটারের প্রতিও অনুরাগী হন। এ ব্যাপারে শরণাপন্ন হন কাজিন জাহাঙ্গীরের। জাহাঙ্গীর খুব ভালো বাজাতেন। তার কাছেই টুলুর প্রথম গিটারের হাতেখড়ি। দু' একটা গানে সুর করার চেষ্টা থেকেই 'বিদম গিটারে তার হাত আসে। এক্ষেত্রে প্রচন্ড কষ্ট করতে হয়েছে বলে টুলু জানান। এভাবেই তিনি একের পর এক বাদ্যযন্ত্র রপ্ত করেন।

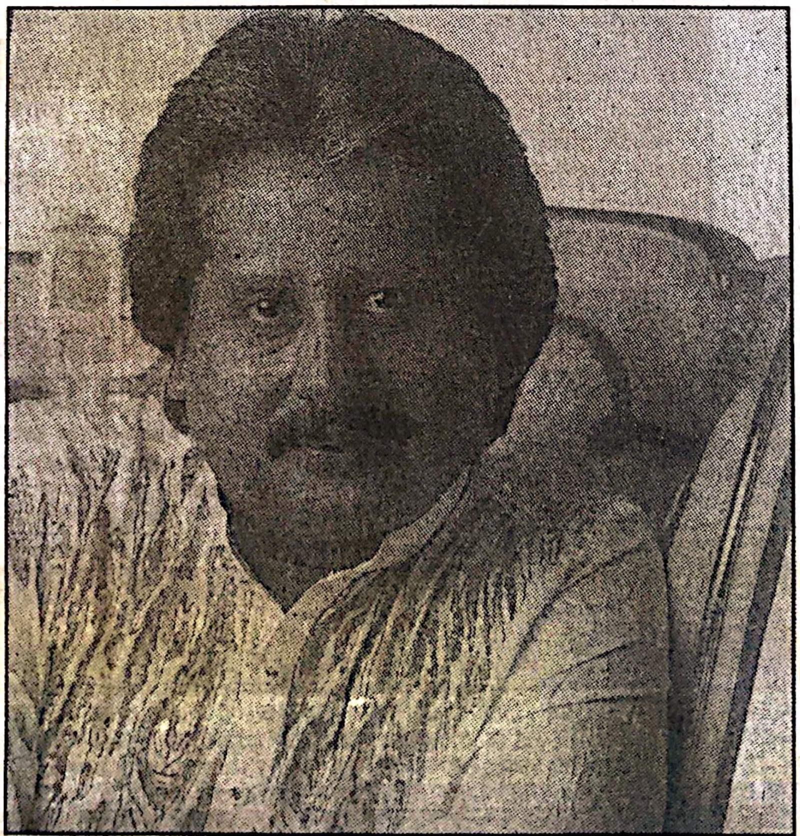
ব্যান্ড গঠন করার পেছনের কারণ প্রসঙ্গে টুলু বলেন, 'আমি তখন উদয়ন স্কুলের ছাত্র। স্কুলের বাংলা শিক্ষিকা জামিলা আপার ছেলে শুভ্র ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শুভ্র তুখোড় লিড বাজাতো, স্যানট্যানা ভালো বাজাতো। ডিপপারপেলের কিছু গানের লিড বাজাতো অবিকল। হোটেল ক্যালিফোর্নিয়ার লিড বাজাতো দারুণ। 'ফ্রিজিং পয়েন্ট' নামে শুভ্রর একটা ব্যান্ড ছিল, শুভ্র আমন্ত্রণ জানালে '৮০-তে ওর ব্যান্ডে যোগ দেই। তখন মাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। বেজ গিটার প্লেআপ কৌশল আমি শুভ্র'র কাছেই শিখি। এরপর বাজানো

"Purnima" Dec, 25/96

শুরু করি। শুভ্র আমার এক বছরের সিনিয়র ছিল। পড়তো আর্ট কলেজে। প্রতিদিন ওর ইনস্টিটিউটে যেতাম। সোহ্‌রাযাওর্দী উদ্যানে এ্যাকোস্টিক গিটার নিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করতাম। ডিপ পারপেল, স্যানট্যানা, ইগলস, ইউরিয়া হিপ-এর গান করতাম। বিটলস্-এর শুধুমাত্র 'লেটইউবি'টা বাজাতাম। এ সময় আমরা বেশ কিছু প্রোগ্রামও করেছি। তবে তখন এত প্রচার-প্রসার বা মিডিয়াগুলোতে ব্যান্ডের বিচরণ ছিল না বলেই পরিচিত পাইনি। '৮২-তে 'ফ্রিজিং পয়েন্ট' ভেঙ্গে যায়। শুভ্র লন্ডন চলে যায়। '৮৩-তে নিজে ব্যান্ড করি, নাম দেই 'চাইম'। একেবারে আনকোড়া ক'জনকে ব্যান্ড মেম্বার হিসেবে নেই। বহু বছর এদের শিখিয়েছি, পড়িয়েছি কিন্তু কোনো ফল পাইনি। মিউজিক কনসেপশন সম্পর্কে ওদের কোনো ধারণাই ছিল না। '৮৭-তে 'চাইম'-এর ক্যাসেট বের হয়। মিউজিক কম্পোজিশন, সুর সব নিজেই করি। কারণ একমাত্র ব্যান্ড মেম্বার কি বোর্ডিস্ট ইমন ছাড়া ব্যান্ডের কেউই মিউজিক সম্পর্কে কিছু বুঝতো না। খালিদ খুব ভালো গাইতো। '৯০-তে 'চাইম' ছেড়ে দেই। '৯১-তে 'আর্ক', নামে আবার নতুন ব্যান্ড গঠন করি।'

মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছে টুলু মনে লালন করলেও শুধুমাত্র ব্যান্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এ ধারায় তার এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের অডিও ক্যাসেট ইতিহাসে প্রকাশিত তৃতীয় ক্যাসেটটির গীত রচনা, সুর করা, সঙ্গীত পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন টুল নিজে। ক্যাসেটটির শিরোনাম ছিলো 'গোল্ডেন হিটস্ অব জুলফিকার'। ক্যাসেটটি বের হয় '৮২ সনে। টুলু বলেন, 'আজ আমাদের ক্যাসেট ইন্ডাস্ট্রি অনেক বড় হয়েছে, অনেক সঙ্গীত পরিচালক এসেছেন। তবে গর্ব হয় এই ভেবে যে, প্রথম তিনটি ক্যাসেটের একটির কণ্ঠ ছাড়া সব কিছুই আমার সৃষ্টি।'

আমাদের দেশে মিক্সড় ও ডুয়েট ক্যাসেট প্রকাশনার সর্বপ্রথম প্লানিংও আশিকুজ্জামান টুলুর। তার করা মিক্সড্ ক্যাসেট 'স্টারস' ও ডুয়েট ক্যাসেট 'শুধু তোমার জন্য' ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। তপন চৌধুরী ও শাকিলা জাফরের গাওয়া ডুয়েট ক্যাসেটে 'তুমি আমার প্রথম সকাল' গানটি এখনও সবার মুখে মুখে। টুলু বলেন, 'ক্যাসেট শিল্প প্রসারের সাথে সাথে সলো ক্যাসেট বের হচ্ছে'। ব্যান্ডের ক্যাসেট বের হচ্ছে, শ্রোতারাও শুনে যাচ্ছে। বেশ একটা একঘেয়েমি ভাব এসে পড়ে। তখনই আমার মাথায় খেলা করে কিভাবে ক্যাসেট শিল্পে ভিন্ন মাত্রায় নতুন ইমেজ আনা যায়। সেই থেকে পরিকল্পনা। ফলশ্রুতিতে 'স্টারস' এবং 'শুধু তোমার জন্য' বের করি। পরবর্তী সময়ে বের করি 'একই বৃন্তে', 'আমাদের ভালোবাসা', 'স্টারস টু'। বর্তমানে টুলু মিউজিশিয়ান হিসেবে ক্যারিয়ারের দিকে মনোযোগী হলেও ঠিকঠাক মত 'আর্ক'-এর কাজও চালিয়ে যাচ্ছেন। দীর্ঘদিন আগে 'আর্ক'-এর প্রথম অ্যালবাম বেরিয়েছে। কিছুদিন আগে বাজারে আসে 'তাজমহল' শিরোনামে 'আর্ক'-এর দ্বিতীয় অ্যালবাম। তৃতীয় অ্যালবামের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে যাবে।



একজন সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে নিজের কাজ প্রসঙ্গে টুলু বলেন, 'এ পর্যন্ত যে সব ক্যাসেট করেছি বা আমি যে ধারার ক্যাসেটে কাজ করি তাতে বাজেটের পরিমাণ বেশি। কারণ আমার ক্যাসেটে অনেক শিল্পীর সমাবেশ ঘটে। প্রতিটি ক্যাসেটের পেছনে সময় লাগে ছয় থেকে আট মাস। এক সাথে আমি একাধিক ক্যাসেটে হাত দেই না। তাই আমার প্রতিটি ক্যাসেট প্রকাশের মাঝে সময়ের ব্যবধান থাকে কমপক্ষে ছয় মাস। এভাবে কাজ করেই আমি অভ্যস্ত। ক্যাসেটের প্রকাশের সংখ্যা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, কোয়ালিটিই আমার কাছে বড়। জীবদ্দশায় অন্তত ২৫টি কোয়ালিটিসম্পন্ন শ্রুতিমধুর ক্যাসেট যদি শ্রোতাদের উপহার দিতে পারি, তাহলে তাই আমার কাছে মাইলফলক হয়ে থাকবে। কারণ আমি মনে করি, দশটি মেষ শাবক জন্ম দেয়ার চেয়ে একটি সিংহ শাবক জন্ম দেয়া অনেক ভালো।'

শত হাসি-আনন্দের মাঝে থেকেও মাঝে মাঝে পেছনে ফেলে আসা কিছু দিন, কিছু স্মৃতি টুলুকে নস্টালজিয়া করে দেয়। বলেন, 'প্রচন্ডভাবে কষ্ট পাই শুভ্র'র কথা ভেবে। আমার বড় কাছের মানুষ, আমার গিটার টিচার শুভ্র। মনে পড়ে, কফি হাউজ, ইমতিয়াজের বাসার ছাদ, সাইন্স ল্যাবরেটরীর ছাপড়া হোটেল আর আর্ট কলেজের আড্ডার কথা। লন্ডনে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল শুভ্র। আর ফেরেনি দেশে। কোনো দিন ফিরবেও না। বছরচারেক আগে লন্ডনে থাকাকালেই মারা গেছে শুভ্র। '৯০-তে ওর সাথে আমার শেষ দেখা লন্ডনে। আমাকে পেয়ে শুভ্র খুব খুশি হয়েছিলো। সারারাত আটকে রেখেছিলো ওর রুমে।'

'৮৬-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞানে এম,এস,এস করে টুলু পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত। মিউজিকপাগল টুলুকে গান-বাজনার জন্য তার সহকর্মীরা সহায়তা করেন। এদিক থেকে নিজেকে প্রচন্ড ভাগ্যবান বলে স্বীকার করেন। তার স্ত্রী নিলুফারও ভালো গান করেন। প্লে-গ্রুপে পড়ুয়া একমাত্র ছেলে নন্দনও আধো আধো কণ্ঠে গানের কলিভাজে।

টুলুর প্রিয় সঙ্গীতশিল্পী এ্যালিস্টুয়াট, কারপেন্টার জনিলি, এলটন জন, ক্রিস রিয়া, ক্লসমেইন, ব্রায়ান এ্যাডামস, মারায়াক্যারে, স্টিং। প্রিয় ব্যান্ড ডিপপারপেল, ঈগলস, বিজিয়স, এ্যাবা, বিটলস, স্করপিয়নস, ড্রিম থিয়েটার।

বর্তমানে টুলু ব্যস্ত 'শুধু তোমার জন্য-২' ক্যাসেটের কাজ নিয়ে। অধিকাংশ সময়ই কাটে তার অফিস আর রেকর্ডিং স্টুডিওতে। ক্লান্তি নেই। চোখ-মুখ জুড়ে আছে সৃষ্টির উদ্দামতা। 'হারি জিতি যাই হোক, সাফল্য পাবোই'- এই হলো তার পথ চলার মূলমন্ত্র।

—আবিদা নাসরীন কলি

বাহবা-ষড়যন্ত্র ঃ দুয়ের মাঝে পংকজ উদাস

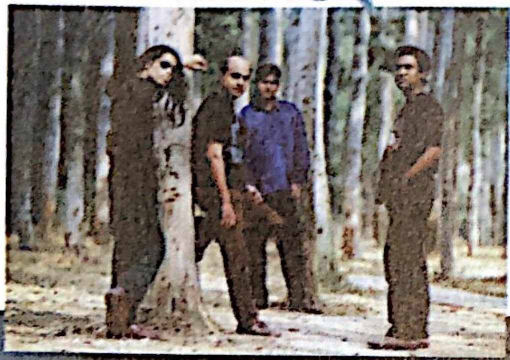
জনপ্রিয় গজল গায়ক পংকজ উদাস কি হারিয়ে যাচ্ছেন? তার গলায় নাকি খুব খারাপ অসুখ করেছে। আর গাইতে পারবেন না আগের মতো। অচিরেই তিনি আমেরিকা যাচ্ছেন গলার চিকিৎসা করাতে। ইত্যাকার গুজব-গুঞ্জন আর প্রশ্নগুলো গত ক'মাস ধরে বোম্বে তথা সমগ্র ভারতীয় সঙ্গীত ভুবনের মানুষ এবং অগনিত ভক্ত অনুরাগীদের মুখে উচ্চারিত হয় ভীষণভাবে। অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন পংকজ উদাসের মিউজিক ক্যারিয়ার নিয়ে। তা হলে কি তার কণ্ঠে মন পাগল করা আর কোনো গজল কিংবা চমৎকার গান শোনা যাবে না? অতি সম্প্রতি সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন স্বয়ং পংকজ উদাস। তিনি সব সন্দেহ সংশয়-আশংকা অমূলক মিথ্যে প্রমাণ করলেন। না, আমার সিরিয়াস কিছু হয়নি। গলায় সামান্য ঠান্ডা লেগেছিলো গত আগস্ট মাসে, এজন্যে ওষুধ খেয়েছি সেটা সেরেও গেছে। এরপরে, আমি সুস্থ হয়ে আবার নিয়মিত গাইতে শুরু করেছি আগের মতো। জনপ্রিয় গজল গায়ক বলেন, গত কয়েকমাসে ভারতের বাঙ্গালোর,

Scanned with CamScanner

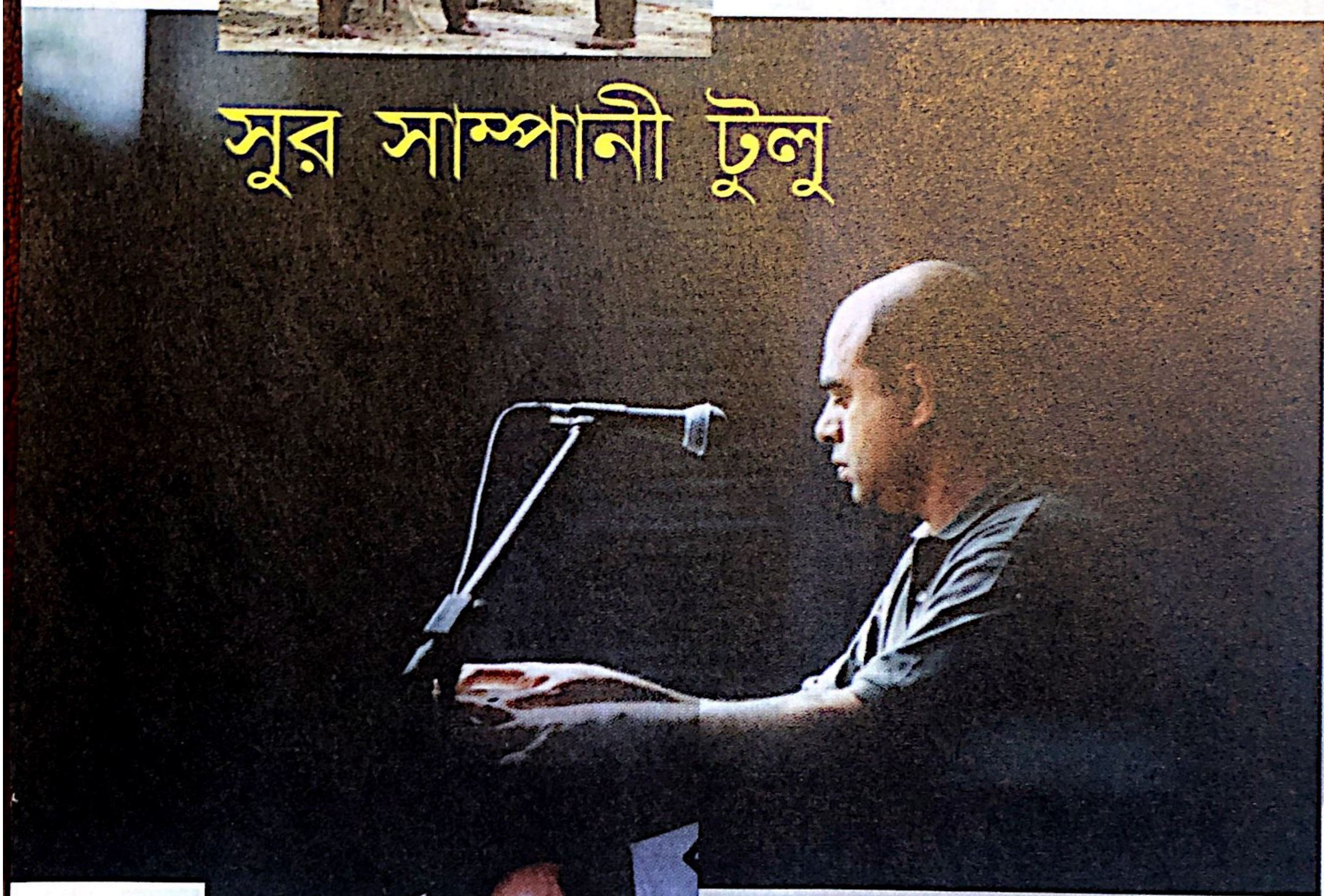
"Annaya Din"
16-31 March/98

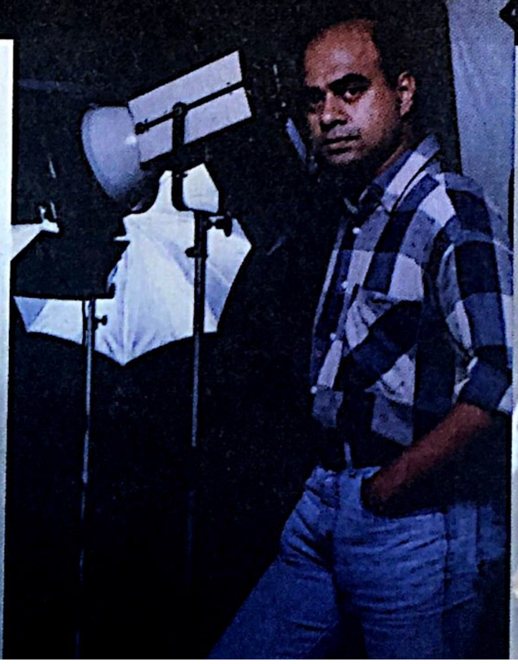
তুমি

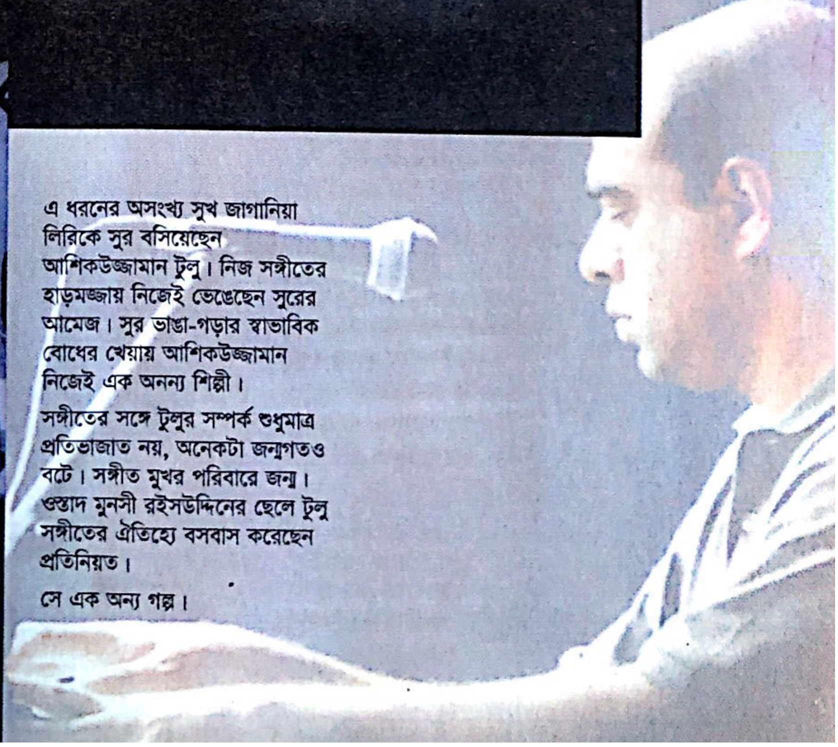
আমার প্রথম সকাল, একাকী বিকেল
ক্লান্ত দুপুরবেলা,
তুমি আমার সারাদিনমান
তুমি আমার সারাবেলা।
তুমি আমার একটু চাওয়ার অনেকখানি   পাওয়া
তুমি আমার খর রৌদ্রে মিষ্টি হিমেল হাওয়া॥
তুমি আমার মরুপ্রান্তে ঘন সবুজ বন
তুমি আমার তপ্ত বুকে ঝর ঝর আষাঢ় শ্রাবণ...



সুর সাম্পানী টুলু







এ ধরনের অসংখ্য সুখ জাগানিয়া লিরিকে সুর বসিয়েছেন আশিকউজ্জামান টুলু। নিজ সঙ্গীতের হাড়মজ্জায় নিজেই ভেঙেছেন সুরের আমেজ। সুর ভাঙা-গড়ার স্বাভাবিক বোধের খেয়ায় আশিকউজ্জামান নিজেই এক অনন্য শিল্পী।

সঙ্গীতের সঙ্গে টুলুর সম্পর্ক শুধুমাত্র প্রতিভাজাত নয়, অনেকটা জন্মগতও বটে। সঙ্গীত মুখর পরিবারে জন্ম। ওস্তাদ মুনসী রইসউদ্দিনের ছেলে টুলু সঙ্গীতের ঐতিহ্যে বসবাস করেছেন প্রতিনিয়ত।

সে এক অন্য গল্প।

Scanned with CamScanner

বিনোদন
মুখোমুখি

শুরুতেই গাওয়ার চেয়ে বাজনাতেই মনোযোগী ছিলেন টুলু। ছ'বছরের প্রথম কৈশোরে তবলায় হাত রেখে বোল তুলতে শিখলেন। বছরের সীমা দশে উঠতেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাজাতে থাকলেন অপরূপ দক্ষতায়। টিভিতে ফিরোজা বেগমের সাথে উদীচীর প্রোগ্রামে তবলাবাদক হিসেবে অংশ নিতেন। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি শিখে ফেললেন বঙ্গোবাদন। আর '৭৮ সালে দু'বছরের সাধনায় শুধু রিদম কনসেপশন থেকে শিখে নেন ড্রামস। তারপর 'এই নীল মণিহার এই স্বর্ণালী দিনে...' গানটি শুনে অ্যাকোস্টিক গিটারের প্রেমে পড়ে যান। কাজিন জাহাঙ্গীরের কাছে শিখে নেন প্লাকিংসহ রিদম গিটারের আদ্যোপান্ত। এভাবে সংগীতের পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্য, ধ্রুপদী থেকে আধুনিক সব পর্যায়ের বাদ্যযন্ত্রের উপর আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

উদয়ন স্কুলে থাকতেই স্কুলের বাংলা শিক্ষিকা জামিলা আপার ছেলে শুভ্র'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। শুভ্র ডিপ পারপলের কিছু লিভ অবিকল বাজাতে পারতো। শুভ্র'র নিজস্ব একটা ব্যান্ড ছিল ফ্রিজিং পয়েন্ট নামে। '৮০ সালে শুভ্রর আমন্ত্রণে টুলু যোগ দেন ফ্রিজিং পয়েন্টে। এখান থেকেই বেজ গিটারে হাতেখড়ি হয়। এসময় দল বেঁধে সোহরায়াওর্দী উদ্যানে কিংবা শুভ্র'র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর্ট কলেজে ডিপ পারপল, স্যানট্যানা, ইগলস, ইউরিপা হিপের গান প্র্যাকটিস চলতো। '৮২ সালে শুভ্র লন্ডনে চলে যাওয়াতে ভেঙে গেল 'ফ্রিজিং পয়েন্ট'। '৮৩ সালে টুলু নিজেই ব্যান্ড করেন, নাম দেন 'চাইম'। তারপর টুলুর নেতৃত্বে শুরু হয় অন্যদের শেখার কাজ। টুলুর মতে, একেবারে আনকোরা কয়েকজন ব্যান্ড মেম্বার নেয়াতে ওদের শেখাতে হতো। '৮৭ সালে বাজারে আসে চাইমের প্রথম অ্যালবাম। চমৎকার গানের কথা, সুর এবং কম্পোজিশনের কল্যাণে চাইমের গানগুলি খুব দ্রুত অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এ অ্যালবামের মিউজিক কম্পোজিশন ও সুর টুলুর করা। '৯০ সালে, টুলুর মতে, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের কারণে চাইম ছেড়ে দেন। তারপর '৯১ সালে গড়ে তুলেন 'আর্ক'।

ব্যান্ডের সমান্তরালে ব্যক্তিগত ইমেজের ক্ষেত্রেও টুলু কখনও পিছিয়ে ছিলেন না। বাংলাদেশের অডিও ক্যাসেট ইতিহাসে প্রকাশিত তৃতীয় ক্যাসেটটির গীত রচনা, সুর করা, সংগীত পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন টুলু নিজে। 'গোল্ডেন হিটস্ অব জুলফিকার' শিরোনামে ক্যাসেটটি বের হয় '৮২ সালে। সেই থেকে সংগীত পরিচালক হিসেবে যাত্রা শুরু। তারপরও ব্যান্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে সংগীত পরিচালক হিসেবে ফুলটাইম হতে পারছিলেন না। '৯০ সাল থেকে এই ব্যস্ততা কমে আসতে শুরু করে। ফলে '৯৩ সালে বাংলাদেশের ক্যাসেট শিল্প ইতিহাসের মাইলস্টোন তৈরি করেন। সাউন্ডটেকের ব্যানারে বের হয় বাংলাদেশের ব্যান্ড মিউজিশিয়ানদের নিয়ে প্রথম মিক্সড অ্যালবাম 'স্টারস'। এই অ্যালবামের 'হেসে খেলে এই মনটা আমার' গানসহ সবগুলো গান শ্রোতা-প্রিয় হয়। এই ধারাবাহিকতাতেই পরবর্তীতে বের করেন বাংলাদেশে দ্বৈত গানের প্রথম মিক্সড অ্যালবাম 'শুধু তোমার জন্য'। এই অ্যালবামের সবগুলো গানও জনপ্রিয় হয়ে যায়। বিশেষ করে গানপাগল প্রত্যেকটি মানুষের কাছে জনপ্রিয়'র মাত্রা ছেড়ে মুখে মুখে উচ্চারিত হয় 'তুমি আমার প্রথম সকাল, একাকী দুপুর, ক্লান্ত বিকেলবেলা...।' মূলত ব্যান্ডের গানের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দিতেই এসব শিল্পীদের দিয়ে টুলু গান করেছেন। এভাবেই বেরিয়ে আসে 'একই বৃন্তে', 'আমাদের ভালবাসা', 'স্টারস টু', 'আনন্দধারা' প্রভৃতি ক্যাসেট।

শত ব্যস্ততার মাঝে এখনও মাঝে মাঝে পুরনো অতীত ডেকে যায়। কিছু কিছু স্মৃতি মাঝে মাঝে নস্টালজিয়া করে দেয়। মনে পড়ে নিজের অনেক কাছের মানুষ শুভ্রকে, গিটার টিচার শুভ্রকে। লন্ডনে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল শুভ্র। কোনদিন ফিরেও আসবে না, কেননা বছর চারেক আগেই মারা গেছেন শুভ্র। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী পরিচালক টুলুর এখনও মনে পড়ে কফি হাউস, আর্ট কলেজ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ইমতিয়াজদের বাসার ছাদ, মনে পড়ে লিড গিটারের কথন।

এত কিছুর মাঝে ব্যস্ততায় সময় কাটছে নিজেকে নিয়ে, স্ত্রী নীলুফার আর ছেলে নন্দনকে নিয়ে, আর প্রিয় সঙ্গী 'আর্ক'কে নিয়ে। প্রথম অ্যালবাম 'মুক্তিযুদ্ধ' প্রকাশ করার পর দীর্ঘ সময় বিরতিতে আর্কের ধারাতে খানিকটা পরিবর্তন যুক্ত হয়েছে, যা বোঝা গেছে 'তাজমহল' অ্যালবামটিতে। এই অ্যালবামের 'ওরে আমার পাগল মন, চিন্তা ভাবনা কইরা দিও তোমার মন...'। আবার হাসানকে দিয়ে তৈরি করেছেন 'গুরু কত জনা আমারই দেশে, কেউবা সাধু কেউ সন্ন্যাসী, অচেনা বেশে...।' এবার ঈদুল আজহায় আসছে আর্কের নতুন অ্যালবাম 'অরণ্যে একদিন'।

সীমাহীন ব্যস্ততা, বনবন্ সঙ্গীত চিন্তা, প্রিয় সঙ্গী নন্দন, টেপ-রেকর্ডারে ক্রিসরিয়া, কণ্ঠে 'সেদিনও আকাশে...', আঙুলে কি বোর্ডের রিড, সাদাকালো রিড আর সঙ্গী আর্ক— এসব নিয়েই বর্তমানের হালচাল, সুরসাম্পানী টুলুর গল্প।

জাফর অদ্বিতি ● জাহিদ আকবর

ইন্টারনেটের বিশাল ভুবনে আমন্ত্রণ

বর্তমান যুগের বিস্ময়কর আবিষ্কার ইন্টারনেটে দ্রুত ও নিশ্চিত যোগাযোগ, তথ্য আদান প্রদানের জন্য ইন্টারনেটে কার্যকরিতা বিস্ময়কর। ইন্টারনেট হচ্ছে ১৬০টি দেশ জুড়ে ৫০ হাজার ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের সঙ্গে যুক্ত ৬৬ লক্ষ কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত ৩ কোটি মানুষ। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেমন মূহূর্তে পাঠানো যায় সংবাদ। তথ্য, ডকুমেন্ট তেমনি ইন্টারনেট ওয়েবপেজ থেকে দেখাও সংগ্রহ করা যায় দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা ও ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত তথ্য। এমন কি লাভ করা যায় নিখাদ বিনোদনের স্বাদও।

নামমাত্র খরচে আপনার হোম পেজ অথবা ওয়েবপেজ সারা বছর ইন্টারনেটে রেখে আপনিও উদ্ভাসিত করতে পারেন নিজেকে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে।

আমাদের প্রদত্ত ইন্টারনেট ও কম্পিউটার সার্ভিসসমূহ।

ই-মেইল : পৃথিবীর যে কোন দেশে ই-মেইল ঠিকানায় চিঠি/ডকুমেন্ট পাঠান প্রতি পৃষ্ঠা মাত্র ২০/-।

ফ্যাক্স : প্রাপ্তি কেন্দ্রে নিখুতভাবে ফ্যাক্স পাঠান হয়। চার্জ প্রতি পৃষ্ঠা ৪০/-+(দেশ ভেদে চার্জ)।

ওয়েবপেজ : ব্রাউজিং করে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও প্রিন্ট আউট দিয়ে থাকি। ওয়েব/হোম-পেজ ডিজাই ও হোস্টিং করে থাকি।

কম্পোজ, দক্ষ কর্মী দ্বারা বই, রিপোর্ট, ডকুমেন্ট কম্পোজ, স্ক্যানার ও ফটোশপ

ডিজাইন ও : প্রোগ্রামে দ্বারা ডিজাইন এবং কালার, লেজার ও ডট প্রিন্টার দ্বারা

স্ক্যানিং প্রিন্টিং দেওয়া হয়। সিস্টেমসহ প্রিপ্রেসের সকল কাজসহ প্রিন্টিং অর্ডার গ্রহণ ও সরবরাহ করা হয়।

ট্রেনিং : কম্পিউটার ট্রেনিং [অপারেটিং সিস্টেম, ইন্টারনেট হার্ডওয়ার মেইনটেন্যান্স]।

কলব্যাক : আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ডসহ ইউরোপীয় দেশে লোকস্ট টেলিফোনের জন্য আমরা *Kall*back এর Int'l. Marketing Representative.

বিঃ দ্রঃ আমাদের ই-মেইল ও ফ্যাক্স নাম্বার ব্যবহার করে আপনিও যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন বিশ্বের সঙ্গে।

TIME & TRADE INT'L.

Shahnawaz Bhaban (Gr. Fl.),
9/C, Motijheel C/A, Dhaka.
Phone : 9557747, 9552535
Fax : 880-2-9560208
E-Mail : traveler@bdonline.com
ishtiaq@citechco.net



কোথায় বেড়াতে যাবেন?

বন-পাহাড়... রহস্যঘেরা রাজপ্রাসাদ...সমুদ্রঘেরা দ্বীপ! নাকি স্বর্গের কাছাকাছি কোন তুষারশুভ্র শৈল শিখর?

পর্যটক লেখকের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্যাকেজ ট্যুরে দেখুন

রহস্যময় তিব্বত-সুন্দরী নেপাল
নির্জন নিসর্গ ভূটান
অপরূপ মায়ানমার ও শ্রীলঙ্কা
বৈচিত্র্যময় বিশাল ভারত!

* 'এভারেস্ট ফ্লাইট' মাত্র ৫০০০/- টাকায় বিমান বিহারে অবলোকন করুন এভারেস্ট চূড়ার অবিস্মরণীয় দৃশ্য।

** আমাদের দুটি নিজস্ব প্যাকেজ : ত্রিপুরাসুন্দরী/শৈলশহর শিলং ভ্রমণ {তিন রাত চার দিন, মাথাপিছু তিন হাজার টাকা মাত্র।}

*** উপরোল্লিখিত দেশসমূহে প্রধান প্যাকেজ ট্যুর অপারেটরদের আমরা বাংলাদেশী প্রতিনিধি।

traveler
(Travel Guide & Package Tour Operator)
House # 3, Rd. # 2, P C Culture Housing Soc.
Shekertek, Mohammadpur, Dhaka-1207.
Phone : 9557747, 9121424 (Res.)
Fax : 880-2-9560208
E-Mail: traveler@bdonline.com, ishtiaq@citechco.net
Liaison Office: Shahnawaz Bhaban (Gr. Fl.),
9/C, Motijheel C/A, Dhaka.



আর্ক-হারান মাঝি এবং কান্ডারী

আশিকউজ্জামান টুলু

১৯৯১ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে প্রথম কনসার্টে ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশের গান নিয়ে আর্ক ব্যান্ডের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সমৃদ্ধ গানের কথা, মন কাড়া সুর এবং চমৎকার মিউজিক কম্পোজের কারণে অতি অল্প সময়েই দলটি শ্রোতাদের কাছাকাছি চলে আসে। একের পর এক সফল কনসার্ট আর বেশ ক'টি ব্যবসাসফল অ্যালবামের মাধ্যমে আর্ক ব্যান্ডের জনপ্রিয়তাও প্রচণ্ড রকমের বেড়ে যায়। ব্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা ও দলনেতা আশিকউজ্জামান টুলুর বিদেশে অবস্থান কালে, দলের প্রধান শিল্পী হাসান সহ অন্যান্যদের দল ছেড়ে চলে যাওয়া সহ বিবিধ কারণে একযুগ বয়সী এই দলটির মাঝের কিছুদিন কার্যক্রম সেভাবে নজরে আসেনি শ্রোতাদের।

চলতি বছরের ভাষা শহীদদের মাসেই পুনরায় আর্ক তাদের আগমনী বার্তা বেশ ভালোভাবেই জানান দিলেন 'হারান মাঝি' শিরোনামে নতুন অ্যালবামটির মাধ্যমে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল মাত্র একমাসের পরিশ্রমের ফসল এই হারান মাঝি। আর এবারেও আর্ক-এর কান্ডারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে দলের প্রতিষ্ঠাতা ও দলনেতা আশিকউজ্জামান টুলু। বহু প্রতিভার অধিকারী আশিকউজ্জামান টুলু একাধারে কণ্ঠশিল্পী, সুরকার, গীতিকার ও মিউজিক কম্পোজার। এমনকি সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও তার প্রচন্ড দক্ষতা রয়েছে।

সম্প্রতি চিত্রালীর মুখোমুখি হয়েছিলেন শিল্পী আশিকউজ্জামান টুলু। এই আলাপচারিতায় উঠে এসেছে আর্ক-হারান মাঝি এবং কান্ডারী আশিকউজ্জামান টুলুর কথা। পাঠকদের জন্য তারই অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো।

* আর্ক ব্যান্ডের শুরুর কথা বলুন।

** ১৯৯১ সনের জানুয়ারি মাসে আর্ক ব্যান্ডটি প্রতিষ্ঠা করি। প্রথম অনুষ্ঠানটি ছিল একই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনার চত্বরে। শুরুর সদস্যরা হলেন আশিকউজ্জামান টুলু, পার্থ, মুবিন, জাহাঙ্গীর, ফরিদ এবং শামীম।

* এ পর্যন্ত দেশ-বিদেশে কতগুলো কনসার্টে অংশ নিয়েছে আর্ক।

** প্রায় দেড় শতাধিক কনসার্টে আর্ক অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে একবার ইংল্যান্ডের মাটিতে শো করেছে। এছাড়াও শীঘ্রই কানাডার একাধিক স্থানে কনসার্ট করার কথা রয়েছে।

* আর্ক ব্যান্ডের অ্যালবামগুলোর কথা বলুন।

** আর্ক-এর এ পর্যন্ত ৫টি অ্যালবাম বের হয়েছে। ১৯৯১ সনে প্রথম অ্যালবাম 'মুক্তিযুদ্ধ' বের হয়। এরপর হাসানের মতো ট্যালেন্ট, গুণী এবং পরিপূর্ণ একজন শিল্পীকে দলে পাই। সে সময় তার গলার সবচে শ্রুতিমধুর স্কেল বা স্থানকে আমি সবচে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি। হাসানকে নিয়ে কাজ করতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতাম। আমার মতে হাসান ছিল আর্কের সবচে উজ্জ্বল শিল্পী। যাই হোক এরপর '৯৬ সনে আর্কের দ্বিতীয় অ্যালবাম 'তাজমহল'-এর গানগুলোতে বেশ পরিবর্তন আসে হাসানের চড়া কণ্ঠের কারণে। অ্যালবামটি ব্যবসাসফল হয়। অ্যালবামের একাকী, সুইটি, গুরু প্রভৃতি গানের কথা ও সুর করেছিলেন হাসান। এরপরের অ্যালবাম 'জন্মভূমি'তে রক ফ্লেবারটা ঠিক রেখে প্রথমবারের মতো দেশের বাংলা গানে টেকনো ব্যাপারটি ব্যবহার করি।

এই অ্যালবামের 'বাংলাদেশ' ও 'প্রেম তুমি' গান দুটোর কথা, সুর ও কণ্ঠ হাসানের। বলা বাহুল্য এই অ্যালবামটিও ব্যবসাসফল হয়। এরপর ২০০০ সনে বের হয় 'স্বাধীনতা' অ্যালবাম। ঐ সময় আমি কানাডায় থাকাকালে অ্যালবামে ২টি গানে কণ্ঠ দেয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে পারিনি। অবশ্য 'স্বাধীনতা' অ্যালবামটি ব্যবসা সফল হয়নি।



'হারান মাঝি'র দুই শিল্পী আশিকউজ্জামান টুলু ও মুন

* আপনি বিদেশ থাকাকালে আর্কের কি কোনো ক্ষতি হয়েছে? সদস্যদের দল পরিবর্তনে আর্ক কতটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

** ৪ বছর বিদেশে থাকাকালে আর্কের সাথে আমার যে গ্যাপের সৃষ্টি হয়েছে তাতে অবশ্যই অনেক ক্ষতি হয়েছে। এর ফলে হাসানের মতো শিল্পীকে হারানো, কনসার্টে নিয়মিত অংশ না নেয়া, স্বাধীনতা অ্যালবামটি ব্যবসা সফল না হওয়া। মোট কথা সব দিকেই ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া সদস্যদের দল পরিবর্তনে ব্যান্ডের অনেক ক্ষতি হয়। এজন্য দলের মধ্যে মেন্টাল অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মাইলস্ দলটির মধ্যে সুন্দর ঐক্যের কথা না বললেই নয়।

'হারান মাঝি' অ্যালবামে ওয়েস্টার্ন-ইস্টার্ন ফ্লেভার মিক্সড করে ফিউশান আঙ্গিকে গান করেছি। সাথে কিছুটা সফ্‌ট রকের টাচ্‌ রয়েছে। আর গাগুলোতে রয়েছে মাটির গন্ধ, অ্যালবামের সব ধরনের শ্রোতাদের ভালো লাগবে আশা করি।

* আর্ক ব্যান্ডের পূর্বের ক'টি জনপ্রিয় গানের কথা বলুন।

** বেশ কিছু গান জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তার মধ্যে হারিকেন লণ্ঠন, রেশমী জোছনায়, সেদিনও আকাশে ছিল চাঁদ, অসময়ে মেহমান, একাকী, সুইটি, গুরু, আমার হৃদয়ে তুমি, পাগল মন, প্রেম তুমি, বাংলাদেশ, যারে যা, এই দূর পরবাসে উল্লেখযোগ্য।

আর্ক ব্যান্ডের জন্য হাসানের মতো প্রতিভাবান শিল্পী মুনকে পেয়ে আমি প্রচন্ড আশাবাদী। আমার বিশ্বাস মুন একদিন হাসানের মতোই দেশ জুড়ে নাম করবে।

* আর্ক ব্যান্ডের বর্তমান লাইন আপের কথা বলুন।

** আর্ক ব্যান্ডের বর্তমান লাইন আপ হচ্ছে আশিকউজ্জামান টুলু। ব্যান্ড লীডার, কম্পোজার ও ভোকাল, মুন/ভোকাল ও রিদম গীটার, টিটো/লীড গীটার, অরূপ/বেইজ গীটার এবং রেজওয়ান/ড্রামস্।

* 'হারান মাঝি' অ্যালবাম সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

** সত্যি বলতে কি মাত্র ১ মাসের পরিশ্রমের ফসল এই 'হারান মাঝি' অ্যালবামটি। তবে এতো দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার জন্য অ্যালবামের গানের মানের কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ সৃজনশীল সৃষ্টির জন্য বাঁধা ধরা কোন সময়ের প্রয়োজন হয় না। ২০০২ সনে কানাডা থেকে দেশে ফিরে পুনরায় ভেঙ্গে যাওয়া আর্কের হাল ধরে একজন ভালো শিল্পীর খোঁজ করতে থাকি। একসময় আমার কাজিন মাসুদের মাধ্যমে কণ্ঠশিল্পী ও রিদম গীটারিষ্ট মুনের সাথে পরিচয় হয়। ওর গানের কথা, লেখা এবং সুর শুনে আমার খুবই পছন্দ হয়। এরপরই দুজনে মিলে 'হারান মাঝি' অ্যালবামটি তৈরী করি। আমার বিশ্বাস মুন একদিন হাসানের মতোই নাম করবে। হাসানের মতো প্রতিভাবান মুনকে পেয়ে আমি প্রচন্ড আশাবাদী আর্কের জন্য। তবে আগেই বলে রাখছি মুন কখনো আর্ক ব্যান্ড ছেড়ে অন্য দলে গেলেও আমার আপসোস থাকবে না। কারণ আমি হাসানের মতো আরেকজন শিল্পী মুনকে তো দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে পেরেছি।

* অ্যালবামে কোন ধরনের গান রয়েছে। গানগুলো বিশেষ কোন শ্রোতাদের জন্য তৈরী করেছেন কি?

** প্রথমেই বলে রাখছি সব ধরনের শ্রোতা উপযোগী গান রয়েছে অ্যালবামটিতে। 'হারান মাঝি' অ্যালবামে ওয়েষ্টার্ণ এবং ইষ্টার্ন ফ্লেভার মিক্সড করে অর্থাৎ ফিউশান আঙ্গিকে গান করেছি। সাথে কিছুটা সফট রকের টাচ্‌ রয়েছে। তবে বেশীর ভাগ গানেই শ্রোতারা মাটির সাথে সম্পৃক্ততা খুঁজে পাবেন।

* অ্যালবামের কোন গান বিটিভি বা অন্যান্য চ্যানেলে প্রচার হয়েছে কি? এর কোন কোন গান শ্রোতাদের মন কাড়বে বলে আপনি মনে করেন।

** গেল কোরবানীর ঈদে বিটিভিসহ এটিএন এবং চ্যানেল আইয়ের একাধিক অনুষ্ঠানে 'হারান মাঝি' অ্যালবামের বেশ কটি গান প্রচার হবার পর অ্যালবামটি ইতোমধ্যেই শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। আমার বিশ্বাস এই অ্যালবামের নারী, রিক্সি, ক্লাশ নাইন, হারান মাঝি, রাত, তুমি অন্তর নিয়ে, চাঁদের আজ, ফড়কে প্রভৃতি গানগুলো জনপ্রিয়তা লাভ করবে।



আশিকউজ্জামান টুলু ও মুন

* হারান মাঝি অ্যালবামটি নিয়ে আপনি কতটা আশাবাদী।

** এই অ্যালবামটি নিয়ে প্রযোজনা সংস্থা সংগীতা এবং আমরা উভয়েই প্রচন্ড আশাবাদী। ইতোমধ্যেই সেটার প্রমাণও আমরা পেতে শুরু করেছি। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল, এখানে ভালো গানের শ্রোতা রয়েছেন এবং তারা 'হারান মাঝি' অ্যালবামটি গ্রহণ করবেনই।

* আচ্ছা, আশিকউজ্জামান টুলু আপনার সঙ্গীতে জড়ানোর কথা বলুন।

** আমার বাবা মরহুম ওস্তাদ মুন্সী রইসউদ্দীন ছিলেন দেশের একজন বিখ্যাত সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব। পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণেই আমরা চার ভাইবোন (তিন ভাই এক বোন-এর মধ্যে সবার ছোট আমি) ছোট বেলা থেকেই সঙ্গীতে জড়াই। অবশ্য সুর আমাদের রক্তে মিশে ছিল। বাড়িতে গানের ক্লাশ হওয়ার সময় প্রথমে তবলা এবং পরে ড্রামস্ বাজানো শুরু করি। অবশ্য এই দুটোই নিজে নিজেই শেখা পরবর্তীতে গানের চর্চা চালিয়ে যাওয়া পাশাপাশি বিভিন্ন সময় একাধিক যন্ত্র বাজানো শিখেছি।

হাসানের মতো ট্যালেন্ট, গুণী এবং পরিপূর্ণ একজন শিল্পীকে দলে পেয়েছিলাম। সে সময় তার গলায় সব'চে শ্রুতিমধুর স্কেল বা স্থানকে আমি সবচে সঠিকভবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি। আমার মতে হাসান ছিল আর্কের সব'চে উজ্জ্বল শিল্পী।

* আপনি কোন কোন যন্ত্র বাজাতে জানেন।

** ১৯৮০ সনে ফ্রিজিং পয়েন্ট ব্যান্ড দলে আকুষ্টিক বাজাতাম। এটা শিখেছিলাম আমার কাজিন জাহাঙ্গীরের কাছে। দেশের সেরা লীড গীটারিষ্ট মরহুম শুভ্র-এর কাছ থেকে বেজ গীটার বাজানো শিখেছি। ১৯৮৫ সনে আলাউদ্দীন অর্কেস্ট্রায় যোগ দিই। সেখানে আমার সবচে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মানাম আহমেদ-এর কীবোর্ড বাজানো দেখে নিজে নিজেই কীবোর্ড বাজানো শিখেছি। এরপর ৯০ সন থেকে নিয়মিত কীবোর্ডও বাজাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখছি ১৯৮৩ সনে আমি প্রথম 'চাইম' ব্যান্ডটি গড়ে তুলি। আর পরবর্তীতে এই ব্যান্ডের মাধ্যমে শ্রোতাদের উপহার দিয়েছি প্রতিভাবান শিল্পী খালিদ এবং প্রতিভাবান ট্যালেন্ট কী বোর্ডিষ্ট ইমনকে।

* আপনি তো সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও কাজ করেছেন।

** হ্যাঁ, ১৯৯২ সনে নিজের কোম্পানী 'ধ্বনিফোনিক'-এ নিজেই সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারের কাজ শুরু করি। এটা শিখেছি মূলতঃ বিভিন্ন বই পড়ে। অবশ্য পরবর্তীতে কানাডায় থাকাকালে 'জন' নামক একজন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। এখানে বলে রাখা ভালো আমার কাছ থেকে কাজ শিখে বেশ ক'জন স্বনামধন্য সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার বর্তমানে দেশের একাধিক ষ্টুডিওতে রেকর্ডিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছেন।

* গান লেখা, সুর এবং সঙ্গীত পরিচালনার কথা বলুন।

** গান লিখেছি অল্প। তবে প্রায় চার শতাধিক গানে সুর সঙ্গীত পরিচালনার কাজটি করেছি। আমার সুর সঙ্গীতে দেশের বহু নামদামী শিল্পী কণ্ঠ দিয়েছেন। আমার কথা, সুর ও সঙ্গীত পরিচালনায় শিল্পী জুলফিকারের গাওয়া 'গোল্ডেন হিটস অব জুলফিকার' শিরোনামে প্রথম অ্যালবামটি বের হয় ১৯৮০ সনে। বলা যায় দেশের অডিও শিল্পের ইতিহাসে একটি তৃতীয় গানের অ্যালবাম।

* আপনার সুর সঙ্গীতে প্রথম ডুয়েট এবং মিক্সড অ্যালবামের নাম কি ছিল।

** এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো দেশীয় শিল্পীদের গাওয়া অডিও শিল্পে প্রথম মিক্সড এবং ডুয়েট গানের অ্যালবামের প্রণেতা ও আমি। ১৯৯৩ সনে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ব্যান্ড শিল্পীদের গাওয়া মিক্সড অ্যালবাম 'ষ্টারস' বের হয়। একই বছর শিল্পী তপন চৌধুরী এবং শাকিলা জাফরের দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া ডুয়েট অ্যালবাম বের হয় আমার সুর সঙ্গীতে। বলা বাহুল্য ডুয়েট অ্যারবামের 'তুমি আমার প্রথম সকাল' গানটি আজো শ্রোতাদের মাঝে সমান জনপ্রিয়।

* আপনার ভাইবোনদের সঙ্গীতকে প্রফেশনালী নিয়েছি কি?

** না, এমনিতে সবাই সঙ্গীত পছন্দ করেন। ভালো গাইতেও পারেন। তবে পরিবারের একমাত্র আমিই সঙ্গীতে প্রফেশনালী ভাবে এসেছি। যদিও আমার কর্মক্ষেত্র ভিন্ন রয়েছে।

* কি ধরনের গানে মিউজিক করতে পছন্দ করেন।

** ট্রপিক্যাল কমার্শিয়াল ছাড়া সব ধরনের গানেই মিউজিক করতে পছন্দ করি।

* আপনার সুর সঙ্গীতে জনপ্রিয় হওয়া গানের সংখ্যা কত। এর মধ্যে ক'টি জনপ্রিয় গানের নাম বলুন।

** আমার সুর সঙ্গীতে বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে প্রায় ৩০টির মতো গান জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এরমধ্যে নিজেই নিজের কাছে/নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরী, আমার দুচোখে অনন্ত মেঘ/সুবীর নন্দী, তুমি আমার প্রথম সকাল/তপন চৌধুরী ও শাকিলা জাফর, ঘুমন্ত রাত্রিটা ঘুমাক এবং বেঁচে আছি আজো/খালিদ হাসান মিলু ও শাকিলা জাফর, কোন এক সুন্দরী রাতে--যে অভিমানে আমি এবং নক্সী কাথার মতো/সামিনা চৌধুরী, রেশমী জোছনায় ও দূর পরবাসে/আশিকউজ্জামান টুলু, বিবর্ণ স্মৃতি/আইয়ুব বাচ্চু, হেসে খেলে এই মনটা এবং একটু পরে নামচে সন্ধ্যা/মাকসুদ, আমার একদিকে সমুদ্র/আজম খান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গান।

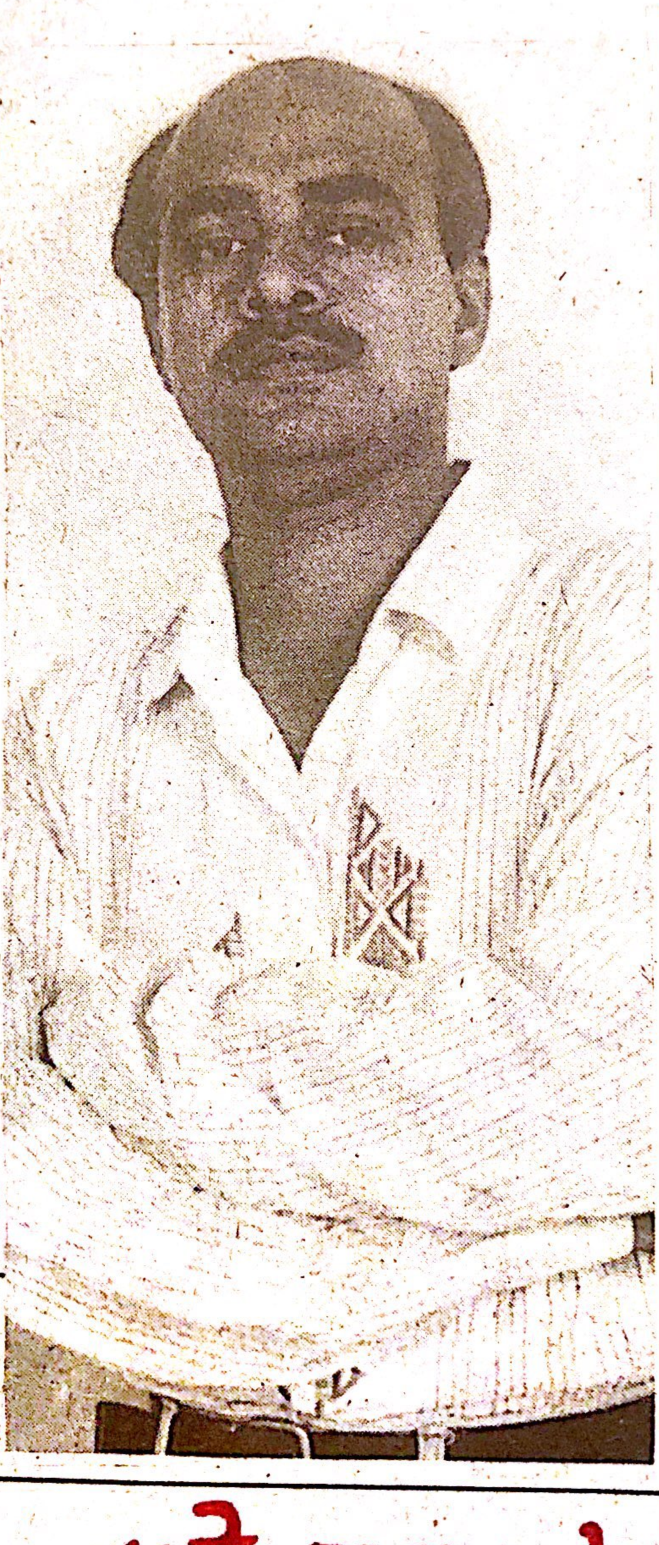
* সঙ্গীত নিয়ে আগামীর চিন্তা ভাবনার কথা বলুন।

** জীবনের সমস্ত চিন্তাই করেছি সঙ্গীত নিয়ে। আগামীতে আরো ভালো গান সৃষ্টি করা, নিজে মিউজিক ভিডিও পরিচালনা করা একই সাথে একটি হাসির নাটক রচনা এবং পরিচালনা করারও ইচ্ছা রয়েছে।

রেজা মতিন

ওস্তাদ মুন্‌শী রইসউদ্দিনের উত্তরসুরি আশিকুজ্জামান টুলু

একটা ব্যান্ড দল যখন জনপ্রিয় হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই দলের সদস্যদের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অহংবোধের জন্ম নেয়। এই অহংবোধ যখন ব্যক্তি-বিশেষে মাত্রা ছাড়ায়, তখন শিল্পীর প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ কমে যায়। গুমোট একটা কোন্দল দলের ভেতর সৃষ্টি হয়। এরই সর্বশেষ বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দলে ভাঙ্গন ধরে। দল ভাগ হতে দেখা যায়। তাছাড়া ব্যান্ড সদস্যের বন্ধুদের অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির ইন্ধনেও দলে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে ভাঙ্গনের পথ ধরে গড়ে ওঠে নতুন দল।



আর্ক ব্যান্ডের দলনেতা, কি বোর্ডার আশিকুজ্জমান টুলু বললেন কথাগুলো। ব্যাঙের ছাতার মতো ব্যান্ড দল বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'অল্প বয়সী তরুণরাও নতুন নতুন ব্যান্ড গড়েছে। তারা ভালো গাইছে কি খারাপ গাইছে, সেটা বড় কথা নয়, তারা যে বর্তমানের অনেক কু-প্রবৃত্তি এড়িয়ে সঙ্গীত ভালোবাসে, এটাই বড় কথা। শ্রোতারা ভালো-মন্দের বিচারক। তাদের গান যদি ভালো হয়, গাওয়া যদি ভালো হয়, শ্রোতারা তাদের গ্রহণ করবেন। অন্যথায় উল্টো ফল, প্রতিক্রিয়া।'

১৯৯২-৯৩'র দিকে ব্যান্ড সঙ্গীতের উত্তরণ আসি আসি করার সময় তিনি 'চাইম' গঠন করেন। এ দলের প্রথম ক্যাসেট বের হয় তার নেতৃত্বে। পরে ব্যক্তিগত কিছু সমস্যার কারণে ৯১'-র জানুয়ারিতে তিনি আর্কব্যান্ড গঠন করেন। এ ব্যান্ডের প্রথম ক্যাসেট 'মুক্তিযুদ্ধ' শিরোনামে বেরিয়েছে। শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে। দ্বিতীয় ক্যাসেটও বের হবে মাস চারেকের ভেতর।

টুলু মূলত একজন সুরকার। সঙ্গীত পরিচালক হিসেবেও ইতিমধ্যে যোগ্য পরিচিতি পেয়েছেন। তার সুর ও সঙ্গীত নিয়ে সাউন্ডটেক ইলেকট্রোনিক্স থেকে প্রকাশিত উনিশ শিল্পীর দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া 'শুধু তোমার জন্য' শিরোনামে আধুনিক গানের ক্যাসেট। ১৯৯৪ সালে বহুল আলোচিত ও বিক্রীত হয় এ ক্যাসেট। তার সুর ও সঙ্গীতে 'গোল্ডেন হিটস অব জুলফিকার' শিরোনামে ক্যাসেট বাংলাদেশী তৃতীয় প্রকাশনা প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। এ ক্যাসেটের অধিকাংশ গানের কথাও তার লেখা। স্টারস, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার 'হৃদয়ে গুঞ্জন' ক্যাসেট দুটিতেও তিনি এককভাবে সুরারোপ করেন। এছাড়া তিনি আংশিকভাবে সুর করেন চাইম, আর্ক ব্যান্ডের মুক্তিযুদ্ধ, সাইফ-এর হৃদয়ের কথা, শাতিল খানের তুমি শুধু আমারই ক্যাসেটে। বিটিভিতে তার সুরে গান গেয়েছেন আবিদা সুলতানা, রফিকুল আলম, তপন চৌধুরী, শেখ ইসতিয়াক, খালিদ হাসান মিলু, সামিনা চৌধুরী, শাকিলা জাফর, সুমনা হক, পুনম প্রিয়াম, আগুন প্রমুখ কন্ঠশিল্পী। এ পর্যন্ত প্রায় দু'শ গানে সুর করেছেন টুলু। তার সুর ও সঙ্গীত নিয়ে 'একই বৃত্তে' রোজার ঈদে বেরুচ্ছে সাউন্ডটেক ইলেকট্রোনিক্স থেকে। এই ক্যাসেটে কণ্ঠ দিয়েছেন সুবীর নন্দী, আযম খান, শেখ ইস্‌তিয়াক, খালিদ হাসান মিলু, সামিনা চৌধুরী, মাকসুদ (ফিডব্যাক), টুলু (আর্ক), নকীব খান (রেনেসাঁ), আইউব বাচ্চু (এল আর বি), পার্থ (সোলস) ও চন্দন (উইনিং)।

১৯৭১ সালে লাকি আখন্দের 'এই নীল মনিহার, এই স্বর্ণালী দিনে' গানের সুরে মোহিত হয়ে সুর সৃষ্টির আগ্রহ জন্মে। এরপর এ পর্যন্ত। সবচে' বড় কথা হচ্ছে তার রক্তে সঙ্গীত প্রবাহমান। এ দেশের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মরহুম ওস্তাদ মুনশী রইসউদ্দিনের ছেলে টুলু। তার পরিবারের সবাই সঙ্গীতের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত, তা নিশ্চয়ই ওস্তাদ মুনশী রইস উদ্দিনের প্রভাবেই। ১৯৭৩-এ তিনি মারা যান। তিন ভাই এক বোন। একমাত্র বোন শাহীনা সঙ্গীত শেখার একটা স্কুল চালাচ্ছেন। সবার ছোট টুলু। বড় ভাই এএফএম আলীমুজ্জামান যুক্তরাষ্ট্রের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত বিষয়ে অধ্যয়নরত। মেজ ভাই এএফএম আসাদুজামান মিনিস্ট্রি অব সিকিউরিটি এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ-এ চাকরি করেন।

পূর্ণিমা ১৮ই জানুয়ারী ৯৫

ইত্তেফাক/২৭ সেপ্টেম্বর-২০০৮



আবারো টুলু

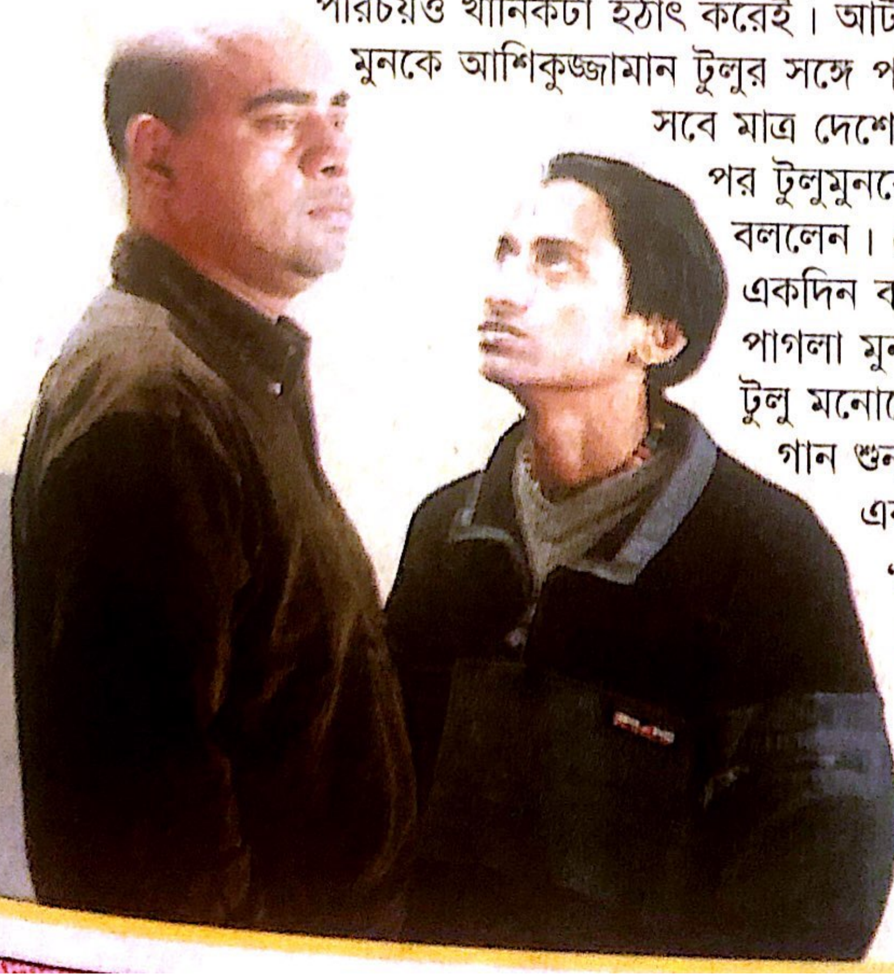
আর্কের যাত্রা হল শুরু

অনুরূপ

আশিকুজ্জামান টুলু। এ দেশের ব্যান্ড সংগীতের জগতে এক সৃষ্টিশীল মেধার নাম। জনপ্রিয় ব্যান্ড আর্কের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ১৯৯১ সনে এই ব্যান্ডটির জন্ম হয়। তাদের প্রথম এলবামের নাম মুক্তিযুদ্ধ। আর্কের পরবর্তী এলবামগুলো হচ্ছে তাজমহল, জন্মভূমি ও স্বাধীনতা। এই এলবামগুলোর শ্রোতাদের কাছে আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা পায়। আর আর্কে থাকার সময় হাসান শিল্পী হিসেবে তারকা খ্যাতি পেয়ে যান। পরে হাসান আর্ক ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতা ব্যান্ড গড়ে তোলেন। আর পঞ্চমও আর্ক ছেড়ে গড়ে তোলেন ব্যান্ড এজেস। এ সময় আশিকুজ্জামান টুলু পড়ালেখার কারণে কানাডা বসবাস করছিলেন। অনেকে মনে করেছিলেন টুলু আর দেশে ফিরবেন না। কিংবা জনপ্রিয় আর্কের অপমৃত্যু ঘটল বুঝি। কিন্তু এই ঈদে সে ধারণা সবার কাছে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সংগীতের ব্যানারে আর্কের নতুন এলবাম হারান মাঝি বাজারে এসেছে। ইতিমধ্যে এলবামটি শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। শ্রোতারা যেন এক নতুন আঙ্গিকের আর্ককে খুঁজে পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে আর্কের কর্ণধার আশিকুজ্জামান টুলু বলেন, আসলে আমি সবসময় শ্রোতাদেরকে নতুন কিছু দেয়ার চেষ্টা করি। এবারের আর্কের নতুন ভোকাল মুন। যারা সবসময় নতুনত্ব খোঁজেন তারা অবশ্যই হারান মাঝির গানগুলো শুনে উপভোগ করবেন। আর যারা সেই পুরাতন আর্কের অন্ধ ভক্ত তাদের কাছে ভালো নাও লাগতে পারে। তবে বর্তমানের ব্যান্ড সংগীত পিপাসুদের কাছে আর্কের হারান মাঝি এলবামের গানগুলো ভালো লাগবে বলে আমি আশাবাদী। আর্কের সবাই ধারণা করছেন হারান মাঝি এলবামটি সব শ্রেণীর শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। এই এলবামে মোট ১২টি গান আছে। এরমধ্যে ১০টি গানই লিখেছেন মুন। এছাড়া বাকী ২টি গান লিখেছেন আশিকুজ্জামান টুলু ও তুহিন আখন্দ। হারান মাঝির সবকটি গানের সুর করেছেন মুন ও আশিকুজ্জামান টুলু। এছাড়া প্রতিটি গানের সংগীত পরিচালনা করেছেন আশিকুজ্জামান টুলু। আর্কের নতুন গায়ক মুন আর্কে গান করবেন একথা স্বপ্নেও ভাবেননি। আর্ট অব নয়জের মাসুদ একদিন মুনকে আশিকুজ্জামান টুলুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তখন টুলু সবেমাত্র দেশে ফিরেছেন। সেই সাক্ষাতের পর টুলু মুনকে একদিন বাসায় যেতে বললেন। গান পাগলা মুন টুলুর বাসায় হাজির হলেন। টুলু মনযোগ দিয়ে মুনের নিজস্ব কিছু গান শুনলেন। মুনের কথা অনুসারে টুলু নাকি মুনকে বলেছিলেন, 'তুমিই সেই' যাকে আমি খুঁজছি। তোমাকে নিয়েই আমি আর্কে নতুন যাত্রা শুরু করব। সেদিন নাকি মুন এতটা আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল যে, সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না মুন। আর্কের হারান মাঝি এলবামের ১২টি গান সাজানো হয়েছে ফিউশন টাইপ কম্পোজিশনে। আর্কের বর্তমানে লাইন আপ নিম্নরূপঃ আশিকুজ্জামান টুলু–ভোকাল, কি বোর্ড এবং ব্যান্ড লিডার। মুন–মেইন ভোকাল ও রিদম গীটার। টিটো–লীড গীটার, অরূপ–বেস গীটার, রেজওয়ান–ড্রামার।

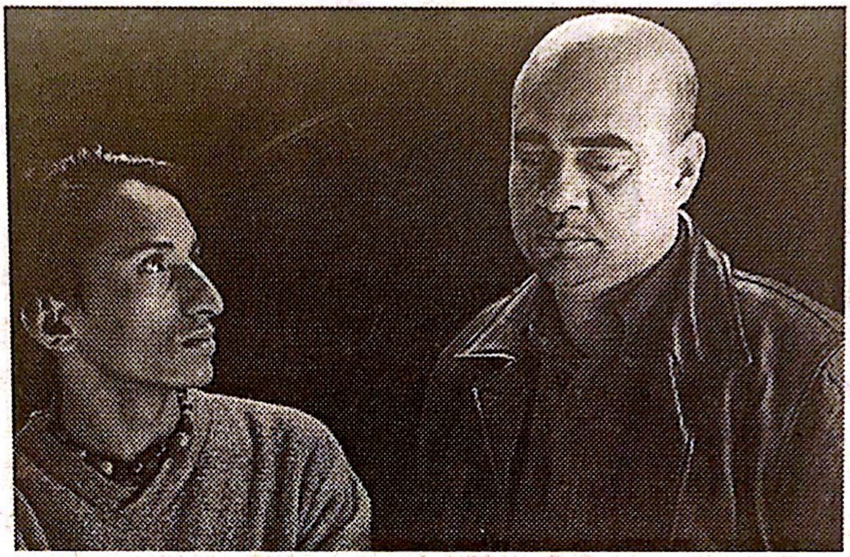
নতুন পরিচয়ে আর্ক

চাইম ছেড়ে আশিকুজ্জামান টুলু ১৯৯১ সালে গড়ে তোলেন আর্ক। তখন থেকেই এদেশের ব্যান্ড সংগীত জতে টুলু এক সৃষ্টিশীল মেধার নাম। আর্কের প্রথম অ্যালবাম ছিলো 'মুক্তিযুদ্ধ'। পরবর্তী ব্যান্ডেভোকালিস্ট হাসান যোগ দেয়ার পর ব্যান্ডের অন্যান্য অ্যালবামগুলো ছিল তাজমহল, জন্মভূমি ও স্বাধীনতা। শেষের দিকে এসে আশিকুজ্জামান টুলু কানাডা চলে গেলে হাসান আর্ক ছেড়ে স্বাধীনতা গড়ে তুলেন, অন্যদিকে পঞ্চমও আর্ক ছেড়ে গড়ে তোলেন এজেন্স। তখন অবশ্য অনেকেই ভেবেছিলেন আর্ক বুঝি হারিয়েই গেল। সে ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে এবারের ঈদে সংগীতার ব্যানারে বাজারে এল আর্কের নতুন অ্যালবাম 'হারান মাঝি'। এবার আর্কের নতুন ভোকাল মুন। মুনের সঙ্গে টুলুর পরিচয়ও খানিকটা হঠাৎ করেই। আর্ট অব নয়েজের মাসুদ একদিন মুনকে আশিকুজ্জামান টুলুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তখন টুলু সবে মাত্র দেশে ফিরেছেন। সেই সাক্ষাতের পর টুলুমুনকে একদিন বাসায় যেতে বললেন। সেই সাক্ষাতের পর টুলু মুনকে একদিন বাসায় যেতে বললেন। গান পাগলা মুন টুলুর বাসায় হাজির হলেন। টুলু মনোযোগ দিয়েই মুনের নিজস্ব কিছু গান শুনলেন। সেই থেকে আর্কের একজন হলেন মুন।



'হারান মাঝি' অ্যালবামে মোট ১২টি গান আছে। হারান মাঝি'র সবক'টি গানের সুর করেছেন মুনও আশিকুজ্জামান টুলু। সংগীত পরিচালনা করেছেন আশিকুজ্জামান টুলু।

নতুন রূপে আর্ক



আর্ক থেকে বেরিয়ে হাসান যখন অন্য সদস্যদের নিয়ে 'স্বাধীনতা' গড়ে তুললেন। তখন অনেকেই ভেবেছিলো আর্ক ভেঙে গেছে। আর্কের প্রতিষ্ঠাতা আশিকুজ্জামান টুলু সেই ভুল ভেঙে দিলেন এবারের ঈদে। সঙ্গীতা থেকে বের হলো আর্কের 'হারান মাঝি'। মুক্তিযুদ্ধ, তাজমহল, জন্মভূমি, স্বাধীনতার পর আর্কের এই অ্যালবামটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার। এ যেন নতুন আর্কের সঙ্গে সাক্ষৎ ঘটলো শ্রোতাদের। সাধারণ শ্রোতারা গ্রহণও করলেন নতুন ফরমেটে আর্কের হারান মাঝি। নতুন ভোকালিস্ট মুন বয়সে তরুণ। চোখেমুখে আত্মবিশ্বাসী মনোবল। পরিচিত সেই আর্ককে মুনের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর দিয়ে যে আবার উজ্জীবিত করা যাবে সেটা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন টুলু। সে কারণেই তিনি মুনকে নিয়ে কাজ শুরু করেন হারান মাঝি'র। ভিন্ন মেজাজের কিছু গান নিয়ে আর্কের শ্রোতাদের জন্য প্রস্তুত করেন আর্কের নতুন এই অ্যালবামটি। এ মন ক্লান্ত, নারী, ভুগছে সময়, রাত, মন বিষণ্ণতায় কিংবা চাঁদের আজ মন ভালো নেই গানগুলো শুনলেই শ্রোতারা বুঝতে পারবেন কতটা ভিন্নভাবে উপস্থিত হয়েছে আর্ক। তবে অ্যালবামের 'রিস্কি ক্লাস নাইন' গানটি এরই মধ্যে শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। বিশেষ করে টিনএজদের দারুণ পছন্দের গানে পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে আশিকুজ্জামান টুলু তার সলো অ্যালবাম 'কোন খেয়ালে' প্রস্তুত করেছেন। অ্যালবামটি রিলিজ হবে সাউন্ডটেকের ব্যানারে।

আনন্দধারা / সংখ্যা-১০৭ / ১৬-৩১ মার্চ-২০০১

Scanned with CamScanner

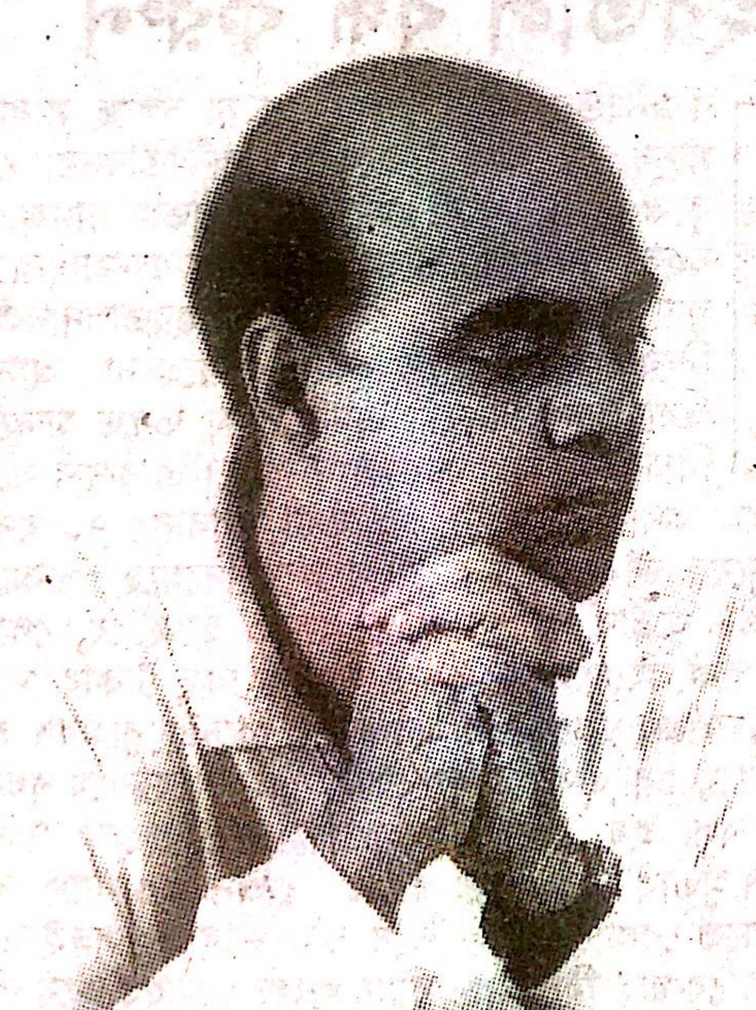
দেশের সর্ববৃহৎ অডিও ক্যাসেট ও সিডি প্রযোজনা ও পরিবেশনা সংস্থা
সাউন্ডটেক এর ব্যানারে খুব শিঘ্রই বাজারে পাওয়া যাবে

জনপ্রিয় ব্যান্ড **ARK** এর
প্রতিষ্ঠাতা ও দলপতি

আশিকুজ্জামান টুলু'র
প্রথম অডিও অ্যালবাম

কোন খেয়ালে

আমি যারে ভালবাসি
সে খোলেনাতো দোর
আমি যার জন্য করি চুরি
সে-ই বলে চোর ......



আজ রাত ৯টায় বিটিভি'তে
আব্দুন নূর তুষার এর উপস্থাপনায়
শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানে
কোন খেয়ালে অ্যালবামের
চোর গানটি প্রচারিত হবে
গানটি দেখার জন্য আপনিও
আমন্ত্রিত....

প্রযোজনা ও পরিবেশনায়

Soundtek

শুধু আমাদের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি নয়, সারা পৃথিবীই এখন অডিও পাইরেসিতে আক্রান্ত

—আশিকুজ্জামান টুলু



সাজ্জাদ হুসাইন

বাংলাদেশের প্রবর্তিত ব্যান্ড সঙ্গীত ধারায় আশিকুজ্জামান টুলু স্বনামখ্যাত একটি নাম। খুব ছোটবেলাতেই তিনি বাবা ওস্তাদ মুন্সী রইস উদ্দীনের কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষার হাতেখড়ি নেন। আশির দশকের শেকড় হতে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন ওতপ্রোতভাবে। সেই থেকে তার ছুটে চলা। এ দেশের প্রথম শ্রেণীর দু'টি ব্যান্ডদল– চাইম ও আর্ক-এর প্রতিষ্ঠাতা তিনি। এ পর্যন্ত অনেক শ্রোতাপ্রিয় গানেরও কম্পোজিশন করেছেন। তার স্ব-উদ্যোগেই আমাদের দেশে সর্বপ্রথম মিক্সড অ্যালবামের প্রচলন শুরু হয়। সঙ্গীতের প্রগতিশীল ধারার এই গুণী সঙ্গীত পরিচালক সম্প্রতি মুখোমুখি হয়েছেন চারবেলা'র...

চারবেলা: *শিল্পীর সুনিপুণ গায়কী হতেই একটি পরিশীলিত গানের জন্ম হতে পারে। সুরের মাঝে সৃষ্টি হয় নতুন ব্যঞ্জনা। একজন প্রকৃত কণ্ঠশিল্পীর মিউজিকের প্রতি কী কমিটমেন্ট থাকা উচিত?*

আশিকুজ্জামান টুলু : একজন জন্মগত পেশাদার শিল্পী আমৃত্যু পর্যন্ত গানের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। সে সঙ্গীতকে কখনো সস্তা দরের পণ্য হিসেবে বাজারে বিক্রি করতে পারে না। তাই প্রকৃত কণ্ঠশিল্পীর মিউজিকের প্রতি সর্বপ্রথম কমিটমেন্ট হচ্ছে সুস্থ, সুন্দর, রুচিসম্পন্ন গান গাওয়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা। প্রতিটি আর্টিস্টের মনের মাঝে মিউজিকের প্রতি লালিত শ্রদ্ধা থাকতে হবে। প্রত্যেক সিরিয়াস শিল্পীরই পপুলার এবং ভালো– এই শব্দ দু'টির সঠিক অর্থ জানা এবং অনুধাবন করা ভীষণ প্রয়োজন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, একজন শিল্পী শুধুমাত্র পপুলারিটির জন্য গান করলে ভালো কাজ হয় না। যার কারণে তার পপুলারিটিও আসে না। কিন্তু পাশাপাশি একজন শিল্পী যদি ভালো কাজ অর্থাৎ ভালো গান করেন, সে ক্ষেত্রে তার জনপ্রিয়তা প্রায় সুনিশ্চিত। তবে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, হালে রাতারাতি পপুলার একজন শিল্পীর সঙ্গে একজন মানসম্পন্ন ভালো শিল্পীর আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

আপনি বহুদিন যাবত ব্যান্ড মিউজিকের সঙ্গে জড়িত। আর এখানে কম্পোজিশন প্রতিটি গানের অন্যতম একটি অংশ। আমাদের দেশে সময়ের দাবি অনুযায়ী এখনকার মিউজিক কম্পোজিশন কতটুকু পজিটিভ?

– সঙ্গীত সম্পূর্ণ গতিশীল সুরের মূর্ছনায় সমৃদ্ধ একটি শিল্প। এ ক্ষেত্রে ব্যান্ড মিউজিক গানের পাশ্চাত্য নির্ভর একটি ধারা। এখানে সঠিক কম্পোজিশনের মিসিউজ হলে গানের মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দেশে নব্বই দশক ব্যান্ড মিউজিকের জন্য স্বর্ণযুগ ছিল। তখন শুধুমাত্র একটি গানের পেছনে অনেক সময় ব্যয় করা হতো। একটি ব্যান্ড দলের সঙ্গে আরেকটি ব্যান্ড দলের সুস্থ কম্পিটিশন ছিল। আর তখন প্রতিটি ব্যান্ড দল কনফিডেন্ট ছিল যে কারা তার শ্রোতা। কিন্তু এখনকার ব্যান্ড দলগুলো নিজেরাই ভীষণ কনফিউজড। তাদের গান কোন শ্রেণীর শ্রোতারা শুনছে, তাও তারা জানে না। ফলে ব্যান্ড সঙ্গীতে আগের তুলনায় শুধু কম্পোজিশনই নয়, মানসিকভাবেও আমরা দৈন্যতায় ভুগছি।

সংঘবদ্ধ একটি টিম ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যান্ড দলের জন্ম। কিন্তু আমাদের দেশে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যান্ডদল প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাতে ভাঙন ধরে। এর কী কারণ?

– প্রতিষ্ঠিত ব্যান্ড দলগুলোর মাঝে ভাঙন স্বতঃসিদ্ধ একটি ব্যাপার। এটা শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয়, পাশ্চাত্যের ব্যান্ড দলগুলোর মাঝেও একই ঘটনা ঘটছে। আর এই অসঙ্গতির মূল কারণ একটি ব্যান্ডে অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মাঝে সমঝোতার অভাব এবং ব্যক্তিত্বের নীরব সংঘাত। একটি ব্যান্ডদলকে বাহির হতে যতোটা ইজি মনে হয়, ভেতরে কিন্তু তা নয়। একে প্রপারলি পরিচালনা করা বেশ টাফ ব্যাপার। তবে এক পর্যায়ে প্রতিটি মেম্বার এখানে একটি ফ্যামিলির মতো হয়ে যায়। তাই হঠাৎ এতে ভাঙন ধরলে সবদিক হতেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। ভক্ত-শ্রোতাদেরও এক্ষেত্রে গানের প্রতি মনসংযোগে ব্যাঘাত ঘটে।

আমাদের নিজস্ব চলমান ব্যান্ড মিউজিক না-কি লিরিক্যালি খুব উন্নত। যা সঙ্গীতের গতানুগতিক ধারা হতে কিছুটা ব্যতিক্রম। এ ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কী?

– সর্বকালেই ব্যান্ড মিউজিক সঙ্গীতের প্রগতিশীল একটি ধারা। তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। নব্বইয়ের দশকে দেখা যেত প্রতিটি ব্যান্ডদলের সঙ্গে অতিরিক্ত আরো দু'তিনজন মেম্বার চলাফেরা করতো। যারা প্রত্যক্ষভাবে শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফলে সে সময়ে তাদের হাত হতেই ভালো ভালো গানের কথা বেরিয়ে আসতো। কিন্তু এখন এ রকম ট্যালেন্টেড গীতিকার হয়তো আছে। তবে চলমান সঙ্গীত ধারা মাত্রাতিরিক্ত হারে মার্কেট ওরিয়েন্টেড হওয়ার কারণে মেধাবী গীতিকারের সঠিক ইউটিলাইজ বোধহয় সম্ভব হচ্ছে না।

বর্তমান গানের বাজার ভীষণ অস্থির। এখনকার সঙ্গীতের মান নিয়েও আমরা শঙ্কিত। তাই এই প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শিল্পীরা কতটুকু শুদ্ধ সঙ্গীত তৈরি করতে পারছে?

– এখনকার মিউজিক নিয়ে সবাই-ই খুব ফ্রাসটেটেড। শুধুমাত্র নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষের কথা মাথায় রেখেই গান তৈরি করা হচ্ছে। ফলে এখন মিডল ক্লাসের অডিয়েন্স মানসমৃদ্ধ সঙ্গীত হতে বঞ্চিত। মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির প্রতি তাদের কনফিডেন্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর সঙ্গীতাঙ্গনের এই চরম অবনতির জন্য অডিও প্রযোজনা সংস্থা ও আমরা নিজেরাই দায়ী। এই ব্যর্থতা মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির সবার।

বর্তমানে আমাদের দেশে ফোক ধারার গান হচ্ছে প্রচুর। যে যার ইচ্ছে মতো এই জোয়ারে ভাসছে। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির জন্য তা কতটুকু আশাব্যঞ্জক?

– মূলত সঙ্গীতের ফোক ধারা একটি সমগ্র জাতির স্বতন্ত্র কালচারের প্রধান দলিল স্বরূপ। এর মাঝে দেশের অরিজিনালিটি খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এখন আমাদের দেশে এই ফোক গানের অপব্যবহার হচ্ছে। শুধুমাত্র ক্যাসেট বাজারজাত করার লক্ষ্যে গানের সঠিক সংজ্ঞাকে বিকৃত করা হচ্ছে নির্দ্বিধায়। একেকবার একেক ধারায় গান করছে শিল্পীরা। যা প্রতিটি কণ্ঠশিল্পীর যথাযথ কোয়ালিটি ও ক্যারিয়ারের জন্য অত্যন্ত নেগেটিভ রেজাল্ট বয়ে আনছে।

বাংলাদেশ এখন একাধিক নিজস্ব স্যাটেলাইট চ্যানেলের সৃষ্টি হয়েছে। এসব চ্যানেলে মিউজিক প্রোগ্রামও প্রচারিত হচ্ছে নিয়মিত। কিন্তু এগুলো কতটুকু মানসমৃদ্ধ?

– আমাদের দেশে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে প্রচারিত মিউজিক প্রোগ্রামের মান আশানুরূপ নয়। কারণ এখানকার প্রোমোটাররা ইকোনোমিক্যালি খুবই সীমাবদ্ধ। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একই স্পটে একই স্টেজে দশ-বারো জন শিল্পীর গানের মিউজিক ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে। আর তখন তো এখানে মিউজিক কথাটির কোন মূল্যায়ন

থাকে না।
এখানে ভি
কারণ তারা
সবটুকু এবি
না।
অডিও পাই
একটি সম
ক্ষতিগ্রস্ত হ
– শুধু আমা
পৃথিবীই এ
বিশ্বে এমপি
ধারণ করে
এখন আর
কমানো সম্ভ
সম্মিলিত প্র
নতুনরা যুগে
যারা নতুন
– নতুনদের
হবে। ভালো
উচিত। আর
তাদের মারা
সময় তাদের
জন্য গান ন
অন্যের স্টাই
সঙ্গে নিজের
নতুন ডাইমে
সবদিক হতে
অধিকারী হ
ইদানিং সঙ্গী
হতে বঞ্চিত
কতটুকু ক্ষতি
– বর্তমানে
বিরাজমান।
বিক্ষিপ্ত মেন্ট
যথাযথ প্রাপ্তি
অডিও কোম্প
তবে আমার
দিন থাকবে
একটি চাকার
সুদিন এতে

'তুমি আমার প্রথম সকাল' গানের জুটি

তপন-শাকিলা

'তুমি আমার প্রথম সকাল, একাকী বিকেল, ক্লান্ত দুপুরবেলা'-জনপ্রিয় একটি গান। আজ থেকে প্রায় ১০ বছর আগে দ্বৈত কণ্ঠে গানটি গেয়েছিলেন তপন চৌধুরী ও শাকিলা জাফর। গানটি এখনো শ্রোতাদের মুখে মুখে ফেরে। যেকোনো মঞ্চে এখনো শিল্পীদ্বয়কে শ্রোতাদের অনুরোধে এই গানটি গাইতে হয়। গানটি প্রসঙ্গে বলছেন তপন ও শাকিলা।

তপন : গানটি রেকর্ড করা হয়েছিল অরবিট স্টুডিওতে। যদিও এই স্টুডিওটির অস্তিত্ব এখন নেই। সুরকার আশিকুজ্জামান টুলু গানটি সুর করে আমাকে অনুরোধ করলেন গাইতে। প্রথমে আমি গাইলাম, কণ্ঠ নেওয়া শেষে শুনলাম পুরো গান। কিসের যেন একটা শূন্যতা অনুভব করলাম। মনে হলো গানের সঙ্গে আরেকটি বাদ্যযন্ত্র সংযোগ করলে ভালো হয়। আমি টুলুকে বললাম গানে তবলার ব্যবহার করতে। যন্ত্রশিল্পী বশির এসে তবলা সঙ্গত করল। আমি আবার গানটি গাইলাম। মনে হলো গানটি আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। কিন্তু তখনো বুঝিনি এই গানটি দেশজুড়ে সাড়া জাগাবে। পরে তাই হলো। মানুষের মুখে মুখে চলে গেল এই গান। আমারও প্রিয় গানের তালিকায় জায়গা করে নিল গানটি।

শাকিলা : কিছু কিছু গান আছে, যা গাইতে নিজের কাছে আলাদা আনন্দ লাগে। 'তুমি আমার প্রথম সকাল' এমনই একটি গান। কী সুন্দর এই গানের কথা! মনে পড়ে, যেদিন গানটি স্টুডিওতে গাইলাম। গানের কথা দেখেই ভালো লেগে গিয়েছিল। সুরটাও চমৎকার। একটি লাইন গাওয়ার পর আরেকটি লাইন চলে আসে স্রোতের মতো। গানের কথা লিখেছিল লতিফুল ইসলাম শিবলী। আমার জীবনে ভালো অল্প যে কটা গান গেয়েছিলাম, এটি তার একটি। স্টেজে আমি আর তপনদা গানটি একসঙ্গে গাইলেও রেকর্ড করার সময় আলাদা আলাদা করে গেয়েছিলাম। অনেকবার এই গানটি স্টেজে গেয়েছি শ্রোতাদের অনুরোধে। যতবারই এই গানটি করি, নতুন আবেগে ভালো লেগে যায়।



"প্রথম আলো"
আনন্দ ৩১, অক্টোবর/2002

17/05/2001
প্রথম আলো

নতুন লাইনআপ নিয়ে আর্ক



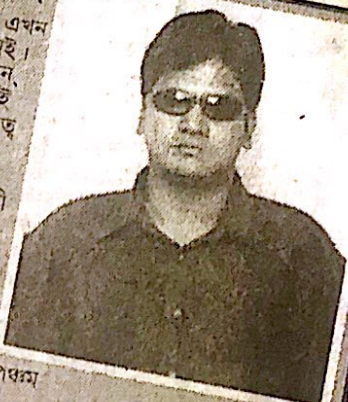
আর্কের সদস্যরা

আনন্দ প্রতিবেদক

ব্যান্ডদল আর্কের লাইনআপে পরিবর্তন ঘটেছে। আর্কের গিটার বাদক ও গায়ক রিদওয়ান চৌধুরী পঞ্চম ব্যান্ড ছেড়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আর্কের ব্যান্ডলিডার আশিকুজ্জামান টুলু বলেন, পঞ্চম অনেকদিন ধরে আর্কের সঙ্গে ছিল। বর্তমানে পঞ্চম ব্যক্তিগত কারণে ব্যান্ড ছেড়ে দিয়েছে। এ ব্যাপারে তার সঙ্গে আমাদের কোনো মনোমালিন্য হয়নি। পঞ্চম আমাদের আগের মতো বন্ধুই আছে। এর পাশাপাশি আর্কের পক্ষ থেকে প্রেস রিলিজের মাধ্যমে জানানো হয় বর্তমানে রিদওয়ান চৌধুরী পঞ্চম আর আর্কের সদস্য নয়। সবার কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, আর্কের যে কোনো ধরনের লেনদেন বা যোগাযোগ পঞ্চমের সঙ্গে করবেন না। কিন্তু এছাড়াও স্টুডিও পাড়ায় পঞ্চম আর্ক ছেড়ে যাওয়াটা বা তাকে বাদ দেওয়াটাকে নিয়ে অনেকে সমালোচনা করেছেন। শোনা যাচ্ছে, টুলুর সঙ্গে পঞ্চমের আর্থিক বিষয়ে গোলযোগের কারণে পঞ্চম আর্ক ছেড়ে দিয়েছেন। তবে এ ধরনের গুজবের জোর প্রতিবাদ করেছেন আর্কের সদস্যরা। তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পঞ্চমের সঙ্গে আমাদের কোনো গোলযোগ হয়নি। সে স্বেচ্ছায় ব্যান্ড ছেড়ে দিয়েছে। বর্তমানে আর্কে নতুন গিটার বাদক হিসেবে যোগ দিয়েছেন ফুয়াদ ইবনে রাব্বি। ফুয়াদ একসময় নিয়মিতভাবে বাজিয়েছেন মেটাল ব্যান্ড দল এসেস এবং ওয়ারফেইজে। আর ফুয়াদকে নিয়ে আর্কের বর্তমান লাইনআপ হচ্ছে, কী-বোর্ড, ব্যান্ডলিডার, ভোকাল-আশিকুজ্জামান টুলু, গিটার ফুয়াদ, ভোকাল হাসান, কী-বোর্ড পঙ্কজ, বেস সুমন, ড্রামস তিতি। আর্ক ম্যানেজমেন্ট শামীম। আর এই লাইনআপ নিয়ে আর্কের সদস্যরা শুরু করেছেন তাদের পরবর্তী অ্যালবামের কাজ। এবারের অ্যালবামে রকের পাশাপাশি আর্কের সদস্যরা মেলডিকে প্রাধান্য দেবেন বেশি। অ্যালবামে টুলু গাইছেন চারটি এবং বাকি গানগুলো গাইছেন হাসান। আর্কের নতুন অ্যালবাম বাজারে আসছে খুব শিগগিরই। আর্কের সঙ্গে যোগাযোগ : সুমন, বাসা-২৬ (নতুন), রোড-২৮ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা অথবা শামীম, বাসা-৮৮, যোগীনগর রোড, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩।

আর্ক ছাড়লেন পঞ্চম

গিটার বাদক রিদওয়ান চৌধুরী পঞ্চম এখন আর জনপ্রিয় ব্যান্ডদল আর্কের সঙ্গে নেই। আর্ক ছাড়ার কারণ হিসেবে পঞ্চম জানান, আমি আমার পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। সেই সঙ্গে আমাকে পরিবারের বেশ কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। সর্বোপরি আর্কের সদস্যদের সঙ্গে মানসিক মিল না হওয়া এবং অন্য ধরনের মিউজিকের প্রতি আগ্রহী হওয়ায় আমি ব্যান্ড ছেড়ে দিয়েছি। এর সঙ্গে অন্য কোনো কারণ জড়িত নেই। পঞ্চম বলেন, এখন নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি এককভাবে গান করব। এর পাশাপাশি বেশ কিছু মিক্সড অ্যালবামে গান করব। আর সাউন্ডটেকের সঙ্গে একক অ্যালবামের ব্যাপারে কথা বলা আছে। অ্যালবামটির কাজ শেষ করব। তবে আমি যেহেতু এতদিন ব্যান্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। তাই আমি আবারও ব্যান্ড করব। তবে একটু সময় নিয়ে। আর্ক আবার আমন্ত্রণ জানালে ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গে পঞ্চম বলেন, আমি আর্কে কখনোই ফিরে যাব না। যে বিশাল ভালোবাসা নিয়ে আর্ক ছেড়ে এসেছি, তাতে আমি আর ফিরে যেতে চাই না।



পঞ্চম

(১৩-এর পাতার পর)

Scanned with CamScanner

একটু ছোঁয়া



সুর ও সংগীত
আশিকুজ্জামান টুলু



আর বাকী থাকলেন কে ?

সমগ্র বাংলাদেশটাই কি এরা প্রতিনিধিত্ব করছেন না। এরাইতো বাংলাদেশের সব নামী শিল্পী! এ সত্যিই এক বড় ধরনের প্রজেক্ট। এমনিতর একটি সংকলন নিশ্চয়ই আপনি সংগ্রহে রাখতে চাইবেন। আপনাদের আনন্দ দানেই আমরা সংকল্পাবদ্ধ।

সাউন্ডটেক প্রযোজনা

পাওয়া যাচ্ছে সর্বত্র



"জনকণ্ঠ" ২৩/৪/৯৭

একটি সাউন্ডটেক নিবেদন

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যান্ডশিল্পীদের সমন্বয়ে শেষ দেখা

এবারের ঈদে আপনাদের প্রিয় বিপ্লবী শিল্পী জেমস্-এর একমাত্র গান 'বন্ধু হতেও পারে এই দেখা শেষ দেখা, এই গানই শেষ গান'; চাঁদতারা খ্যাত মাইলস্-এর শাফিন আহমেদ- 'কি করে সব ভুলে যাই'; আর্ক-এর হাসান- 'এত কষ্ট কেন ভালবাসায়'; সোলস্-এর পার্থ- 'সময় আর কাটে না' এবং ব্যান্ড জগতের প্রবাদ পুরুষ আইয়ুব বাচ্চু'র, 'আমার সমাধির পর আমি চাইনা তোমার উপহার'।



Janakantha March 31/98

Scanned with CamScanner

2nd January, 98. Daily Janakantha.



[illegible] এল.আর.বি)। চমৎকার টিমওয়ার্ক এবং শ্রোতাদের
[illegible] দিয়ে খুব অল্প সময়ের ভেতর এল.আর.বি

এল.আর.বি'র সদস্যবৃন্দ

আর্ক

ওরে আমার পাগল মন

'চাইমের' কালো মাইয়া কালো বইলা কইরোনা কেউ হেলা....' গানটি হঠাৎ করেই কথা পাল্টে হয়ে গেল 'হারিকেন লন্ঠন ঠন্ ঠন্ করে মাটির পিদ্দিম কান্দে...।' ভেঙ্গে গেল চাইম। আশিকুজ্জামান টুলু গঠন করলেন 'আর্ক'। ৯১-তে গঠিত হবার পর ৯১তেই বেরুলো আর্কের প্রথম অ্যালবাম। তবে সেটা তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। দীর্ঘ বিরতি নিয়ে বছর পাঁচেক পরে আর্ক রিলিজ করলো তাদের দ্বিতীয় অ্যালবাম 'তাজমহল।' ব্যান্ড ভক্ত দর্শকরা সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন বিটিভির ঈদের একটি ব্যান্ডশোতে 'চুলে বিলি কেটে' আর্কের এক নতুন মুখকে গান করতে দেখে। গানের সাথে সাথে তার পারফর্মিং ব্যান্ড ভক্তদের দারুণভাবে আলোড়িত করলো। 'গুরু' ও 'রাত্রি অনেক হলো' গান দুটি এক অর্থে সেই তরুণকে নিয়ে এলো আলোচনার টেবিলে। নাম তার হাসান। আর্কের হাসান হিসেবে তার পরিচিতিটা তখন থেকেই শুরু। এর আগে হাসানের গলার সাথে শ্রোতাদের পরিচয় ঘটেছে 'কপিয়ারে'র মাধ্যমে। (কপিয়ারে ইংরেজী গানগুলোকে বাংলা করে গাওয়া হতো)। তবে হাসান কিন্তু পল্লীগীতি শেখার মধ্য দিয়ে শুরু করেছে সঙ্গীত সাধনা। সে শিখতো বাফায় পাশাপাশি করতো ইংরেজী গান। এক সময়ে 'টুলু ভাইয়ে'র অনুপ্রেরণায় আর্কে। আর্ক এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী গোছানো। টুলুর গাওয়া ও আমার পাগল মন/ চিন্তাভাবনা কইরা তুমি দিও তোমার মন, গানটির জনপ্রিয়তা 'আর্ককে' সাধারণের মাঝেও পৌছে দেয়। শামীম ও পঞ্চমের অংশগ্রহণ আর্ককে দিয়েছে নতুন মাত্রা। আর্ক কাদের জন্য গান করে? ব্যান্ড সঙ্গীত যেহেতু তারুণ্যের প্রতীক আর্ক সেই অর্থে অবশ্যই তরুণদের জন্য গান করে। আর্কের গানে মধ্যবিত্ত সমাজের সুখ-দুঃখই ঘুরে ফিরে আসে। বললেন হাসান, আর্কের মেইন ভোকাল। ব্যান্ড সঙ্গীতের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জানতে চাইলে হাসান একটু আক্ষেপ করে বলেন যেখানে ব্যান্ডের গান গাওয়ার জন্য অডিটোরিয়াম পর্যন্ত নেই সেখানে...। এই প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হিসেবে ব্যান্ডকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া জরুরী বলেই আর্ক মনে করে। 'পৃষ্ঠপোষকতা পেলে উপমহাদেশে আমাদের ব্যান্ড সংগীত অবশ্যই রাজত্ব করবে।



হাসান

এক নজরে আর্ক

বর্তমান লাইন আপ

লিড গিটার ও ভোকালঃ রিদওয়ান চৌধুরী (পঞ্চম), বেজ গিটারঃ আহমেদ আমিন শাহরিয়ার (শিশির), ড্রামস্ঃ রেজওয়ান, মেইন ভোকাল, সৈয়দ হাসানুর রহমান (হাসান) ও শামীম, ব্যান্ড লিডার, কি বোর্ডিস্ট ও ভোকালঃ আশিকুজ্জামান টুলু, ক্যাসেট সংখ্যাঃ দুই মুক্তিযুদ্ধ ও তাজমহল। ❑



আর্ক'এর সদস্যবৃন্দ

October 23/97
Ittefaq

Scanned with CamScanner

"কিশোর তারকালোক" মার্চ ১৯৯৪ইং।



আর্ক–এর সদস্যরা

ভোকাল– শামিম ও হাসান এবং ড্রামার– রেজওয়ান।

অবস্কিউর

শার্প–এর ব্যানারে ঈদেই আসতে পারে অবস্কিউরের তৃতীয় এলবাম। মিক্সড এলবাম চমকে স্থান পাওয়া সবগুলি গান নয়, দু'একটি গান এই এলবামে থাকতে পারে, বিটিভি–র ব্যান্ড শো'তে প্রচারিত "সেই তুমি" থাকছে ক্যাসেটে। ক্যাসেটটি শ্রোতামহলে যথেষ্ট সাড়া জাগাবে বলেই আশা করা যায়। কারণ অবস্কিউর এখন একটু ভিন্নধর্মী গান গাইছে, মিউজিক স্টাইলেও বেশ পরিবর্তন হয়েছে।

উইনিং

উইনিং–এর এবারের ঈদে ক্যাসেট বের করার কোনো পরিকল্পনা নেই। তাদের ইচ্ছা কোরবানী ঈদে দ্বিতীয় এলবামটি বের করা। কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো রেকর্ডিং শুরু হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, উইনিং–এর প্রথম ক্যাসেট বের হয় '৯১–তে। ক্যাসেটটি খুব হিট হয়। তখন অবশ্য লাইন–আপ বর্তমানের মতোও ছিল না।

বামবা কনসার্ট

১৯৯২ সালে 'বামবা' কনসার্ট হয়েছিল ৪ ডিসেম্বর ধানমন্ডি মহিলা কমপ্লেক্সে। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ৫টা পর্যন্ত বামবা সদস্যপদ প্রাপ্ত মোট ১৫টি ব্যান্ড ছিল কনসার্টে। কিন্তু '৯৩–এর কনসার্ট '৯৪–তে এসেও এখনো হয়নি। অনেকের ধারণা ছিল ডিসেম্বরে হবে। কিন্তু সে আশাও গুড়ে বালি। তারপর শোনা গেল '৯৩–এর ফেব্রুয়ারীর ৪ তারিখে হবে বামবা কনসার্ট। কিন্তু পরে জানা গেল এটাও গুজব। আবার একই মাসের ১১ তারিখে নাকি কনসার্টটি হবেই একরম কথাও শুনেছি অনেকের মুখ থেকে। কিন্তু না খুব কাঙ্খিত এই কনসার্টটি এখন পর্যন্ত হয়নি। বামবার জে. সেক্রেটারী আশিকুজ্জামান টুলুর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা হলে তিনি জানান, 'বামবা কনসার্ট ঈদের পরই হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখ জানানো যাচ্ছে না।'

ঈদের পর বামবা কনসার্টটি হলে অবশ্যই ভাল। কারণ এত ব্যান্ড প্রেমীদের নিরাশ করে দেয়াটা বোধহয় একদম ঠিক না।

অন্যান্য সম্ভাব্য ক্যাসেট

ঈদে সারগাম থেকে আসার সম্ভাবনা রয়েছে নোভা'র তৃতীয় এলবাম। আর নিলয়ের সলো একটি ক্যাসেট সাগামের ব্যানারেই আসতে পারে। এছাড়া নতুন ব্যান্ডের ক্যাসেটও কিছু রিলিজ পেতে পারে। □

– *মারুফ আহমেদ*

ঈদ সংখ্যা

Scanned with CamScanner

তারকালোক ১৫-৩০ জুন ৯৩



স্টারস্ঃ ব্যান্ড ভোকালদের সমাহার

আর কয়েকদিনের মধ্যে বাজারে আসছে প্রখ্যাত এগারটি ব্যান্ডের বারজন ভোকালের গাওয়া গানের একটি ক্যাসেট। ব্যান্ডের বাইরের থাকছেন দু'জন। তাঁরা হচ্ছে আজম খান ও সামিনা চৌধুরী। বাকিরা হচ্ছেন ফিডব্যাকের মাকসুদ, টিল-জীর নিলয় দাশ, রেনেসাঁর নকিব খান, অবসকিউরের টিপু, আর্কের শামীম, পঞ্চম ফেইথের রানা, প্রমিথিউসের বিপ্লব ও উইনিং-এর চন্দন।

সবগুলো গানের সুর করেছেন আশিকুজ্জামান টুলু। মিউজিক কম্পোজিশনও তাঁরই করা। গান-গুলো রেকর্ডিং করা হয়েছে সিমফনী স্টুডিওতে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কোরবাণীর ঈদে ক্যাসেটটি বাজারে আসার কথা ছিল। কিন্তু কাভার দেরীতে প্রিন্টিং হওয়ায় পরিকল্পনা সফল হয়নি। পলিফোনিকের আয়োজনে সাউন্ডটেকের পরিবেশনায় ক্যাসেটটি বাজারে আসছে।

নতুন অডিও





* শুধু তোমাকে

আধুনিক গানের সংকলন। শিল্পী সুজাত কবীর মোট বারটি গানের কণ্ঠদিয়েছেন এই ক্যাসেটে। প্রবাসী বাঙ্গালী এ শিল্পীর গাওয়া "বাউলের এই একতারা" ও "মাগো" গান দুটি দেশ প্রেমের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে মিল্টন খন্দকারের লেখা "ফুল কিনতে গিয়ে" গানটি টীন এজারদের কাছে আদরনীয় হবে। "তুমি নাই কিছু নাই" গানটি সাধারণ মানুষের মনে ভীষণ ভাবে নাড়া দেয়। উল্লেখ্য এদেশের সুপরিচিত কণ্ঠশিল্পী মৌসুমী কবীর এর তনয় এ শিল্পী। যদিও এ ক্যাসেটে তাঁর গাওয়া একটি গানও স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশে এই প্রথম ইতালীতে রেকর্ডকৃত এ ক্যাসেটের প্রযোজনায় পিংকি অডিও এবং পরিবেশনায় সাইডটেক। প্রচ্ছদ ভাল।

* এক চিমটি প্রেম.

ব্যান্ড সংগীতের অ্যালবাম। "রোমান্স" ব্যান্ডের এটিই প্রথম ক্যাসেট। অপেক্ষাকৃত নতুন ব্যান্ড হলেও এদের পরিচিতি ব্যাপক। মোট চৌদ্দটি গান স্থান পেয়েছে এ ক্যাসেটে। "এক চিমটি প্রেম" নামক গানটিতে আলাদা একটি স্বাদ পাওয়া যায়, যা টিনএজারদের গ্রহণযোগ্য হবে। গানটি মিল্টন খন্দকারের লেখা এবং ক্যাসেটের অধিকাংশ গান তাঁর। তবে বি সাইডের প্রথম গান "তিলোত্তমা ঢাকা" গানটি ঢাকা নগরীর বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছে। গানগুলি ভালই। তবে রেহমান আরিফের লেখা "কাজল কালো চোখ" গানটি বেশী ভাল লেগেছে। এ ব্যান্ডের মূল ভোকাল- লিটন চৌঃ এবং সাইড ভোকাল- তারেক খান লিটন। প্রচ্ছদ ভালই। পরিবেশনায় - বেতার জগত।





* হৃদয়ের কথা .

বেতারজগতের আরেকটি পরিবেশনা। "হৃদয়ের কথা" শিরোনামের এ ক্যাসেটটির শিল্পী সাইফ। এ শিল্পী তার প্রথম একক ক্যাসেটে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এটি তার দ্বিতীয় একক কণ্ঠের ক্যাসেট। ঠান্ডা মেজাজের মোট চৌদ্দটি গানের মধ্যে কেন ঘুম আসেনা, প্রতিদান চায়না, তোমাকে দেখিনা, ভোরের আকাশ- এ গান গুলি মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। শুধু কথা ও সুরের জন্য নয়, শিল্পীর কণ্ঠ মাধুর্য এবং গায়কিও এই ভাললাগার পেছনে অনেকখানি। প্রচ্ছদ ভালই।

* জ্বালা.

জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন-এর ক্যাসেট এটি। নতুন প্রজন্মের চাহিদার কথা মনে করে এর গানগুলি তৈরী করা হয়েছে। তেরটি গানে ভরপুর এ ক্যাসেটে রবী চৌধুরীর কথা ও সুরে "কালিয়া" গানটি বেশ আনন্দ দেবে শ্রোতাদের। এছাড়া অন্যান্য গানগুলির মধ্যে সবচেয়ে যে গানটি কানে লাগার মত.সেটি লিটন অধিকারী রিনুর লেখা ও ফরিদ আহমেদ-এর সুরে "সুখের ঘর"। ব্লাক ডায়মন্ড খ্যাত এ শিল্পীর এ ক্যাসেটটির প্রযোজনা ও পরিবেশনায় দোয়েল প্রোডাক্ট।





* ও... বাবু.

গীতিকার মিল্টন খন্দকারের আবিষ্কার এবং "রং চটা জিনসের" এ হিট গানের শিল্পী ডলি সায়ন্তনী'র এটি তৃতীয় ক্যাসেট। বারটি গানের মধ্যে "ও বাবু" গানটি একটি বিদেশী গানের নকল। শিল্পীর কণ্ঠ শ্রুতিমধুর, যা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কবির বকুলের লেখা ও আলী আকবর রুপুর সুরে "জোসনা রাত" গানটি বিশেভাবে ভাল লাগে। গানগুলি ভিন্ন ভিন্ন মেজাজে তৈরী বলে শ্রোতাদের ভাল লাগবে। ক্যাসেটটির প্রযোজনা ও পরিবেশনায়- সাউন্ডটেক। প্রচ্ছদ ভাল।

* ফিরোজ সাঁই.

পপ সংগীতে নামেই যার পরিচয় তিনি ফিরোজ সাঁই। সাউন্ডটেকের পরিবেশনায় এ ক্যাসেটে স্থান পেয়েছে চৌদ্দটি গান। প্রায় সবগুলি গানই দেহতত্ত্ব। তবে এক সময়ের জনপ্রিয় গান "চিনলিনারে মন মানুষ" গানটি শিল্পী আবার নতুন ভাবে পরিবেশন করেছেন। ফিরোজ সাঁই অনেকদিন পরে এ ক্যাসেটের মাধ্যমে ক্যাসেটের জগতে ফিরে এসেছেন।





* তুমি শুধু আমারই

আধুনিক বাংলা গানের সংকলন। শিল্পী শাকিল খানের এটিই তার প্রথম একক ক্যাসেট। বারটি গান দিয়ে সাজিয়েছেন প্রযোজনা ও পরিবেশনা কোম্পানী সেলেস্ক। ক্যাসেটটির এ সাইডের প্রথম গানটি দ্বৈত কণ্ঠের এবং সহযোগী শিল্পী আকিয়া খান। "ঘুম ঘুম রাতে" নজরুল ইসলাম-এর লেখা এবং টুলুর সুরে এ গানটি আলাদা মেজাজের সৃষ্টি। সবগুলি গানের সুর ও সংগীতে আশিকুজ্জামান টুলু। প্রচ্ছদ তৈরী করেছেন শিল্পী নিজেই এবং ভাল।

* কাঙালের বিয়ে .

কৌতুক শিল্পী কাজলের কৌতুক, যাত্রা ও হাসির গানের ক্যাসেট এটি। নওসা সাজে ক্যাসেটের প্রচ্ছদে কাজলকে ভালই মানিয়েছে। টেলিফোনে প্রেমিকার সাথে রসের আলাপ, 'ভাল আছি ভাল থেকো' গানের প্যারোডী দাদু নাতির বয়ান, তিন বোনের গপ্প, উদ্ভট খবর ইত্যাদি শুনতে বেশ ভালই লাগে। ক্যাসেটটি প্রযোজনা ও পরিবেশনায়- জন মিউজিক।

* কি যাদু তোমার ঐ ছোয়াতে.

শিল্পী পিন্টুর গাওয়া মোট বারটি গানের ক্যাসেট এটি। মিউজিক্যাল ব্যান্ড "পালস"-এর অন্যতম গায়ক এ শিল্পীর এটিই প্রথম একক বাংলা গানের ক্যাসেট। মিলন খানের লেখা 'কি যাদু তোমার ঐ ছোঁয়াতে" গানটিতে সত্যিই যাদু রয়েছে বোঝা যায়। অন্যান্য গানগুলি শ্রুতিমধুর। তবে শুধু একবার, ঝিরঝির বৃষ্টি, গান দুটি ভাল লেগেছে। প্রযোজনায় এশিয়া ভয়েজ।

Scanned with CamScanner

"তারকালোক" ১৫-২১ অক্টোবর ৯৩ ইং

নতুন ক্যাসেট

নতুন গান বাধা যেমন গায়েনদের ধর্ম তেমনই নতুন কোনো সুর শোনাও শ্রোতাদের নেশা বলা যায়। আর তাই বাজারে নতুন ক্যাসেটের সমারোহ এখন প্রচুর। বিভিন্ন প্রযোজনা ও পরিবেশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত বা নতুন শিল্পীদের একের পর এক ক্যাসেট প্রকাশ করছে। এছাড়াও এখন বাজারে আছে প্রচুর নতুন বিদেশী গানের ক্যাসেট। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে হিন্দি সিনেমা ও ইংরেজি গানের ক্যাসেট। এরই কয়েকটি নিয়ে আমাদের 'তারকালোক'-এর এবারের পর্যালোচনা।

স্টারস্

বাংলাদেশ সংগীত জগতে বিশেষ করে ব্যান্ড সংগীতের আটজন স্টার ও ছয়জন মোটামুটি জনপ্রিয় ব্যান্ড শিল্পী মিলিয়ে মোট ১৪ জন সিংগার-এর সমন্বয়ে পরিফনিকের উপহার স্টারস্। সাউন্ডটেক কোম্পানীর প্রযোজনায় এই ক্যাসেটটি বেরিয়েছে বহুজাতিক কোম্পানী কোকাকোলার সৌজন্যে। ক্যাসেটটিতে মোট ১৪জন শিল্পীর ১৪টি গান আছে। তবে এই গানগুলির কোনোটিই শিল্পীদের নিজেদের ইমেজ ধরে রাখতে পারিনি। কারণ এই ক্যাসেটের শিল্পীদের এর আগে তাঁদের ব্যান্ড বা একক ক্যাসেটে যে সুনিপূণ পারফর্মেন্স শ্রোতারা পেয়েছে তার অর্ধেকটিও তারা এই ক্যাসেটে দিতে পারেননি। স্টারস্-এর সংগীত পরিচা-

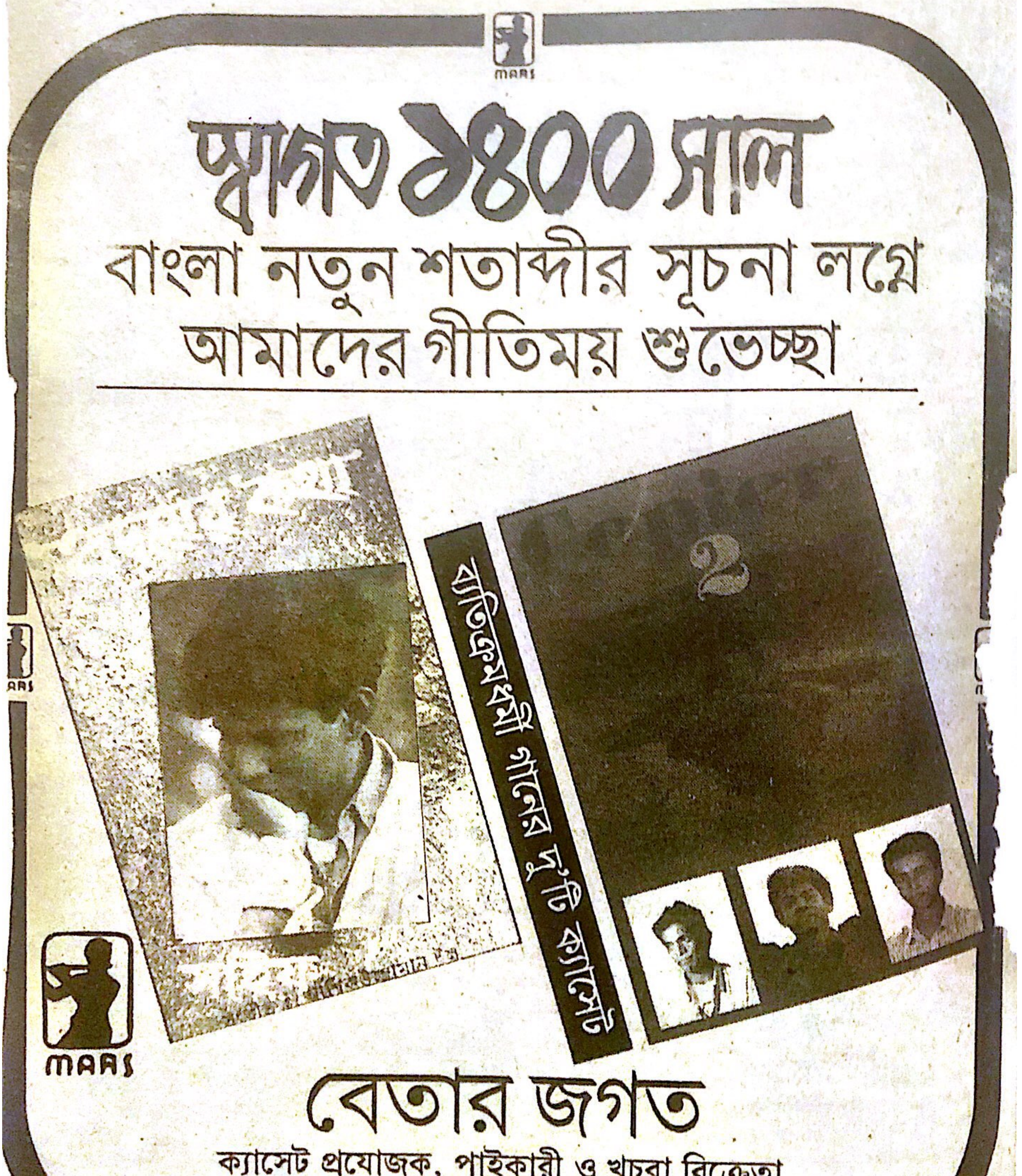


লক আশিকউজ্জামান টুলুকে সুরকার হিশেবে শ্রোতারা না চিনলেও একজন দক্ষ মিউজিক কম্পোজার হিশেবে তার পরিচিতি ব্যাপক হওয়া সত্বেও তার অন্য একটি ক্যাসেটের সাথে এই ক্যাসে-টটির তুলনা করলে কম্পো-জিশন যে ম্রিয়মান হবে এতে সন্দেহ নেই। আর সুরের বেলাতেও তিন/চারটি গান ছাড়া অন্য গানগুলো সেই-ভাবে হৃদয় স্পর্শ করে না। তবে কথার ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি বিভিন্ন গীতিকারের সাহায্য নিয়েছেন সেহেতু এই ক্যাসেটে কথার বৈচি-ত্র্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। গানের সবগুলো সুর সুরকার টুলু উৎসর্গ করেছেন তাঁর গীটার শিক্ষক প্রয়াত শুভ্রকে। এই ক্যাসেটে যারা গান গেয়েছেন তারা হলেন- বাং-লাদেশের রক গুরু উচ্চারণ ব্যান্ডের আজম খান, ফিড-ব্যাক ব্যান্ডের মাকসুদ, রেনেসার নকিব খান, চাইম ব্যান্ডের ভোকালিস্ট খালিদ, অবসকিউর খ্যাত টিপু, উইনিং-এর চন্দন, টিলজি ব্যান্ডের নিলয় দাস, একক শিল্পী সামিনা চৌধুরী, প্রমিথিউস-এর বিপ্লব, সোলস-এর পার্থ, ফেইথ ব্যান্ডের রানা, আর্কের পঞ্চম ও শামীম এবং কেইডেন্স-এর টুটুল। ক্যাসেটটি বাজারে আসার আগে এতগুলো স্টারকে একসাথে পাওয়ার যে সোরগোল ছিল তা এখন অনেকটা স্তিমিত। কারণ স্টারদের কাছে শ্রোতাদের যা প্রত্যাশা তা তারা পূরণ করতে পারেননি। তবুও এর মধ্যে যে গানগুলো শ্রোতা-দের হতাশা দূর করতে পেরেছে সেগুলো হচ্ছে- মাকসুদের গাওয়া- এই মনটা আমার..., আমার এক দিকে সমুদ্র..., গেয়েছেন আজম খান। খালিদের কন্ঠের- সময় এসেছে... এবং চন্দ-নের উপহার- প্রথম কবিতা ... স্পন্সর নিয়ে বিশাল একটি কাগজ জুড়ে যদিও স্টারসের প্রচ্ছদ করা হয়েছে। তবুও তা চোখ আটকে যাওয়ার মতো হয়নি।

রুদালী

ভারতের পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি 'রুদালী'র মোট আটটি মেলোডি গান নিয়ে একটি ক্যাসেট এখন শ্রোতাদের

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Qatar 24th Decem 89

YABALASH

Tel.: 433184 - 433185 - 435282 - 434148 - 442082 - 444655
G. Hamad St. (Near Toyota R. about), Al Khaleej Bulg. - 5th Floor



"কিশোর তারকালোক" জানুয়ারী ১৯৯৪

ব্যান্ড তারকাদের রোমাঞ্চকর ঘটনা

অনেক সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যান্ড তারকাদের জীবনেও ঘটে যায় কিছু ঘটনা। সে ঘটনা হাসির, দুঃখের, আনন্দের বা রোমাঞ্চকরও হতে পারে। তবে 'রোমাঞ্চ' শব্দটার মধ্যেই কেমন যেন একটা কৌতুহল মেশানো গন্ধ থাকে। তাই 'কিশোর তারকালোকের' বন্ধুদের জন্যই ক'জন ব্যান্ড তারকা বলেছেন নানান সময়ে ঘটে যাওয়া তাঁদের জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনা।

****

আশিকুজ্জামান টুলু

[আর্ক– ব্যান্ড লিডার, কী–বোর্ডিস্ট, ভোকাল]

****

একবার অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলাম এক মফস্বল শহরে। মফস্বল শহর বললে অবশ্য ভুল হবে, বলা যায় গ্রাম; তবে ইলেক্ট্রিসিটি ছিল। শহরটার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বহুদিনের পুরোনো অনেকগুলো বাড়ি। ওগুলো দেখলেই আঁচ করা যায় বয়স কম করেও এক–দেড়শো বছর হবে। অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে যখন ওই গ্রামে পৌছালাম, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। অর্গানাইজারদের কয়েকজন এলো আমাদের রিসিভ করতে। বলা বাহুল্য এদের কারও সাথেই পূর্ব পরিচয় ছিল না। আমাদের একটু অবাক হতে হলো, কারণ ওরা বেশ চুপচাপ ছিল। সাধারণতঃ অর্গানাইজারদের মধ্যে অনুষ্ঠানের আগে যেরকম আনন্দ–ফূর্তি দেখা যায়, তার লেশমাত্র ছিল না ওদের মধ্যে। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো একটি পুরাতন বাড়িতে। ভীষণ পুরোনো ছিল বাড়িটি। আশে–পাশে কোনো বাড়িঘর ছিল না। প্রায় আধা মাইলের মতো আশপাশের জায়গা ছিল মরুভূমির মতো ফাঁকা। বাড়িটির রুমগুলো ছিল স্যাঁতসেঁতে। কেমন যেন একটা পুরোনো গন্ধ। ঘরের আসবাবপত্রগুলোও ছিল বেশ পুরোনো, তবে রাজকীয়। ভোল্টেজ কম থাকায় লাইটগুলো জ্বলছিল টিমটিম করে। কেমন একটা ভৌতিক পরিবেশ! অজানা আশংকায় কেন যেন আমার বুকটা কেঁপে উঠল। মনে হলো, এ কোথায় এলাম? তাছাড়া অর্গানাইজাররা আমাদের সঙ্গে ভালমতো পরিচিত ছিল না। সামান্য কথাবার্তার মাধ্যমে শো করার জন্য রাজি হই। আমাদের কেয়ার টেকার হিশেবে একটা মাত্র দারোয়ান ছাড়া আর কেউ ছিল না। সে থাকতো ওই বাড়িরই একটা ঘরে। দারোয়ান ছিল বৃদ্ধ; ষাট–এর ওপর বয়স হবে। খুব গম্ভীর, কম কথা বলে। যা হোক, সন্ধ্যা নাগাদ ওই বাড়িতে আমাদের থাকার ঘরগুলি বুঝিয়ে চলে গেল অর্গানাইজাররা (যাদের সঙ্গে আগে শো–এর ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম) এবং রিসিভ করতে আসা ওই অচেনা লোকগুলো। যাওয়ার সময় বলে গেল রাত ৯টায় আসবে। মফস্বল এলাকা, সাধারণতঃ অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং জমে ওঠে রাতের দিকেই। ওই বাড়িতে আমরা ব্যান্ডের ৫জন এবং দারোয়ান ছাড়া কেউ ছিল না। আমাকে থাকতে দেয়া হয়েছিল একটি আলাদা রুমে এবং আর ৪ জনকে আরেকটা বিরাট রুমে।

আমরা ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নেবার পর আমাদের পরিচিত ক'জন অর্গানাইজার এবং সেই লোকগুলো এলো (বুঝলাম এরাও অর্গানাইজার–দের লোক)। রাত তখন ৯টা কুড়ি। যথারীতি আমরা সব নিয়ে অনুষ্ঠান করতে গেলাম। অনুষ্ঠানে গিয়ে হঠাৎ আমার খেয়াল হলো যে আমার কী–বোর্ডের পাওয়ার কর্ডটা ওই বাড়ির রুমটিতে ভুলে ফেলে এসেছি! এদিকে অনুষ্ঠান শুরু হতে বেশী দেরী নেই। সময় নষ্ট না করে সবাইকে বসিয়ে রেখে বাড়িটিতে ফিরে এলাম। ফিরে এসে যা দেখলাম, তা আমি আমার জীবনেও ভুলবো না। আমার শিরদাড়া বেয়ে যেন

Scanned with CamScanner

"কিশোর তারকালোক" জানুয়ারী ১৯৯৪



টুলু   নকীব

ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। হাত পা ঠান্ডা হয়ে বরফ হয়ে গেছে। ঘামতে লাগলাম ভয়ানকভাবে। চিৎকার করতে গেলাম আতঙ্কে, কিন্তু গলা দিয়ে অস্ফুট শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ বের হলো না। দৌড়ে পালাতে চাইলাম, কিন্তু পা যেন গেঁথে গেছে মাটির সঙ্গে প্রচন্ডভাবে।

যা দেখলাম– বাড়িটা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত! পোড়োবাড়ির মতো দেখাচ্ছে। বাড়ির সামনে একটা লাইট পোস্ট থাকায় কিছু আলো বারান্দা সহ ভেতরে পড়েছিল। বাড়িতে কোনো দরজা–জানালা নেই। ওসব স্থান ফাঁকা! ভেতরে মাকড়সার জাল আর পুরুস্তরের ধুলোতে পূর্ণ! দীর্ঘদিন কোনো মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি এখানে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বাইরের দেয়ালে জমেছে শ্যাওলা! কুৎসিৎ এক নরকীয় গন্ধ অনুভব করলাম নাকে। কোনো দারোয়ানের অস্তিত্ব নেই আশে–পাশে। একটু আগে যে ঘরে আসবাবপত্র, লাইট ইত্যাদি দেখে গেলাম তার কোনো চিহ্নই নেই। ভয়ঙ্কর এক পরিবেশ!

এত ভয় পেলাম যে, মনে হতে লাগল মূর্চ্ছা যাবো না তো? খুব কষ্টে শরীরটাকে নিয়ে ওখান থেকে ফিরলাম অনুষ্ঠান যেখানে হচ্ছে সেখানে। পুরো অনুষ্ঠান করলাম কাঁপা কাঁপাভাবে এবং ভীষণ নার্ভাস অবস্থার মধ্য দিয়ে। কিছুই বুঝিনি কি হয়েছিল, কোথায় গিয়েছিলাম। একটা ঘোরের মধ্যে আছি যেন কারা সেই নীরব অর্গানাইজার রিসিভ করা লোক?! কাউকে কিছু না বলে রাতেই ঢাকায় ফিরে এলাম। আক্রান্ত হলাম প্রচন্ড জ্বরে। প্রলাপ বকেছি জ্বরের ঘোরে।

এখন পর্যন্ত ঐ ঘটনা সংক্রান্ত হাজারো প্রশ্নের উত্তর মনকে জিজ্ঞেস করেও পাইনি খুঁজে। এ এক চির রহস্য আমার আছে আজও।

****

নকীব খান

[রেনেসাঁ– কী–বোর্ডিস্ট কাম ভোকাল]

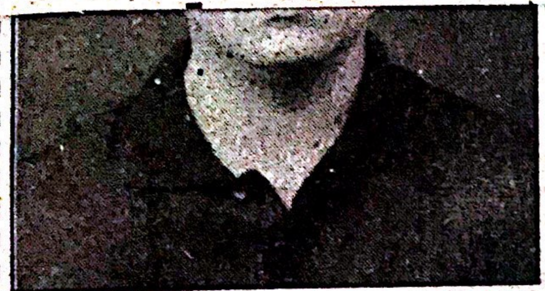
****

খুব ছোটবেলার কথা। আমরা পুরো পরিবার তখন গ্রামের বাড়িতে বেশ কিছুদিনের ছুটি কাটাতে গিয়েছি। আমার সমবয়সী অনেক ছেলে মিলে হৈ–হট্টগোল করে, চষে বেড়াচ্ছিলাম সারাগ্রাম। একদিন ঠিক করলাম সবাই মিলে আম চুরি করবো। অবশ্যই আমাদের হাজারো দুষ্টুমী বুদ্ধির মধ্যে এটিও ছিল একটি। আমাদের এক আত্মীয়ের অনেকগুলো আমবাগান ছিল। বাগানের আমগুলো ছিল দারুণ সুস্বাদু এবং লোভনীয়। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। রাতেই একদল গেলাম আম চুরির অপারেশনে। চারিদিকে আঁধার, রাতের প্রাণীর আচমকা শব্দে চমকে উঠছি সবাই। প্যাঁচার ভয়ঙ্কর শব্দে লোম খাঁড়া হয়ে উঠছে আমাদের। বুঝতে পারলাম এত রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আম চুরি করতে গিয়ে এই পরিবেশে বেশ ভয় পাচ্ছি। হাত–পা কাঁপছে একটু একটু। যা হোক, আম গাছের কাছে গিয়ে কয়েকজন দ্রুত নিঃশব্দে গাছে উঠে নিচে ফেলতে লাগলো। টসটসে রসালো আম, আর আমরা ক'জন নীচে থেকে কুড়াতে লাগলাম সেগুলো। আমের সাইজ থেকে টের পেলাম জিভে পানি এসে পড়েছে। লোভ সামলাতে বেশ কষ্ট হলো। আম কুড়াচ্ছি, হঠাৎ একটি শিয়ালের বিশ্রী ডাকে ভয়ানক ভড়কে গেলাম আমরা, ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলাম সব ভুলে। আর যাই কোথায়। আত্মীয় মালিক জেগে গিয়ে লোকজন নিয়ে ঝড়ের বেগে চোর ধরতে এসে পড়লো বাগানে। আমরা ক'জন কিশোর গুটিশুটি মেরে দাঁড়িয়ে পড়লাম, মানে ধরা পড়লাম আর কি। আমি তো ভয়ে ঘামছি, কারণ মালিক আমাদের আত্মীয়! কিন্তু আশ্চর্য, মালিক উল্টো আমাকে দেখে লজ্জা পেয়ে গেলেন এবং লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে বললেই হতো, দিয়ে দিতাম। ঠিক আছে, তোমাদের যত ইচ্ছে আম নিয়ে যাও।' লজ্জায় যেন মরে গেলাম। এত লজ্জা পেয়েছিলাম যে ওই দুষ্টামী অপকর্মের জন্য ওই আত্মীয়ের সঙ্গে অনেকদিন সহজভাবে কথা বলতে বা মিশতে পারিনি। দেখা হলেই ওই রাতের ঘটনাটা মনে পড়ত, আর আমি চুপসে যেতাম লাল হয়ে। এরপর আর কোনোদিন দুষ্টুমীর ছলেও ওরকম কাজ করিনি। □

–মারুফ আহমেদ

ব্যান্ড তারকাদের হাস্যকর মুহূর্ত

ব্যান্ড সংগীতের অগণিত অনুরাগীদের অনেকেই তাদের ব্যান্ড তারকা বা পারফরমারদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা জানতে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। কিশোর তারকালোক হাসি সংখ্যায় কয়েকজন ব্যান্ড তারকা তাদের হাস্যকর মুহূর্তের কথা তুলে ধরেছেন।



মাকসুদুল হক

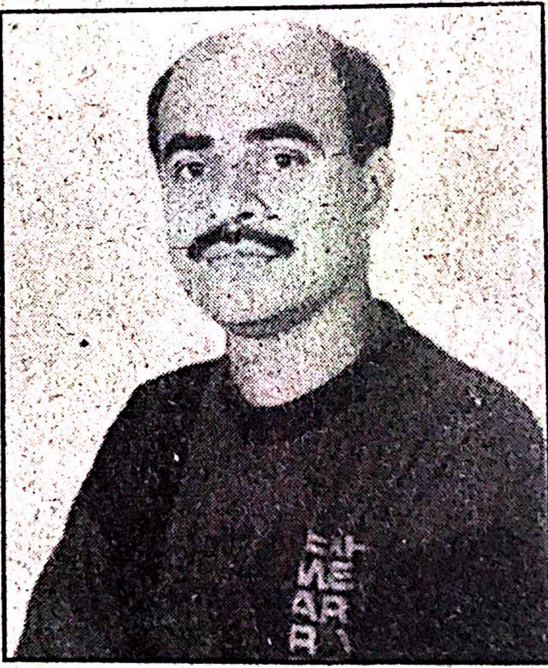
উপহার দিয়েছেন শ্রোতাদের অবিস্মরণীয় বেশ কিছু গান।

আমার ব্যান্ড জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা এটা। বললেন মাকসুদ তাঁর একটি হাস্যকর মুহূর্তের কথা। চট্টগ্রামে গিয়েছি একটা কনসার্টে অংশ নিতে। যেহেতু সোলস্ চট্টগ্রামের ব্যান্ড, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের সাহায্য নিলাম। তখন সোলসে ছিল বর্তমানের এলআরবির বাচ্চু। যথাসময়ে শো করলাম। কিন্তু মোটেও সফল হয়নি তা। প্রথমত: অডিটোরিয়ামে ছিল প্রচন্ড গরম, দ্বিতীয়ত: এর আগেরদিন আজম খান বাংলা গান গেয়েছেন (বলে রাখা ভাল আমরা তখন শুধু ইংরেজি গান গাইতাম) তাই শ্রোতারা ইংরেজি গানকে ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারেনি। তাই আমার মন খুব খারাপ ছিল। তো বাচ্চু আমাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে স্থানীয় একটি চায়ের দোকানে নিয়ে গেলেন। চেষ্টা করছিলেন বিভিন্ন কথাবার্তা বলে আমার মন প্রফুল্ল করে তুলতে। কিন্তু আমার মন কিছুতেই ভাল হচ্ছিল না। চা খাচ্ছি, হঠাৎ বাচ্চুর নজর পড়ল দেয়ালে টাঙ্গানো একটি লেখার দিকে। সেখানে লেখাটা হওয়া উচিত ছিল, 'দশটা জিনিস মানুষকে নষ্ট করে।'

হা।

'ভিড়ের মধ্য থেকে একটি লোক এগিয়ে এসে বলে উঠলো, শেষ করলে কা?'

এদেশের স্বনামধন্য সংগীতজ্ঞ আশিকুজ্জামান টুলু। তিনি 'আর্ক'-এর কী বোর্ডিস্ট ও রিদম প্রোগ্রামার। তাঁর কাছ থেকে শোনা গেল একটি খুব মজার ঘটনা।



আশিকুজ্জামান টুলু

তখন আমি চাইমে। একবার বরিশালের কোনো এক গ্রামে আমাদের একটি শো ছিল। শোটি হবে ওখানকার একটি সিনেমা হলে। সকালবেলা জেনারেটর দিয়ে সাউন্ড

এক ভদ্রলোক বাসা দেখতে গেছেন। ভাড়া দুহাজার। তিনি শোবার ঘরটা ভাল করে দেখেই শুয়ে পড়লেন। বাড়িওলা বললেন, সেকি বাথরুম, কিচেন রুম দেখবেন না?
: ওগুলো আমার দরকার নেই। আমার বেতন মাসিক দুহাজার।

"কিশোর তারকালোক" জুলাই ১৯৯৩ ইং

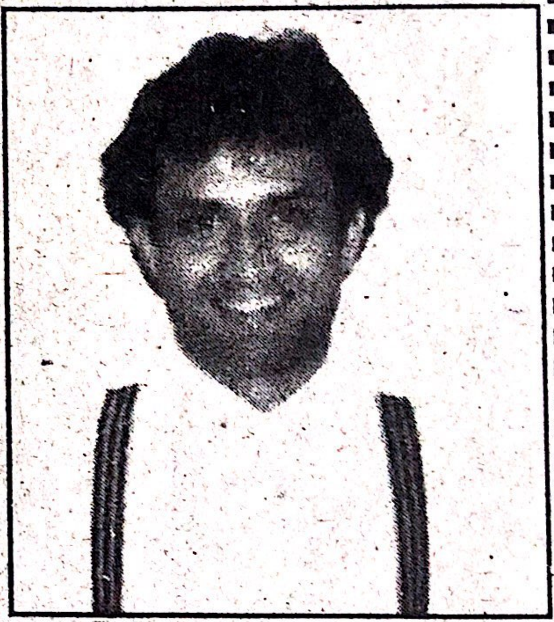
Scanned with CamScanner

বেলাস করলাম, শো বিকেল বেলা। সময়মতো গিয়ে দেখি হল গিজ গিজ করছে গ্রামের মানুষে। তারা ইতিপূর্বে ব্যান্ড সংগীত শুনেছে কিনা সন্দেহ। স্টেজে উঠলাম। দেখি পেছনে একটি লাল ব্যানারে লেখা, 'একটি মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান। পরিবেশনায়- টাইম শিল্পীগোষ্ঠী।' ব্যানার দেখে হাসব না কাঁদব, বুঝতে পারলাম না। যাহোক, প্রোগ্রাম শুরু হলো, একটার পর একটা গান গেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু গান শেষে কেউ সৌজন্যমূলক তালি পর্যন্ত দিচ্ছে না, অদ্ভুত চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। হঠাৎ আমাদের অবাক করে দিয়ে একটি অনুরোধের কাগজ আমাদের কাছে এলো, কাগজে লেখা- 'I am a disco dancer 'এই ইংলিশ গানটি গাইতে হবে। গানটি মূলত: ইংরেজি নয় হিন্দি! যেহেতু গানটি আমাদের কম্পোজ করা ছিল না, তাই গাইতে পারলাম না। একটু পর আরেকটি অনুরোধের কাগজ এলো, এই গানটি অবশ্যই গাইতে হবে- Final Account . অথচ গানটির নাম হবে Final c.... এই অবস্থা দেখে আমরা যা বোঝার বুঝে নিলাম। কিন্তু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল আরও কিছু ঘটনা। গানটি আমরা গাইলাম। কিন্তু প্রতিবারের মতো না হয়ে এবার একটু ব্যতিক্রম ঘটলো। একজন প্যান্ট পরা লোক সজোরে তালি দিতে লাগলেন। (বলা বাহুল্য পুরো হলে এই একজনই প্যান্ড পরা অন্যরা লুঙ্গি পরিহিত)। অবশেষে এই বিস্ময়কর ও বিব্রতকর শোটি শেষ হলো। স্টেজ থেকে নামার সময় ভিড়ের মধ্য থেকে একটি লোক এগিয়ে এসে বলে উঠলো, শেষ করলে কা? তাদের ধারণা ছিল যাত্রা গানের মতো এটাও সারা রাত ধরে চলবে। এরপর যখন আমাদের যন্ত্রপাতি নামানো হচ্ছিল তখন ভিড়ের মধ্যে গিটার দেখে ফিসফাস শোনা গেল 'দেখ দেখ বেহালা! ড্রামস্ দেখে 'আরে দেখ! বিদেশী ঢোল। এই ঘটনাটি মনে পড়লে আজও নিজের অজান্তে হেসে ফেলি আমি।

'সিঁড়ি বেয়ে পুকুরের প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা বাঁশের তৈরি টয়লেটে।'

টুটুল এ সময়কার একজন অন্যতম প্রতিশ্রুতিশীল কী বোর্ডিস্ট। তিনি এলআরবির সঙ্গে জড়িত। তাঁর পুরো নাম শহীদুল ইসলাম। কিশোর তারকালোকের বন্ধুদের জন্য চমৎকার একটি হাস্যকর ঘটনা তিনি বলে ফেললেন। ঘটনাটি এই রকম।

কয়েক বছর আগে আমি চট্টগ্রামের একটি ব্যান্ডে বাজাতাম। তখন শীতকাল। আমরা কক্সবাজারের দিকে চকোরিয়া নামে এক



টুটুল

জায়গায় গায়ে হলুদের এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম বাজাতে। শহর থেকে রওনা হতে আমাদের অনেক দেরি হওয়ায় সেখানে পৌঁছালাম রাত প্রায় একটার দিকে। গিয়ে দেখি আমাদের জন্য একটা স্টেজ করা হয়েছে আর অনেক দর্শক অধীর অপেক্ষায় আছেন। সবাই আমরা তাড়াহুড়ো করে সবকিছু সেট করতে লাগলাম। আমাদের সঙ্গে সেদিন কয়েকজন বন্ধুও গিয়েছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম তাদের মধ্যে একজনের

বাবা: পাশ করলে তোকে একটা সাইকেল কিনে দেব বলেছিলাম। কিন্তু পারলি না এতদিন কি করছিলি?
: এতদিন সাইকেল চালানো শিখছিলাম।

"পূর্ণিমা" ৬ জুলাই ১৯৯৪

...দেরকে কালো তালিকাভুক্ত করা হোক। তাদের জন্য সবাইকে কেন ভুগতে হবে। আমাদের বিদেশ যাবার প্রক্রিয়া আরো সহজ করা উচিত। কারণ, শিল্পীরা দেশকে বিদেশে পরিচিত করতে যান।'

১৯৮১ সাল পর্যন্ত আমাদের নিজস্ব কোনো ক্যাসেট বাজারে ছিল না। এরপর বার-তের বছরে ক্যাসেটের যে চাহিদাসম্পন্ন বাজার তৈরি হয়েছে তা সত্যি প্রশংসনীয়। বিশ্বজিত বলেন, 'এটা শিল্পীদের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফসল। সেই সাথে প্রযোজকদের সহযোগিতা। এ ব্যাপারে সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না। এখনও সময় আছে, সরকার এ বাজার নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসতে পারেন। এ বাজার বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে প্রস্তুত তবে সরকারী সহযোগিতা প্রয়োজন। দুবাই আরব বিশ্বের একটি দেশ। সেখানে হিন্দি ভাষা যেভাবে প্রভাব ফেলেছে, তা শুধু হিন্দি সংস্কৃতির বিস্তারের ফল। আমরা কেন তাদের বাংলা গান শুনতে বাধ্য করতে পারি না?'

গান গাওয়ার জন্য কুমার বিশ্বজিত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, বাহারাইন, কাতার, আবুধাবী, জাপান, থাইল্যান্ড ও ভারত সফর করেছেন।

—সেলিম কামাল



প্রচ্ছদে আশীকুজ্জামান টুলুর সুর ও সংগীতে 'শুধু তোমার জন্য'

'শুধু তোমার জন্য' রোমান্টিক ডুয়েট গানের সংকলন

পলিফোনিকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে একটা মিক্সড ক্যাসেড বেরুচ্ছে। এই মিক্সড ক্যাসেটে ১২টি রোমান্টিক ডুয়েট গান স্থান পেয়েছে। জনপ্রিয় ১৯ জন কণ্ঠশিল্পী এ ক্যাসেটের গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। 'শুধু তোমার জন্য' শিরোনামে এ ক্যাসেটের শিল্পীরা হলেন– তপন চৌধুরী, শাকিলা জাফর, খালিদ হাসান মিলু, ফাহমিদা, সাদি মহম্মদ, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, রফিকুল আলম, আবিদা সুলতানা, সুমনা হক, শেখ ইশতিয়াক, পুনম প্রিয়াম, খালেক, রিজিয়া, মৌটুসী ইসলাম, অনল রায়হান, টুটুল, শামীম ও নিলয় দাস।

'আর্ক' ব্যান্ডের দলনেতা আশীকুজ্জামান টুলুর সুর ও সঙ্গীতে এসব গান প্রায় ২ মাস ধরে অরবিট স্টুডিওতে রেকর্ডিং করা হয়। ক্যাসেটটির মাস্টারের কাজ শেষ। এ মাসে ক্যাসেটটি সাউন্ডটেকের তত্ত্বাবধানে বাজারে আসবে বলে প্রযোজনা সূত্রে জানা যায়। প্রথমবারের মত আরেক কণ্ঠশিল্পীদের নিয়ে দ্বৈত সঙ্গীতের এ ক্যাসেটটি শ্রোতামহলে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে টুলু আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনিও জানান, আধুনিক রোমান্টিক ডুয়েট গানের এ ক্যাসেট সব ধরনের শ্রোতাদের ভাল লাগবে। উল্লেখ্য, পলিফোনিকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে টুলুর সুর ও সঙ্গীতে এর আগে 'সাউন্ডটেক' থেকে রিলিজ করা 'স্টারস' শিরোনামের মিক্সড ক্যাসেট শ্রোতামহলে আদৃত হয়েছে।

ক্যাসেটের উল্লেখযোগ্য গান হচ্ছে তুমি আমার প্রথম, তোমার কি কখনও মনে হয়, নিঝুম রাতের তারার মেলায়, ঘুমও রাত্রিটা, তুমি কোন এক ভাবাও আমায়, আমার একটা আকাশ ছিল ইত্যাদি। গানের কথা লিখেছেন কাওসার আহমেদ চৌধুরী, সাইফ, কামরুজ্জামান কাজল, নূরুল ইসলাম, কবীর বকুল, সাইদুল হাসান প্রমুখ। যন্ত্রায়নে ছিলেন লিড গিটার লাবু রহমান ও সেলিম হায়দার কি বোর্ড, বেজ গিটার ও একোয়েস্টিক গিটার টুলু, সরদ– ইউসুফ, তবলা– বশির, বাঁশি– বারী সিদ্দিকী, সন্তুর-নূরু এবং রিদম প্রোগ্রামিং লিটন ও টুলু। অরবিট স্টুডিওর বাদল, তোজো ও পঙ্কজ ক্যাসেটের গানগুলোর শব্দ ধারণ করেছেন।

— টিংকু

অডিও সংবাদ

❑ উইন্ডস্ ঃ মেঘ ভাঙা রোদ

'উইন্ডস' ব্যান্ডের দ্বিতীয় এলবাম বেরিয়েছে 'মার্স'-এর ব্যানারে। 'মেঘ ভাঙা রোদ' শিরোনামে এ ক্যাসেটে ১২টি গান স্থান পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য গানগুলো হচ্ছে– চলে গেলে যেতে যেতে একদিন, তুমি বুঝলে না, জীবনটা শুধু, সেই মেয়েটির কথা, মন থেকে আরও গভীরে, মেঘ ভাঙা রোদ, তুমি ছিলে যতদিন, মন পিরীতের গানের কথা লিখেছেন অনুপ কুমার দাস, রুহুল আমিন প্রামাণিক, ডঃ তোফায়েল, আরিফুল হক কুমার ও নেরো/বাড্ডু। নিজস্ব কম্পোজিশনের গানগুলো ধীরগ্রামের হবার ফলে শ্রোতাদের ভাল লাগবে। গানের কম্পোজিশনে আরও বৈচিত্র্য থাকা উচিত ছিল। বিশেষত এটা যখন এ প্রজন্মের জনপ্রিয় সুরকার আলী আকবর রুপুর নিজস্ব ব্যান্ড। ব্যান্ডটির



'শুধু তোমার জন্য' শীর্ষক ক্যাসেট পোষ্টার

ব্যান্ড তারকাদের মজার স্মৃতি

প্রত্যেকের জীবনেই কিছু না কিছু মজার বা আনন্দের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটে যাওয়া ঘটনা মনে করে আমরা সবাই নিজের অজান্তেই হেসে ফেলি, আনন্দ পাই। ব্যান্ড তারকাদের জীবনে ঘটে যাওয়া এমনই কিছু ঘটনা নিয়ে এই প্রতিবেদনটি গ্রন্থনা করেছেন

ফেরদৌসুর রহমান বাপ্পী



নিলয়

টিপু

নকিব খান: রেনেসাঁ

তখন ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ি। আমার বড় ভাই জিলু খানকে তাঁর বন্ধু হেনা ইসলাম ৪/৫ টা গানের কথা দিয়ে গেছেন সুর করার জন্য। বড়ভাই সে সময় বেশ নাম করা সুরকার ছিলেন। তিনি গানের কথাগুলো টেবিলে রেখে বাইরে কি কাজে যেন চলে গেলেন। আমি তখন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানটান গাইতাম আর অবাক হয়ে দেখতাম বড়ভাই কি করে গানের সুর করেন। আমারও খুব ইচ্ছে করতো গান সুর করার। সেদিন ঘরেই ছিলাম। ঘুরতে-ঘুরতে দেখি টেবিলের ওপর গানের কথাগুলো রাখা। ওখান থেকে একটা তুলে নিলাম। দেখা যাক সুর করতে পারি কি না। হারমোনিয়াম নিয়ে বসলাম তারপর কেমন করে যেন গানটির সুর করে ফেললাম। কিছুক্ষণ পরে বড়ভাই বাইরে থেকে ফিরে এলেন। ভয়ে-ভয়ে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম,'বড়ভাই টেবিলে রাখা গানের কথা থেকে একটার সুর করেছি।' তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'তাই নাকি, শোনা দেখি' কম্পিত স্বরে সুরটি শোনালাম তারপর তাকালাম তাঁর মুখের দিকে। তিনি আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন, বুঝলাম সুরটি খুব বাজে হয়েছে। হঠাৎ করে আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'দুর বোকা, তোর সুর খুবই সুন্দর হয়েছে আমি খুব খুশি হয়েছি। একথা বলেই আমাকে খুব আদর করলেন। আমি আনন্দে এতই আত্মহারা হয়ে গেলাম যে তারপর থেকে সংগীত-জগত হয়ে উঠল আমার ধ্যান জ্ঞান। অনেকদিন পরে গানটি রেড়িওতে গেয়েছিলাম।

নিলয়

একবার বন্ধু-বান্ধব মিলে গেলাম চিটাগাং-এ বেড়াতে। গিয়ে উঠলাম এক অভিজাত হোটেলে, হোটেলটির নামটা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম নেয়ার পর নীচের লাউঞ্জে বসে সবাই একসাথে আড্ডা দিচ্ছি। আমার সঙ্গে ছিল একটা এ্যাকোস্টিক গীটার। বন্ধুরা বললো, দোস্ত একটা চমৎকার পিস বাজা। শুরু করলাম বিখ্যাত সেই পিসটি 'Romance de Amor' বাজানো। খুব দ্রুতভাবে হাত চালিয়ে পিসটি বাজাতে হয়। সেদিন আমার হাতও বেশ খুলেছিল, ভালই বাজাচ্ছি। এমন সময় লক্ষ্য করলাম এক ভদ্রলোক আমার পাশে বসে গভীর মনযোগ দিয়ে গীটার বাজানো দেখছেন। তাঁর এই মনেযোগ দেখে আমি নিশ্চিত হলাম। ভদ্রলোক সংগীতবোদ্ধা এবং ভাল গীটার প্লেইং বোঝেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমি মহা উৎসাহে বাজাচ্ছি। অবশেষে পিসটি বাজানো শেষ হলো, আমার চোখে মুখে সাফল্যের পরিতৃপ্তি। ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকালাম দেখি তিনি 'এই নিপুন দক্ষতার কতটুকু প্রশংসা করেন। তখন তিনি বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'ভাই অনেকক্ষণ তো গীটার টিউন করলেন এবার ভাল দেখে একটা গান বাজান। ভদ্রলোকের গীটার প্লেইং-এর জ্ঞান দেখে তাকে বললাম, 'ভাই আপনি এত ভাল গান বোঝেন যে আপনার সামনে বাজানোর সাহস আর আমার নেই।'

আশিক উজ্জামান টুলু: আর্ক

বরিশালের বাউফলে চাইমের সাথে প্রোগ্রাম করতে গেছি। সেখানকার এক সিনেমা হলে আয়োজিত হলো প্রোগ্রাম, দর্শক হচ্ছে বেশিরভাগ গ্রামের লোক। সন্ধ্যাবেলা দাঁড়ালাম প্রোগ্রাম করতে, গিয়ে দেখি এক বড় ব্যানার টানানো তাতে লেখা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পরিবেশনায় চাইম শিল্পীগোষ্ঠী। লোকজন আর ব্যানার দেখে হতাশ হয়ে গেলাম। যা হোক গান শুরু করলাম, সবাই নীরবে নিঃশব্দে গান শুনছে। প্রথম গান শেষ হলো, দর্শকদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, সবাই নিশ্চুপ। ৪/৫ টা গান শেষ হয়ে গেল তারপরও একটাও হাততালি পড়ল না। সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে আমাদেরকে দেখছে মিউজিকাল ইন্সট্রুমেন্টগুলোকে ও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। তাঁদের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল আমরা বোধ হয় কোনো আজব চিড়িয়া। যা হোক হিন্দী, পল্লী গীতি জনপ্রিয় বাংলাগান একের পর এক গাওয়া হলো কিন্তু না, কোনোভাবেই দর্শকদের সাড়া পাওয়া গেল না। এমন সময় একজন দর্শক একটি লিখিত অনুরোধ নিয়ে এলেন- তাতে লেখা 'এই ইংরেজী গানটা গাইতে হবে, গানটার নাম হচ্ছে I am a Disco Dancer' বুঝলাম অবস্থা। গানটি আমরা প্র্যাকটিস করিনি সুতরাং অনুরোধ রাখতে পারলাম না। কনসার্টের শেষের দিকে আরেকটা অনুরোধ 'Please আপনারা অবশ্যই Final Account গানটা গাইবেন।' বুঝলাম গানটা হবে Europe-এর Final Count Down এবার অনুরোধ পালন করলাম। দু'ঘন্টা ধরে শো চলার পর অনুষ্ঠান যখন শেষ হয়ে গেল এক দর্শক আমাদের ড্রামস সেট দেখে অন্য আরেকজন বিজ্ঞের মতো বোঝাচ্ছেন, 'বুজলি এইডা বিদেশী ঢোল' আর গীটার দেখিয়ে বললেন, এইডারে কয় হারমোনিযাম'। আমাদের চমক তখনও শেষ হয়নি। পাঞ্জাবী লুঙ্গি পরা এক বয়স্ক ভদ্রলোক উঠে এলেন আমাদের দিকে। বললেন, 'শ্যাষ করলে কা, মুইতো বাবছি যাত্রার মতন তোমরা হারারাইত তোমাগো এই সব আজগুবি বাসকো লইয়া ফালাফালি করবা, এতেতো তারাতারি শ্যাষ করলে কা, আঁ।'

টিপু: অবসকিউর

আমাদের প্রথম ক্যাসেট বের হওয়ার কিছুদিন পরে গেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কনসার্ট করতে। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। কনসার্ট করতে গিয়ে দেখি চারিদিকে কেমন যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব সবার চোখেমুখে। অস্বস্তি নিয়েই শুরু করলাম শো। আস্তে-আস্তে প্রোগ্রাম বেশ জমে উঠলো, সবার মুখ থেকে সন্ত্রাসভাবও দূর হয়ে গেল। একের পর এক গান গাচ্ছি আর দর্শকরা দারুণ উল্লাস করছেন, আর আমরাও খুব মজা পাচ্ছি। আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে কনসার্ট শেষ হলো। কনসার্ট শেষে দর্শক-শ্রোতারা সবাই আসছেন অভিনন্দন জানাচ্ছেন 'খুব ভাল হয়েছে প্রোগ্রাম ইত্যাদি-ইত্যাদি। আমি তখন বিনয়ে বিগলিত। এমন সময় একদল তরুণী এলেন। তাঁরা জানালেন আমাদের কনসার্ট তাঁদের খুবই ভাল লেগেছে, আমি খুবই ভাল গেয়েছি এবং এও জানালেন যে, আমাকেও তাঁদের খুব ভাল লেগেছে। আমি তো বিনয়ে আরো বিগলিত হয়ে গেলাম। তরুণী দলের মধ্য থেকে এক সুদর্শনা বললেন, 'আপনার নামতো টিপু তাই না, তবে আমরা আপনার নামটা বদলে একটা চমৎকার নাম দিতে চাই। নামটা আপনারও পছন্দ হবে। কারণ আমরা সবাই মিলেই ওটা ঠিক করেছি। আপনার আপত্তি আছে?' খুবই লাজুক-লাজুক মুখে নতুন চমৎকার নামটি পাওয়ার আশায় বললাম, ' না। কিসের আপত্তি।' তরুণীটি তখন উৎফুল্ল ভঙ্গীতে বললেন, 'চেহারা দেখেই আপনার নতুন নাম নির্বাচন করা হয়েছে। এখন থেকে আপনাকে টিপুর বদলে ডাকবো 'বাটার বন' বলে।' আমি তো সম্পূর্ণ হতভম্ব। মুখ থেকে লাজুক-লাজুক হাসি মিলিয়ে গেল। সেই হতভম্বভাব কাটতে না কাটতেই আরেক তরুণী সেট করে একটি খাতা মেলে ধরে বললেন, 'দিনতো মিঃ বাটার বন চটজলদি একটা অটোগ্রাফ দিন তবে টিপু নামে অটোগ্রাফ দিতে পারবেন না। আমাদের দেয়া বাটার বন নামেই অটোগ্রাফ দিতে হবে কিন্তু হ্যাঁ। তখন আমার কেমন লাগছিলো এবার আপনারাই কল্পনা করে নিন।

ব্যান্ড তারকাদের ফেলে আসা শৈশব

শৈশব। জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় সময়। হাজারো ঘটনায় গড়ে ওঠে শৈশব। দুঃখের হোক, আনন্দের হোক পরবর্তী জীবনে এই ঘটনাই হয়ে ওঠে মধুর স্মৃতি। পুরনো অ্যালবাম খুলে শৈশবের ছবি চোখের সামনে মেলে ধরলে স্মৃতির সেলুলয়েডে ভেসে ওঠে সেই সব ঘটনা। জনপ্রিয় ব্যান্ড তারকাদের এ রকম কিছু ঘটনা সংঘবদ্ধ করেছেন ফেরদৌসুর রহমান বাপ্পী

নকিব খান: রেনেসাঁ

বয়স তখন পাঁচ-ছয় বছর হবে। বাসার সবাই মিলে গেছি গ্রামের বাড়ি বেড়াতে। বাড়িতে আমার বয়সী অনেক ছেলেপেলে। এই বয়সে বন্ধুত্ব হতে দেরি হয় না। আমারও হলো না। শুধু বাড়ির ছেলেদের সাথেই না গ্রামের আরো অনেক ছেলেপেলেদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি খাতির হয়ে গেল। সকাল থেকে বিকেল অবধি পুরো গ্রাম চষে বেড়াচ্ছি। কখনো খেলছি ডাংগুলি, কখনো ঝাঁপিয়ে পড়ছি পুকুরে। গ্রামের প্রায় বাড়িই আমাদের আত্মীয়দের। মোটামুটি সবাই চেনাজানা। সেই সব বাড়িতে ঘুরি ফিরি, খাই দাই। আমাদের ছেলেপেলেদের প্রায়ই বিভিন্ন প্ল্যান থাকে। একদিন প্ল্যান হলো আম চুরি করবো। জৈষ্ঠ্য মাস। গাছে গাছে পাকা আম। দারুণ মিষ্টি। দূর থেকে দেখলেই জিভেয় পানি আসে। আম চুরি করবো ভাল কথা। কিন্তু কোন বাগানের আম চুরি করবো? সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করে ঠিক করলাম দক্ষিণের আম বাগানে হামলা করবো।

– কখন?

– গভীর রাতে। যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকবে।

যেমন কথা তেমন কাজ। রাত একটু গভীর হতেই দলের ছেলেপেলেরা একজোট হলো মাঠে। সেখান থেকে মার্চ করে সোজা ওই আম বাগানের দিকে। 'দি আম বাগান অপারেশন'। বাগানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারিদিকে ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ। পায়ের নিচে শুকনো পাতা পড়লেই খসখস আওয়াজ। ভয়াবহ পরিবেশ। দারুণ ডানপিটে বটে তবে এমন অন্ধকারে এসে সবাই কেমন যেন একটু



সদ্য কৈশোর পেরোনো তরুণটিই হচ্ছেন নকিব খান

চুপসে গেছি। হালকা ভয় ভয় করছে। হাত পা কাঁপছে। মনে মনে মন্ত্র পড়ছি। ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি' আল্লা রসুল সঙ্গে আছে, আমার করবি কি। একবার করে মন্ত্র পড়ি আর বুকে তিনবার ফুঁ দেই।

দেখতে দেখতে গাছের কাছে চলে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন উঠে পড়লো গাছে। মগডালে উঠে আম ছিড়ে ছিড়ে ফেলতে লাগলো নিচে। আর শুরু করলাম কুড়ানো। আহ্। সব বিশাল সাইজের আম। গন্ধটা কি দারুণ। খুব মজা হবে। আম চুরির আনন্দে বিভোর আমরা ভয়ের কথা মনেই নেই। হঠাৎ একটা শেয়াল খুব কাছ থেকেই বিকট ডাক দিলো। সেই ভয়াবহ ডাক শুনে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। এতই ভয় পেলাম সবাই হাউমাউ করে চিৎকার। ও বাবাগো মাগো। আমাদের চিৎকার শুনে আমবাগানের মালিক জেগে উঠলেন। বুঝে ফেললেন বাগানে চোর। দৌড়ে এসে জাপটে ধরলেন আমাদের।

– দেখি বদমায়েশ চোরগুলোর চেহারা।

তাকালেন আমাদের চেহারার দিকে।

– একি! তোরা।

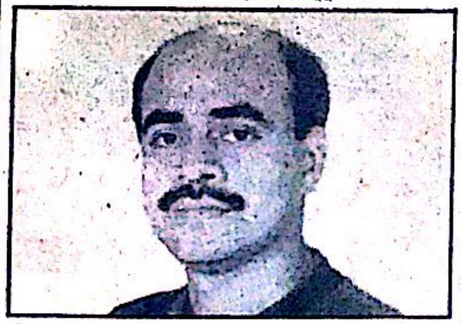
ভারী লজ্জা পেয়ে গেলেন আমবাগানের মালিক। আসলে মালিক ছিলেন আমাদেরই আত্মীয়। তিনি ভাবেননি আমরাই চুরি করতে এসেছি। আমাদের দেখে লজ্জা পেয়ে বললেন,

–ছিঃ ছিঃ। এই জিনিস চুরি করতে হয়? আমাকে বললেই হতো। সব পেড়ে দিয়ে দিতাম। যাও, যত ইচ্ছে আম নিয়ে যাও। কে আর আম নিতে যায়। ভারী লজ্জা পেয়েছি আমরা। এমন একটা অপ-কর্মের জন্য নিজের ওপর দারুণ রাগ হলো। এরপর বহুদিন ওই আত্মীয়র সাথে দেখা হলেই আমি ভারী লজ্জা পেতাম। মনে পড়ে যেত সেই 'দি অপারেশন আম চুরি'।

এ সময়ের নকিব খান



বর্তমানে আশিকুজ্জামান টুলু



আশিকুজ্জামান টুলু: আর্ক

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। আমার বয়স আট কি নয় বছর। আমরা ঢাকার সিদ্দীক বাজারের বাসা ছেড়ে পালিয়ে গেলাম মাগুড়ায়। নকুল নামের গ্রামে। আমার বাবার নাম আর্মির তালিকায় ছিল। তাই পালাতে হলো। সেসময় বোবা বন্য হলো ওখানে। চারিদিকে পানি। এরই মধ্যে বিভিন্ন খবর শুনি। আজকে ওই গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। কাল ওমুক গ্রামের সবাইকে মেরে ফেলেছে।

বেশ কিছু হিন্দু পরিবার নৌকা করে এলো আমাদের গ্রামে। সব ফেলে পালিয়ে চলে এসেছে তাঁরা। ভারতে চলে যাবে। আমাদের বাসায় কয়েক-জনকে আশ্রয় দেয়া হলো। অন্যদের বাসায় বাকীরা রইলেন। ক'দিন পর তারা চলে গেলেন ভারতে।

হঠাৎ একদিন খবর পেলাম আমাদের গ্রামের দিকে আর্মি আসছে। সবাই ভীত হয়ে উঠলাম। সঙ্গে যা নেয়া যায় তাই নিয়ে বাসার সবাই চলে গেলাম ফরিদপুরে। ওখানে আমাদের এক আত্মীয়ের বাসায় রইলাম বেশ কিছুদিন। আব্বা খবর আনলেন আর্মি চলে গেছে আমাদের গ্রাম ছেড়ে। আমরা আবার সব কিছু গুটিয়ে নিয়ে রওনা দিলাম মাগুড়ার দিকে। আসার পথে একটা জায়গায় নৌকা করে আসতে হয়। আমাদের বাসার সবাই নৌকায় উঠলাম। তখন বিকেল হয়ে গেছে। মাঝ নদী বরাবর নৌকা চলছে। হঠাৎ করে আকাশ অন্ধকার হয়ে এলো। আকাশ জুড়ে কালো মেঘ। একটু পরেই প্রচন্ড গর্জনসহ শুরু হলো ঝড়। প্রবল ঝড়। আমাদের নৌকা মাঝনদীতে। ভীষণ ঝড়ের ফলে বড় বড় ঢেউ



এই শিশুটিই আর্কের প্রতিষ্ঠাতা আশিকুজ্জামান টুলু

উঠেছে। সেই ঢেউয়ে নৌকা টালমাটাল। ভয়াবহ অবস্থা। নৌকায় একটু একটু করে পানি উঠেছে। প্রচন্ড বৃষ্টির সাথে বড় ঢেউ। আমরা নিশ্চিত হয়ে গেলাম, নৌকা ডুবে যাচ্ছে। বাঁচার আর কোনো উপায় নেই। এমন সময় নদীর মাঝে এক ছোট চরে আমাদের নৌকা আটকালো। আমরা তাড়াতাড়ি নেমে দাঁড়ালাম সেই চরে। নৌকা বেধে রাখা হলো। ঝড় তখনো চলছে। প্রায় তিন ঘন্টা ঝড়ের তান্ডব চললো। রাত আটটার দিকে ঝড় আস্তে আস্তে থামলো। আমরা আবার নৌকা নিয়ে বাড়ির দিকে চললাম। সেদিন ঝড়ে নৌকার বুকে আমি এমন ভয় পেয়েছিলাম যে, আজও আমি নৌকায় উঠি না।

মাকসুদ: ফিডব্যাক

এটা আমার তিন বছর বয়সের সময়কার ঘটনা। তখন আমি বেশ নাদুস নুদুস ছিলাম। বয়সের তুলনায় লম্বাও ছিলাম বেশি। আমার এক বছরের বড় বোন নীনা। আমি এত লম্বা চওড়া ছিলাম, মনে হত আমি নীনার চেয়ে অনেক বড়। পিঠাপিঠি ভাইবোন থাকলে যা হয়। সারাক্ষণ দৌড়াদৌড়ি,

"কিশোর তারকালোক" জুলাই ১৯৯৪



আশিকুজ্জামান টুলু

হায়াত ও আজিজুল হাকিম।
চলচ্চিত্রঃ তেমন কেউ নেই।
ব্যান্ডঃ সবাই।

টিপু
(ভোকাল –অবস্কিউর)

টিভিঃ আসাদুজ্জামান নূর, আলী যাকের ও শমী কায়সার।
চলচ্চিত্রঃ চম্পা, নাঈম ও মৌসুমী।
ব্যান্ডঃ রেনেসাঁর নকীব খান ও পিলু খান, ফিডব্যাকের মাকসুদ এবং মাইলসের মানাম আহমেদ।

মানাম আহমেদ
(কী–বোর্ডিস্ট –মাইলস)

টিভিঃ আফজাল হোসেন এবং মমতাজউদদীন আহমদ।
চলচ্চিত্রঃ দেশে আনোয়ার হোসেন এবং বিদেশে নাসিরুদ্দিন শাহ্।
ব্যান্ডঃ দেশে কেউ নেই। বিদেশে নিকরোড, কিথ জেরেট।

মিল্টন আকবর
(ড্রামার –এল. আর. বি)

টিভিঃ আফজাল হোসেন, হুমায়ূন ফরিদী, ফেরদৌসী মজুমদার এবং আবদুল্লাহ–আল মামুন।
চলচ্চিত্রঃ শওকত আকবর এবং দেশের সবাই। বিদেশে টম ক্রুজ, সিলভেস্টার স্ট্যালোন, পল নিউম্যান এবং ক্লিন্ট ইস্টউড।
ব্যান্ডঃ স্টিভ গ্যাট, লারস্ অলরিচ, ওমার হাকিম, ম্যাম স্টিভ, স্যাটরানি, কার্মাল, রেনেসাঁর পিলু খান, প্রয়াত হ্যাপি, ওয়ারফেজের রাসেল, মাইলসের মানাম আহমেদ এবং এল. আর. বি–র আইয়ুব বাচ্চু।

পিলু খান (ড্রামার –রেনেসাঁ)

টিভিঃ আফজাল হোসেন এবং আসাদুজ্জামান নূর।
চলচ্চিত্রঃ দেশে নেই। বিদেশে আল পাসিনো এবং সোফিয়া লরেন।
ব্যান্ডঃ রেনেসাঁর বগী। বিদেশে স্টিভ গ্যাড। □

–মারুফ আহমেদ

মিল্টন আকবর



তা
র
কা
সং
খ্যা

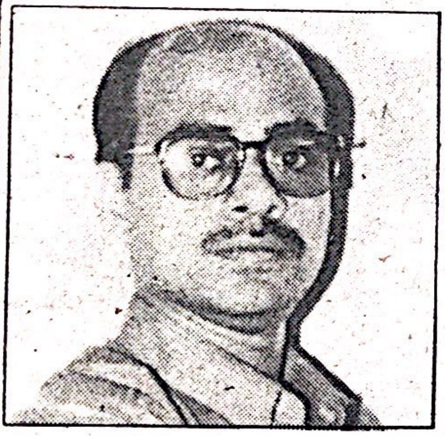
Scanned with CamScanner

নানা মুনির নানা মত

লটারীতে দশ লাখ টাকা পেলে

ধরাযাক, কোন এক বন্ধু জোর করে আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি লটারীর টিকেট আপনাকে ধরিয়ে দিলো। কিছুদিন পর ভুলে গেলেন টিকেটের অস্তিত্ব। একদিন প্রখর রোদে ক্লান্ত হয়ে খিটমিটে মেজাজে বাড়ী ফিরে দেখলেন বাসা ভর্তি লোকজন। কি ব্যাপার? না কোন দুর্ঘটনা নয়। লটারী কমিটির লোকজন আপনার টিকেটটিকেইকে একমাত্র বিজয়ী টিকেট হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এই লটারীর মূল্যমান দশ লাখ টাকা। কড়কড়ে একশ আর পাঁচশ টাকার মেলানো দশলক্ষ টাকা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। কেমন হবে তখন আপনার প্রতিক্রিয়া? কিভাবেইবা খরচ করবেন টাকাগুলো?

আপনার মনের ইচ্ছাগুলো আমরা না জানতে পারলেও আপনাদের প্রিয় ব্যান্ড শিল্পীদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে আর কিভাবে তারা টাকা গুলো খরচ করবেন তা জানাতে এ প্রতিবেদনটি রচনা করেছেন ফেরদৌসুর রহমান



আশিক উজ্জামান টুলুঃ আর্ক

লটারী এবং পাশাপাশি দশলাখ টাকা পুরো ব্যাপারটি বেশ শিহরণ জাগায় মনে। ভাবতে ভীষণ ভাললাগে ১০০ টাকার বান্ডিলে ভরপুর ১০ লাখ টাকা। কি অদ্ভুত একটা গন্ধ। মিষ্টি আমেজ। সম্পূর্ণ রঙ্গীন ও নাচে গানে ভরপুর স্বপ্ন জাগে মনে। ইচ্ছে করে আশে পাশের সবার সাথে কথা বলা কমিয়ে দেই কারণ প্রচুর টাকার মালিক হলে কথা কম বলতে হয়। ইচ্ছে করে বিজ্ঞের মত চারিদিকে তাকাই এবং 'কোন কিছুই কোন ব্যাপারই না" এমন একটা ভাব দেখাই।

আসলে ১০ লাখ টাকা পেলে যা করবো তা সবার কাছে পছন্দ নাও হতে পারে বিধায় যা পছন্দ হবে তাই করবো–যেমন এক লাখ টাকা ফকিরদের দিব, ৩ লাখ টাকা কোন এতিমখানায় দেব, বাকী ৭ লাখ টাকার খিচুড়ী রেধে গরীবদের খাইয়ে দেবো যা কিনা হিন্দী ছবিতে হয়ে থাকে।

সত্যি কথা বলতে উপরের কোনটাই করবো না লটারীতে দশ লাখ টা৷ পেলে দশটা পদক্ষেপ নেবো। প্রথম পদক্ষেপ এক লাখ টাকা আমি এই প্রতিবেদনের প্রতিবেদক জনাব বাপ্পীকে দিবো এবং অনুরোধ করবো তিনি যেন এ জাতীয় টাকা প্রাপ্তি সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন অথবা অফার নিয়ে না আসেন কারণ এতে মনে এক ধরণের হেলুসিনেশন কাজ করে। মনে অস্বাভাবিক খুশীর বন্যা দেখা দেয়। ড্যাম কেয়ার ভাবটা চাড়া দেয়। পারিপার্শিক স্বাভাবিক কাজকর্মে ভীষণ ব্যাঘাত ঘটে। বাজাতে গিয়ে কর্ড ভুল হয়। "যারে দেখি লাগে ভাল" ব্যাপারটা মনে বার বার আসে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ আরো একলাখ টাকা অগ্রিম সম্মানী হিসেবে প্রখ্যাত কি বোর্ডিষ্ট মানাম আহমেদকে দিবো যাতে তিনি আমাকে কিবোর্ড শেখাতে সম্মতি দেন। তৃতীয় পদক্ষেপ এক লাক টাকা সারগামের বাদলকে দেবো যেনো তিনি তার মোচগুলিকে টেনে টেনে না উঠিয়ে একবারে শেভ করে ফেলতে পারেন। চতুর্থ পদক্ষেপে এক লাখ টাকা আমার, রেনেসার মোটো ও মাইলসের টুকনের মাথায় নতুন করে চুল গজানোর পদক্ষেপে অর্থাৎ চুল প্ল্যানটেশন বাবদ খরচ করা হবে। সেক্ষেত্রে বাইশ হাজার পিস চাইনিজ ওয়ান ও ওয়ান ক্রয় করা হবে সরাসরি চায়না থেকে হোলসেল রেটে টেন্ডারের মাধ্যমে।

পঞ্চম পদক্ষেপে আর এক লাখ টাকা দিশা অথবা আরব আলীকে দিব যারা ষ্টেজ লাইট ও স্মোকিং মেশিন হ্যান্ডেল কর থাকেন। যাতে করে তারা যেন স্মোকিং মেশিনের জন্য প্রচুর কেমিক্যাল কিনতে পারেন। কারণ কনসার্টে দেখা যায় ফুশ করে একবার মাত্র এক ঝলক ভেজাল মিশ্রিত ধোয়া দেখা গেলো তারপরই নাই। এতে শ্রী বৃদ্ধি না হয়ে যেন মনে হয় ইলেট্রিক তারে সর্ট সার্কিট হয়েছে। ঐ রকম স্মোকিং মেশিন না ব্যবহার করে বরং পাঁচশত টাকার আগরবাতি ধরিয়ে দিলে স্মোকও হবে পাশাপ্যাশি ধর্মীয় চেতনাও জাগ্রত হবে।

ষষ্ঠ পদক্ষেপ এক লাখ টাকা খরচ করা হবে সঙ্গীতাঙ্গন পত্রিকার কাউন্টার হিসেবে নৃত্যাঙ্গন নামে পত্রিকা প্রকাশ করে। সপ্তম পদক্ষেপে আরও একলাখ টাকা দেওয়া হবে নিলয়কে যাতে সে তার পুরানো কালো টুপির পরিবর্তে একটা নতুন কালো টুপি ক্রয় করে।

অষ্টম পদক্ষেপে চাইমের সুমনকে এক লাখ টাকা দিব যাতে সে "পাঁচ আটে চল্লিশ" ব্যবসায় এই পুরো এক লাখ টাকা খাটিয়ে রেষ্ট অফ দা লাইফ পুরো টাকা মার খাওয়ার কষ্টে কাটিয়ে দিতে পারে।

নবম পদক্ষেপে ফিড ব্যাকের মাকসুদকে একলাখ টাকা দিব যাতে তিনি তার সাউন্ড সিসটেমের ভাড়া আরও বৃদ্ধি করেন। অতঃপর আমার সিসটেমের ভাড়া সামান্য কমিয়ে দেবো–ব্যবসা ভালই হবে।

দশম পদক্ষেপ–উপরোক্ত সব কাজ শেষ করে এক লাখ টাকা নিয়ে বাসায় ফেরার সময় ছিনতাইকারী দেখামাত্র টাকার নতুন বান্ডিলের ষ্টেপলার পিন খুলে উড়িয়ে দেব টাকাগুলি। ছিনতাইকারীদের কাছে টাকার মূল্য বেশী সেহেতু তারা টাকা কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এই ফাকে আমি ১০০ মাইল স্পিডে রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যাবো।

"সঙ্গীতাঙ্গন" ফেব্রুয়ারী ৯৩

Scanned with CamScanner

ব্যান্ড অঙ্গন

নব্বই দশকের প্রতিনিধি আর্ক

অনিন্দিতা তাসফিয়া

নূহ (আঃ)-এর সময় মহাপ্লাবনে সমগ্র পৃথিবী ডুবে যায়, শুধুমাত্র বিশ্বাসী মানুষেরা নূহ (আঃ)-এর নৌকা অর্থাৎ আর্কে (ARK) উঠে জীবন রক্ষা করে। ইংরেজী শব্দ আর্কের আরেকটি শাব্দিক অর্থ হল বিপদ বা সমস্যা থেকে উদ্ধারকারী উপায়। ১৯৯১ সালের জানুয়ারীতে এক সংকটকালীন সময়েই ব্যান্ড 'আর্ক'-এর জন্ম। 'আর্ক' হয়ত আর দশটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের মত মানুষকে কোন বিপদ বা সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না তবে তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে শ্রোতাদের কাছে বদ্ধপরিকর।

মনে করুন, আপনি একটি অজানা নৌকায় অজানা নদীতে ভেসে যাচ্ছেন। কখন



আর্কের বর্তমান সদস্যরা পঞ্চম, হাসান, টুলু, বিজু ও টন্টি

আপনার নৌকা আপনাকে কোথায় কিভাবে নিয়ে যাবে? আপনি জানেন না, জানেন না নদীর কোথায় কি রকম চরিত্র? এ রকম অ্যাডভেঞ্চারের কথা কি কখনো আপনার মাথায় এসেছে। এসে থাকলে আপনি আর্কের সাথে একটি নৌকায় চলে এমন এক অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ুন। এটা আপনার জীবনকালের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হতে পারে-অন্তত স্বতন্ত্র সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশের প্রথম সারির যে ক'টি ব্যান্ড রেকর্ডিং-এ বা স্টেজ পারফর্মেন্সে তাদের দক্ষতার ছাপ রাখতে পেরেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল আর্ক। বাংলাদেশের আধুনিকতম এই সাঙ্গীতিক ধরনকে উন্নয়ন করতে এই ব্যান্ডের সদস্যদের গবেষণার অন্ত নেই। সব সময়ই তারা সুর, কথা কম্পোজিশনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে তাদের সপ্রতিভ উপস্থিতির প্রমাণ রাখছেন। আর্কের দুটো ক্যাসেট বাজারে এখনো রয়েছে। এছাড়া তাদের স্টেজ পারফর্মেন্সও উল্লেখ করার মত। স্টেজে তাদের দক্ষ উপস্থিতি তরুণ, কিশোরদের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে। এ পর্যন্ত আর্ক ত্রিশোর্ধবার স্টেজে পারফর্ম করেছে। তাদের সব স্টেজ পারফর্মেন্সই সাফল্য লাভ করেছে।

বাংলাদেশের টেলিভিশনেও আর্ক ব্যান্ড কয়েকবার পারফর্ম করেছে। ফিরোজ মাহমুদ প্রযোজিত ব্যান্ড শো'তে যতবারই তারা পারফর্ম করেছেন ততবারই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষ করে তাদের দ্বিতীয় ক্যাসেটের একাকী, গুরু ও পাগল মন গানগুলো এর মধ্যে অন্যতম। গানগুলোতে বিশেষ রকম শোম্যানশীপ থাকাতে দর্শকদের মধ্যে এগুলো বিশেষভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

আর্ক ব্যান্ডের বর্তমান লাইনআপ পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে। এরা হলেন আশিকুজ্জামান টুলু, হাসান, রহমান, রিদওয়ান চৌধুরী পঞ্চম, বিজু ও টন্টি।

আর্কের ব্যান্ড লিডার হলেন আশিকুজ্জামান টুলু। অত্যন্ত অভিজ্ঞ মিউজিশিয়ান তিনি। সংগীতাঙ্গনে তার পদচারণা এক যুগেরও উপরে। তার সঙ্গীতে আসার পেছনে তার পৈত্রিক ঐতিহ্য রয়েছে। দেশের ধ্রুপদী সঙ্গীতের এক প্রধান ব্যক্তিত্ব মরহুম মুন্সী রইসউদ্দীন তার বাবা। আশিকুজ্জামান টুলু তার ব্যান্ড জীবন শুরু করেন দেশের অন্য

১৪-এর পাতায় দেখুন

Daily Inquilab Aug 8/97

Scanned with CamScanner

"পূর্ণিমা" ৭ সেপ্টেম্বর, ৯৪
বনানীর কনসার্ট গোলযোগ

বড় শহরগুলোতে যেখানে এ ধরনের বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো হয়ে থাকে এবং প্রচুর দর্শকের সমাগম ঘটে সেখানে অন্তত একটি করে উপযুক্ত মিলনায়তন অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও ওপেন এয়ার কনসার্টের ক্ষেত্রে স্টেডিয়ামগুলো এবং নির্ধারিত কিছু কিছু মাঠ, সাধারণ পার্ক চিহ্নিত করা দরকার। সর্বোপরি, ২ তারিখের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যান্ডগুলো এবং সঙ্গীতানুরাগীদের অত্যন্ত সচেতন হওয়া দরকার। বিশেষতঃ কনসার্টের আয়োজক অর্থাৎ উদ্যোক্তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যান্ডগুলোর সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়ে শো করা প্রয়োজন।'

ওদিকে 'বামবার' প্রাক্তন সভাপতি মাকসুদুল হক (ফিডব্যাক-এর ভোকাল) তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন ঃ "পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে দুঃখজনক এবং হতাশার। আমার কথা হল বামবা যা বলেছে আমাদেরও তাই মত। ব্যান্ড সঙ্গীতের হৃদপিণ্ড থেকে আমরাও দূরে নই। এটা দুঃখজনক, আর যারা সেদিন ঐ ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের শুধু এতটুকুই বলবো,- 'তোমরা যদি ভেবে থাকো কিছু স্পীকার ভেঙ্গে তারুণ্যের স্পন্দনকে রূদ্ধ করা যাবে তবে ভুল করছো।' এই মুহূর্তে ব্যান্ড সঙ্গীতের এ দুর্দিনে বামবার সাথে একাত্মতা ঘোষণা না করা ফিডব্যাকের জন্য একটি অমার্জনীয় অপরাধ হবে। তাই বামবার সাথে সম্পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করছি। যদিওবা বামবার সদস্যপদের জন্য আমাদের কোন আগ্রহই নেই।" এছাড়াও বিভিন্ন ব্যান্ডের আরও অনেক সদস্য তাদের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন এ প্রতিবেদকের কাছে। তারা সবাই এক কথায় এ ভাঙচুরের ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

শেষ কথা

সম্পূর্ণ ঘটনা বিশ্লেষণ করলে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। কারণ, গুলশান থানার খুব কাছে বনানীস্থ ১৮ নং রোডের ইয়ুথ ক্লাবে কনসার্টের প্রস্তুতি চলছে বেশ ক'দিন ধরে, অথচ কিভাবে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল? গুলশান থানা বলছে উল্লিখিত কনসার্টের কোন অনুমোদন ছিল না। তাহলে ওখানে 'আসওয়া' কিভাবে সবকিছুর আয়োজন করল। তাদেরকে শুরুতেই বাধা দেয়া উচিত ছিল না? তাহলে অন্ততঃ এতবড় ক্ষতির সম্মুখীন কাউকে হতে হত না। আয়োজকদেরও উচিত ছিল শেষ সময় দর্শকদের উদ্দেশ্যে কনসার্ট না হবার কারণটি পরিষ্কার করে বলা। এবং একই সাথে তাদের পরবর্তী পরিকল্পনার কথা জানানো। কিন্তু ঐ সময় আয়োজকদের পাত্তাই পাওয়া যায়নি। কারো কারো মতে, যদি ব্যান্ডের সদস্যরা যেমন- আইয়ুব বাচ্চু (এলআরবি) কিংবা জেমস (ফিলিংস) দর্শকদের শান্ত হতে অনুরোধ করতেন তবে ঐ ভাঙচুরের ঘটনা এড়ানো যেত। কিন্তু কনসার্ট হচ্ছে না দেখে ব্যান্ডগুলো ফেরত চলে যাওয়ায় এটাও সম্ভব হয়নি। যাইহোক, ইতিমধ্যেই টিকিট বিক্রয় কেন্দ্রগুলো থেকে টিকিটের টাকা ফেরত দেয়া হচ্ছে। টিকিটের টাকা ফেরত সংক্রান্ত ব্যাপারে 'আসওয়া' থেকে একটি বিজ্ঞাপন পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে। তবে একটি টিকিট বিক্রয়কারী স্ন্যাক্স বার এ প্রতিবেদককে জানায়, আগামীতে তারা আর কোন কনসার্টের টিকিট বিক্রয় করবেন না। দর্শকরাও সময় নষ্ট করে কনসার্ট দেখতে এসে এভাবে প্রতারিত হবার ফলে কনসার্ট দেখার আকর্ষণ হারাচ্ছে। এভাবে ব্যান্ড মিউজিকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে ধীরে ধীরে। ওদিকে আসওয়ার একটি প্রেস কনফারেন্স করবার কথা থাকলেও এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। [illegible] তারা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি পত্রিকা অফিসগুলোতে পাঠিয়েছে বলে জানাগেছে। তবে আমাদের হাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পৌছায়নি। এ সমস্ত ব্যাপার নিয়ে 'বামবা' গত ৩ সেপ্টেম্বর উক্ত কনসার্টটির আয়োজক, সাউন্ড সিস্টেম ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন ব্যান্ডকে নিয়ে মিটিং করেছে। তাদের কাছে এখনও পুরো ঘটনাটা ঘোলাটে। ওদিকে প্রতারিত দর্শক-শ্রোতারা জানতে চান আসলে কেন ঐ কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হল না। এ ব্যাপারে সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের সাব্যস্ত করা প্রয়োজন। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই কনসার্টটি ভন্ডুল হবার মূল কারণ উদ্‌ঘাটিত হবে।

—শাদ টিংকু

ঘটনা সম্পর্কে মহানগর পুলিশ

ঢাকা মহানগর পুলিশের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত শুক্রবার (২ সেপ্টেম্বর) 'আসওয়া' (অম্লান সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন) নামের একটি সংগঠন বনানী ইয়ুথ ক্লাব মাঠে 'কনসার্ট' (ব্যান্ড সংগীত) আয়োজনের প্রয়াস চালায়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত 'কনসার্ট'-এর আয়োজন করা এবং এ উদ্দেশ্যে টিকিট বিক্রির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করার অবৈধ কর্মে পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বারবার সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও তারা তাতে কর্ণপাত না করে নগরীর বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক টিকিট বিক্রয় করে। যথারীতি ঐ তারিখে বিকেল তিনটা থেকে বনানী ইয়ুথ ক্লাব মাঠে বিপুল লোক সমাগম হতে থাকে। শেষ মুহূর্তেও উদ্যোক্তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেতে ব্যর্থ হলে তারা উপস্থিত বিপুলসংখ্যক শ্রোতাকে এ বিষয়ে কোনো-প্রকার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ প্রদান না করে অনুষ্ঠানস্থল হতে গা ঢাকা দেয়। এতে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত বিপুলসংখ্যক শ্রোতা উত্তেজিত হয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পুলিশ তাদের ঘটনাস্থল থেকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরে উত্তেজিত উচ্ছৃঙ্খল জনতা খন্ড খন্ডভাবে বনানীর কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ ও আবাসিক এলাকায় ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে কয়েকটা বাড়ির কাঁচের জানালা ভাঙচুর এবং গুলশান ও কাকলী ক্রসিং-এ কয়েকটি গাড়ীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ মোট ২০ ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল হতে গ্রেফতার করে। জন নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা ও সম্পত্তি বিনষ্ট করার অভিযোগে গুলশান থানায় একটা মামলা দায়ের করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পেক্ষিতে অপর একটি মামলাও রুজু করা হয়েছে।



ধানমন্ডিস্থ মহিলা কমপ্লেক্সে 'বামবা' আয়োজিত একটি কনসার্টের দৃশ্য। শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত এ কনসার্ট প্রায় ১০ হাজার দর্শক উপভোগ করে

Scanned with CamScanner



১৯ জন শিল্পীর 'শুধু তোমার জন্য'

এরশাদুল হক

চার-পাঁচ মাস আগে অরবিট স্টুডিওতে 'আর্ক' ব্যান্ডের লিডার জনপ্রিয় সুরকার আশীকউজ্জামান টুলুর সুর ও সংগীতে একটি ডুয়েট ক্যাসেটের কাজে হাত দেন। প্রচুর মেধা, শ্রম আর অর্থ খরচ করে তিনি দেশের জনপ্রিয় অনেক শিল্পীকে জড়ো করেছেন অরবিট স্টুডিওতে। সেখানে প্রায় দু'মাস ধরে রেকর্ডিং চলে। প্রতিটা গানই ডুয়েট। কণ্ঠশিল্পীরা হলেন রফিকুল আলম, আবিদা সুলতানা, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, খালিদ হাসান মিলু, তপন চৌধুরী, শাকিলা জাফর,

১৬-এর পাতায় দেখুন

"দৈনিক ইনকিলাব"
শুক্রবার ২৪ আষাঢ়, ১৪০১ বাং.
জুলাই ৮. ১৯৯৪ ইং

Scanned with CamScanner

।।আনন্দ বিচিত্রা।।
১৮৩ [illegible] ১৬-২২ আগস্ট ১৯৯৪

মনে পড়ে গেল, তোমার চোখে চোখ, তোমাকে পেয়েছি বলে, সুখ মোড়ানো, একটা গোধূলী, তুমি কেন এতো, মিষ্টি লগন, আমার একটা আকাশ, ঘুমন্ত রাত্রিটা। এই রোমান্টিক গানগুলির সংগীতায়োজন শ্রুতিনন্দন। কয়েকটির বেলায় দারুণ কথাটি খাটে। যেমন, তুমি আমার, নিঝুম রাতের, একটা গোধূলী, সুখ মোড়ানো, মনে পড়ে গেল, তোমার কি কখনো। সংগীত পরিচালনা করেছেন আশিকউজ্জামান টুলু।

এসো এসো আমার ঘরে

এটি রবীন্দ্র সংগীতের ক্যাসেট। শিল্পী ফাহীম হোসেন চৌধুরী। মোট চৌদ্দটি গানের সংকলন। গানগুলি হচ্ছে এসো এসো আমার ঘরে, এমনি করে যায় যদি দিন, আমি কি গান গাব যে, ও জোনাকি কি সুখে ওই, জীবনে আমার যত আনন্দ, প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, সেই ভালো সেই ভালো, দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার, অনেক কথা বলেছিলেম, মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে, নিশীথে কী কয়ে গেল মনে, তুমি কোন ভাঙনের পথে, সখী ভাবনা কাহারে বলে এবং আমার প্রাণের পরে। বহুলশ্রুত এই গানগুলি শিল্পীর গায়কীগুণে নতুন মাত্রা পেয়েছে। আমাদের এখানে রবীন্দ্র সংগীতে স্বস্তিদায়ক কণ্ঠের সংকটকালে ফাহীম হোসেন চৌধুরীর উপস্থিতি শ্রোতাদের কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে। এই তরুণ শিল্পীর গান শুনে তাই মনে হয়। সংকলনের সংগীতায়োজন ও রেকর্ডিং মানও চমৎকার। কলকাতার একটি স্টুডিওতে রেকর্ড করা













এই গানগুলির সংগীত পরিচালনা করেছেন অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

হ য ব র ল

এটি র‍্যাপ গানের ক্যাসেট। সংকলনে রয়েছে মোট বারোটি গান। ক'পিঠে ছয়টি; খালাম্মা, বিয়ে, বাস, এদেশের মেয়ে, তিন কংকাল, বাজার। খ' পিঠের ছয়টি হচ্ছে ইচ্ছে হয়, জমানা, ইয়ো ইয়ো, ভাললাগে সকাল, বায়োডাটা। গেয়েছেন পাঁচ তরুণ গায়ক। পার্থ, চারু, আশরাফ বাবু, সুমন, পলাশ। ক্যাসেটের নামের মতো গানগুলির বিষয় নানানরকমের। তবে কয়েকটি গানে তরুণ কণ্ঠের উচ্ছলতা সঙ্গে ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্রের লাগামহীন ব্যবহার বাড়াবাড়ি ঠেকে। গায়করা বুঝি বলবেন র‍্যাপ বলে কথা! সংকলনের সংগীতকার হলেন পার্থ। পপ সংগীত ও র‍্যাপ ভক্তরা ক্যাসেটটি সংগ্রহ করতে পারেন।

সেরা দশ

এ মাসের জনপ্রিয় ১০টি অ্যালবাম
১. শুধু তোমার জন্যঃ বিভিন্ন শিল্পী
২. আমার পৃথিবীঃ তপন চৌধুরী
৩. হ য ব র লঃ র‍্যাপ (পাঁচ শিল্পী)
৪. চন্দ্রিমা রাতেঃ ঝুমু খান
৫. বায়ুচরাঃ র‍্যাপ গান (চার শিল্পী)
৬. বঙ্গাব্দ ১৪০০ঃ ফিডব্যাক
৭. রবীন্দ্র সংগীতঃ পাপিয়া/বন্যা/সাদি
৮. নয়নে আসে না ঘুমঃ বেবী নাজনীন
৯. হৃদয়ের ময়না তদন্তঃ কুমার বিশ্বজিৎ
১০. প্রেম ও প্রকৃতিঃ বন্যা/সাদি

সূত্রঃ গীতাঞ্জলি, এলিফেন্ট রোড

হিন্দি ছবির জনপ্রিয় ১০টি গান
১. এক লাড়কি কো দেখাঃ ১৯৪২ অ্যা লাভ স্টোরি
২. তু চিজ বাড়ি হায়ঃ মোহরা
৩. দিদি তেরা দেওয়ার দিওয়ানাঃ হাম আপকে হায় কোন
৪. চুরাকে দিল মেরাঃ মে খিলাড়ি তু আনাড়ি
৫. নজর মে তুঃ আন্দোলন
৬. আম্মা দেখঃ স্ট্যান্টম্যান
৭. তেরে বিনমে কুছঃ নারাজ
৮. তুমসে মিল নাঃ আমানত
৯. কেয়া তুম মুঝেঃ নাজায়েজ
১০. ধীরে ধীরে আপ মেরেঃ বাজী

পতঙ্গে...

এটি আবৃ[...] সংকলনটি [...] কবি আসাফ[...] কাব্যগ্রন্থ পত[...] থেকে পনরটি [...] আবৃত্তি দিয়ে। [...] দিয়েছেন পশ্চিম[...] দু'জন নামী আবৃত্তি[...] প্রদীপ ঘোষ এবং [...] ঘোষ। সংকলনের ক'[...] কবিতার নাম হচ্ছে আজকাল, অনেক দেখলাম, একটি জিজ্ঞাসা, উদাস অনুপস্থিতি, পতঙ্গের শ্লোক, তোমার কি মনে পড়ে, গুলাম আলীর গজল মেহফিল, সোনালী পুঁটি, ইচ্ছে আমারো ছিল। গাঢ় জীবন বোধে ও মমতায় আচ্ছন্ন করা কবিতাগুলি আবৃত্তিকার দু'জনের কণ্ঠে হয়েছে আরও হৃদয়গ্রাহী।

নীলির ভালবাসা

এটি কৌতুক নকশা ও হিন্দি গানের বাংলা প্যারোডি ক্যাসেট। কৌতুক নকশা ও গানগুলির মূল উপস্থাপক কাজল। সহযোগীরা হলেন কুমকুম, হীরক, রুপু, রুনু, তাপস। গানের কথা ও কৌতুক রচনায় হামিদুর রহমান তরিক। সংকলনে রয়েছে আটটি নকশা এবং আটটি প্যারোডি।

তু চিজ বাড়ি

এই সময়ের হিন্দি ছবির তুমুল জনপ্রিয় এগারোটি গানের বাংলা রূপান্তর গেয়েছেন শিল্পী চন্দন চৌধুরী ও সাবিহা ইয়াসমীন। উল্লেখযোগ্য ক'টি গান হল এক মেয়ে চুপিসারে (ওলে ওলে), তুমি জান আমার (তু চিজ বাড়ি) সুইটি সুইটি (সেক্সি সেক্সি), তোমাকে আমি (ছোট সি আশা) তুমি এসেছিলে (যাদু তেরী নাজার) প্রেমের পাঠশালাতে (চোলি কি পিছে)।

— শামীম আহমদ

"তারকালোক" ১৫ – ৩১ জুলাই ৯৪

Produced by Soundtek



বাংলাদেশে এই প্রথম বিশিষ্ট ১৯ জন সংগীত তারকাদের নিয়ে ডুয়েট গানের অডিও ক্যাসেট "শুধু তোমার জন্য"



সাইড–এ

গানের কথা	শিল্পী	গীতিকার
তুমি আমার	তপন/শাকিলা	লতিফুল ইসলাম
তুমি কি কখনো	মিলু/ফাহমিদা আলম	সাইফ
নিঝুম রাতে	আগুন/সুমনা হক	লতিফুল ইসলাম
মনে পড়ে গেল	নিলয়/ফাহমিদা আলম	সাইফ
তোমার চোখে চোখে	অনল/মৌটুসী ইসলাম	সাহিদুল হাসান
তোমাকে পেয়েছি	খালেক/রিজিয়া	খঃ আঃ মোত্তালেব

সাইড–বি

গানের কথা	শিল্পী	গীতিকার
সুখ মোড়ানো	রফিকুল আলম/আবিদা	কবির বকুল
একটা গোধুলী	সাদি/রিঃ চৌঃ বন্যা	সাইফ
তুমি কেন এত	ইসতিয়াক/পুনম প্রিয়ম	কামরুজ্জামান কাজল
মিঁ লগন	শামিম আহমেদ/রিজিয়া	নূরুল ইসলাম
আমার একটা আকাশ	মোঃ শামিম/মৌটুসী	নূরুল ইসলাম
ঘুমন্ত রাত্রিটা	মিলু/ফাহমিদা আলম	কাওসার আলম চৌঃ

প্রযোজনা পরিবেশনা
সাউন্ডটেক ইলেক্ট্রনিক্স

বাংলাদেশে এই প্রথম বিশিষ্ট ১৯ জন সংগীত তারকাদের নিয়ে ডুয়েট গানের অডিও ক্যাসেট





সার্বিক তত্বাবধানে ঃ
পলিফনিক

সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা ঃ
আশিকউজ্জামান টুলু

সৌজন্যে ঃ
সব সময় কোকা-কোলা

পরিবেশক
সাউন্ডটেক ইলেকট্রনিক্স
৩০, পাটুয়াটুলী (সালাম ম্যানসন), ঢাকা। ফোন ঃ ২৫৭৮৬৮

Soundtek

তারকালোক ১-১৪ সেপ্টেম্বর ৯৪

বাংলাবাজার পত্রিকা মে ৪/৯৬

'শুধু তোমার জন্য' ক্যাসেটের চাহিদা বেশি

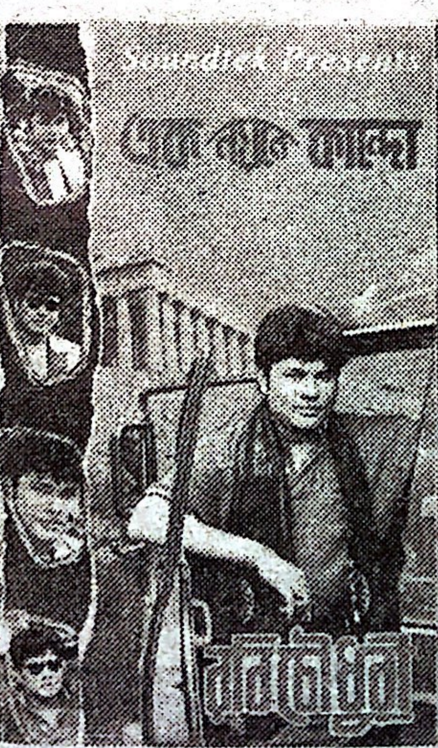


শুধু তোমার জন্য ● আধুনিক বাংলা গানের ক্যাসেট 'শুধু তোমার জন্য'। দেশের সেরা শিল্পীদের গান নিয়ে ক্যাসেটটি বের করেছে সাউন্ডটেক ইলেকট্রনিক্স। 'শুধু তোমার জন্য' কয়েক মাস আগে বাজারে আসলেও এর চাহিদা এখনো কমেনি। এ ক্যাসেটের শিল্পীরা হলেন—তপন চৌধুরী, শাকিলা জাফর, খালিদ হাসান মিলু, ফাহমিদা আলম, আগুন, সুমনা হক, নিলয়, অনল, মৌটুসী ইসলাম, খালেক, রিজিয়া, রফিকুল আলম, আবিদা সুলতানা, সাদি, রিঃ চৌঃ বন্যা, শেখ ইশতিয়াক, পুনম প্রিয়ম, শামিম আহমেদ এবং মোঃ শামিম। উল্লেখযোগ্য গানেব মধ্যে আছে তুমি আমার, তোমার কি কখনো, নিঝুম রাতের, মনে পড়ে গেল, তোমার চোখে চোখ, তোমাকে পেয়েছি বলে, সুখ মোড়ানো, একটা গোধূলী, তুমি কেন এত, মিষ্টি লগন, আমার একটা আকাশ এবং ঘুমন্ত রাত্রিটা। উল্লেখ্য, এ ক্যাসেটের প্রতিটি গানই ডুয়েট কণ্ঠে গাওয়া। 'শুধু তোমার জন্য' ক্যাসেটটির রেকর্ডিং মান খুবই ভাল। মিউজিক ভারসাম্যও চমৎকার।

এক নয়নে কান্দো ● এই সময়ের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রবি চৌধুরীর আধুনিক বাংলা গানের ক্যাসেট 'এক নয়নে কান্দো'। ক্যাসেটটির প্রযোজনা এবং পরিবেশনায় সাউন্ডটেক। মোট ১১টি গান নিয়ে 'এক নয়নে কান্দো'। উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে আছে—পাগল বলে, সর্বনাশী, এক সের পাবি, কোন রসিয়া, দম ফুরাইলে, এক নয়নে কান্দো, ভালবাসার নামে, দেখতে লাগে, কতবা দুঃখ, কষ্টের প্রেম এবং মন পাখিরে। সহজ কথায় মিষ্টি সুরে গানগুলোর রেকর্ডিং মান চমৎকার। মিউজিক ভারসাম্য প্রশংসার দাবি রাখে। ক্যাসেটটির শব্দ প্রকৌশলী আজম বাবু, কী বোর্ডে মানাম আহমেদ এবং পার্থ, লিড গিটারে লাবু রহমান, রিদম লিটন, পার্থ, পেয়ারু খান, তবলায় মিলন ভট্টাচার্য, বাঁশি বারী সিদ্দিকী, ঢোলে সাদেক এছাড়া প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণে ডিসফোপ্রিন্ট।

নূপুর বাজায়ে কে যায় ● সাদিয়া মল্লিক-এর নজরুল সঙ্গীতের ক্যাসেট 'নূপুর বাজায়ে কে যায়'। মোট ১২টি গান স্থান পেয়েছে এ ক্যাসেটে। গানগুলোর মধ্যে আছে চমকে চমকে, উচাটন মন ঘরে, আড়ি আড়ি, আমি চিরতরে, ও কালো বউ, অঞ্জলি লহ মোর, ঝুলে কদমকে ডারকে, রুমঝুম রুমঝুম, প্রিয় এমন রাত, আমায় নহে গো, নয়ন ভরা জল গো এবং ওকে চলিছে বনপথে। ক্যাসেটের সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বদরুল আলম বকুল। রেকর্ডিং এবং মিউজিক ভারসাম্য চমৎকার। 'নূপুর বাজায়ে কে যায়' নজরুল সঙ্গীতের এ ক্যাসেটটির প্রযোজনা ও পরিবেশনায় সাউন্ডটেক ইলেকট্রোনিক্স, পাটুয়াটুলী (সালাম ম্যানশন) ঢাকা। ফোন : ২৫৭৮৬৮

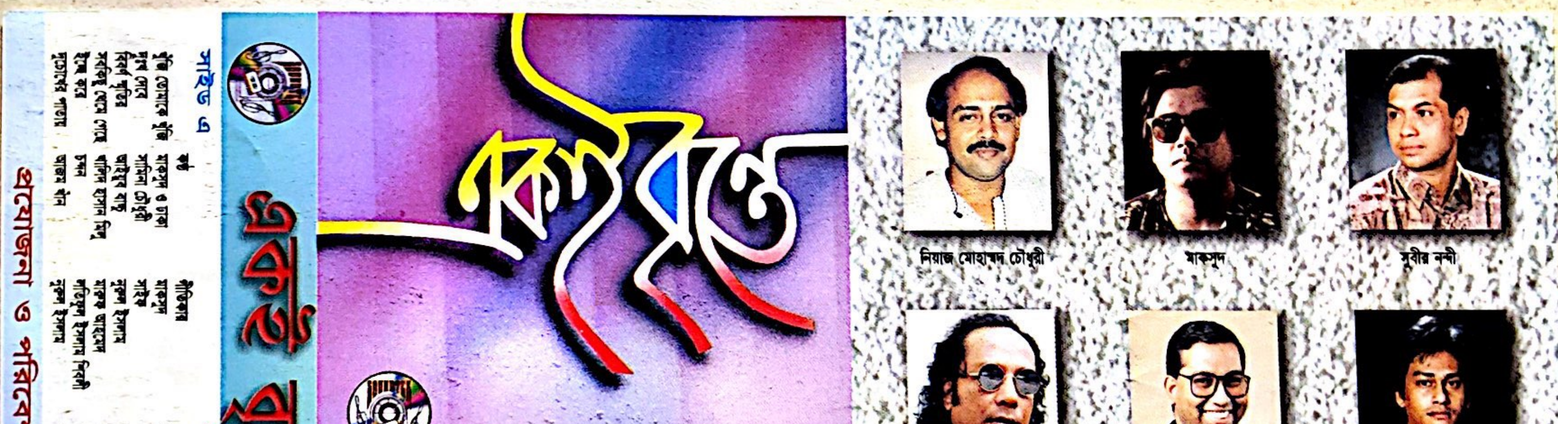






Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

২৭/১২/৮৩
ইত্তেফাক

একই বৃত্তে — **সাউন্ডটেকের বিস্ফোরন - নতুন ক্যাসেট** — একই বৃত্তে

দশ ক্যাসেটের এক ক্যাসেট-বাংলাদেশের কৃতী সব শিল্পীরা আছেন এই ক্যাসেটে- ইনশাল্লাহ বাজারে হইচই ফেলে দেবে।

নকল হচ্ছে ক্যাসেটের গায়ে
মেট্রো লেখা দেখে কিনুন।
পাওয়া যাচ্ছে সর্বত্র।

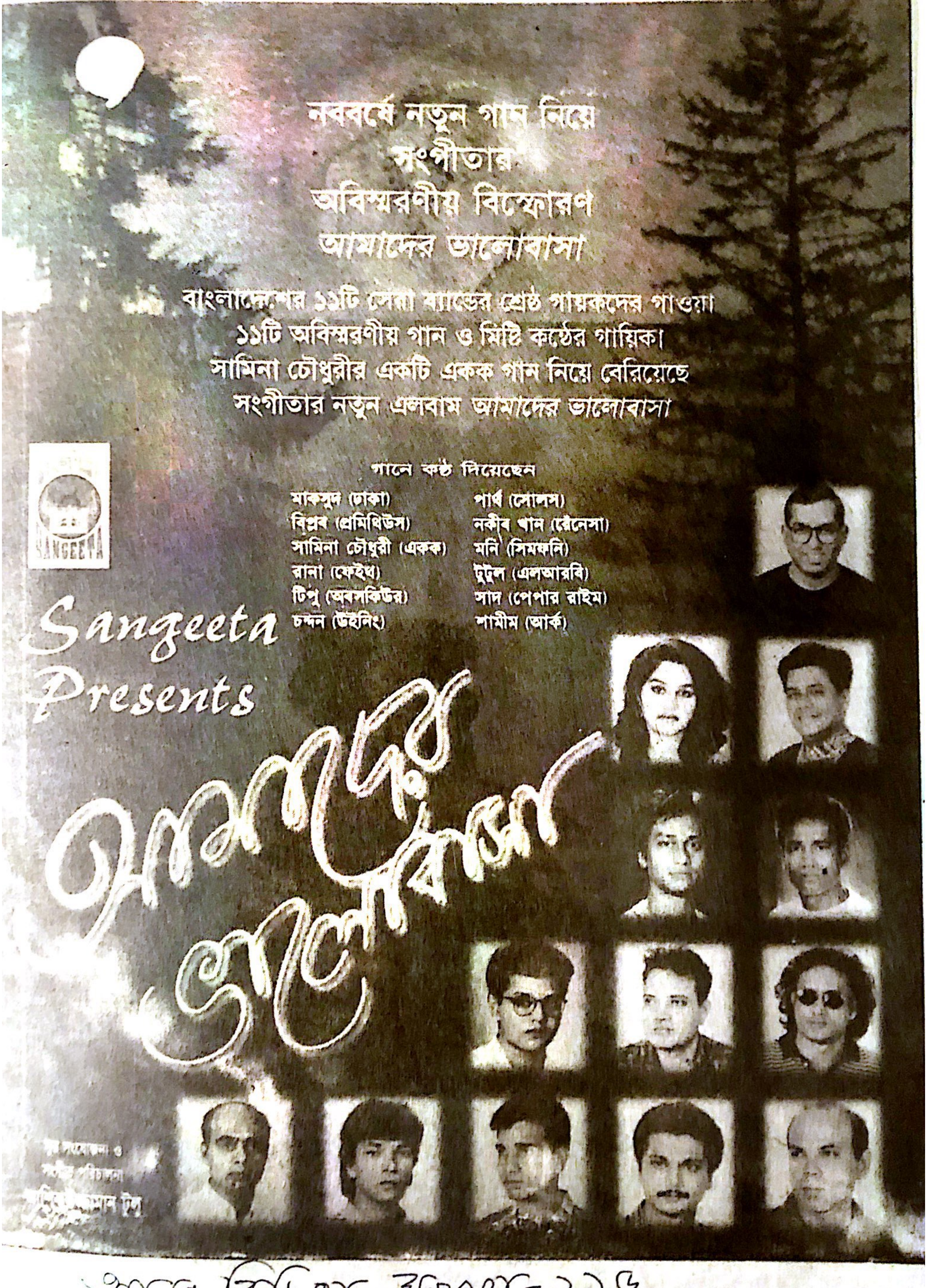




একই বৃত্তে

আজম খানের গান শুনে প্রথমে আমরা প্লাবিত হই পরে ভাবতে বসি। মাকসুদের কণ্ঠ লাবন্য ও অকৃত্রিম গায়ন ভঙ্গি দেশের জন্য পরম সম্পদ বটে। নিয়াজ মুহাম্মদ চৌধুরী ও সুবির নন্দী এমন দুই শিল্পী যারা সুর তাল লয় স্বর বিন্যাসে গানটিকে সোজা দাঁড় করিয়ে দেন তাদের গায়কী দিয়ে। সামিনা চৌধুরী এক কথায় হার্দকণ্ঠের অধিকারিনী। খালিদ হাসান মিলুর গান মানেই আবিষ্ট হয়ে থাকা। নকীব খান, শেখ ইশতিয়াকের সুর সমৃদ্ধ কণ্ঠ মহা সম্পদ অবশ্যই। পার্থ যাবেন বহুদুর। চন্দন হালের চমক বটে। ইদানিং কালে ভাল যন্ত্রানুষঙ্গ পাইনা বললেই চলে। গান আর সুরে আশিকুজ্জামান টুলু যে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা হয়না। আর হালের ক্রেজ আইয়ুব বাচ্চু হলেন এমনই এক শিল্পী যিনি কঠিনতর গানের ভূমিতে অনায়াসে স্বচ্ছন্দ পদচারন করেন।

প্রযোজনা ও পরিবেশনায় — **সাউন্ডটেক**



আনন্দ বিচিত্রা জানুয়ারী-৯৬
January 96

Scanned with CamScanner

" সিউটিক" ১৫ আগষ্ট – ১৫ সেপ্টেম্বর ৯২/৯৩

সুপার হিট কপিয়ার টুর



এ সময়ের অত্যন্ত হিট একটি ক্যাসেটের নাম কপিয়ার - টু। বেতার জগৎ পরিবেশিত পলিফোনিক-এর তত্ত্বাবধানে এটি বাজারে এসেছে গত রোজার ঈদের কদিন পরেই। এতদিন পার হয়ে যাবার পরও এখনও জনপ্রিয় কপিয়ার-টু। কিন্তু কেন? ক্যাসেটটিতে সংযোজিত হয়েছে বহুল জনপ্রিয় চোদ্দটি ইংরেজী গানের সুরে বাংলা কথা যুক্ত গান। গান গুলোর সুর যেহেতু আগে থেকেই জনপ্রিয় ছিল তাই স্বাভাবিক ভাবেই এর গ্রহন যোগ্যতা তৈরী হয়েইছিল। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানানসই রুচীশীল কথা। ভালো গায়কী আর অসাধারণ সঙ্গীত সংযোজনা ক্যাসেটটিকে অতুলনীয় করেছে। কপিয়ার-টুর সঙ্গীত সংযোজনা করেছেন আশিকুজ্জামান টুলু। লিড বাজিয়েছেন পঞ্চম, বেজ শিশির। শুধু মাত্র দস্যি মেয়ে গানটি লিখেছেন গায়ক সাইফ আর বাকী তেরটি গানই লিখেছেন এই ক্যাসেটেরই গায়ক ফেরদৌস বাপ্পী। সাতটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন হাসান, ছটিতে ফেরদৌস বাপ্পী এবং একটিতে টুলু।

বললে হয়তো কেউ বিশ্বাস করবেন না তাড়াহুড়োকরে মাত্র দুটি শিফটে কপিয়ার-টুর রেকর্ডিং শেষ হয়েছে। তাড়াহুড়োর কারণ? পরিকল্পনা ছিল রোজার ঈদেই ক্যাসেটটি বাজারে ছাড়ার। কিন্তু ঈদের আগে কোন স্টুডিওই খালিছিল না। ফলে ঈদের মাত্র দুদিন আগে শিফট পেয়েই কাজ শুরু হয়। কিছু গানের মিউজিক আশিকুজ্জামান টুলু আগেই সিকোয়েন্স করে এনেছিলেন পরে তার সাথে স্টুডিওতে বসে যোগ করেন বেজ ও লিড। লিড গিটারিস্ট পঞ্চম স্টুডিওতে বসেই লিড গুলো Practice করে বাজান। একই ঘটনা ঘটে বেজিস্ট শিশিরের বেলাতেও। তবে সবচাইতে মজার ব্যাপার ঘটে গান লেখার ব্যাপারে। সবগুলো গানই ঠিক সে সময়েই স্টুডিওতে বসে লেখা হয়। গীতিকার ফেরদৌস বাপ্পী তাঁর অনার্স তৃতীয় বর্ষের শেষ পরীক্ষা দিয়েই চলে আসেন স্টুডিওতে। এসেই গান লেখা শুরু করেন। বিকেল নাগাদ আটটা গান লেখা হয়ে যায়। প্রথম দিন রেকর্ডিং শেষ করে পরের দিন স্টুডিওতে গিয়ে ভয়েস রেকর্ড করতে গিয়ে জানা গেল। গতকাল লেখা আটটা গান হারিয়ে গেছে। প্রথম দিন যাওয়ার সময় ভুলে লেখা গান গুলো স্টুডিওতে ফেলে সবাই চলে গেছে। তন্ন তন্ন করে পুরো স্টুডিওতে গানের কাগজ গুলো খোজা হলো। না কোথাও নেই। এমনকি আবর্জনার বাক্স উল্টে পাল্টে দেখা হলো। তাতেও নেই। সবার মাথায় হাত। এখন কি হবে। এমন সময় রুডি বয় জাকির জানালো কিছু কাগজ পড়ে থাকতে দেখে সে বাসায় নিয়ে গেছে। পরে দেখা গেল ওগুলোই সেই গানের কাগজ। হাপ ছেড়ে সবাই বাচলেন।

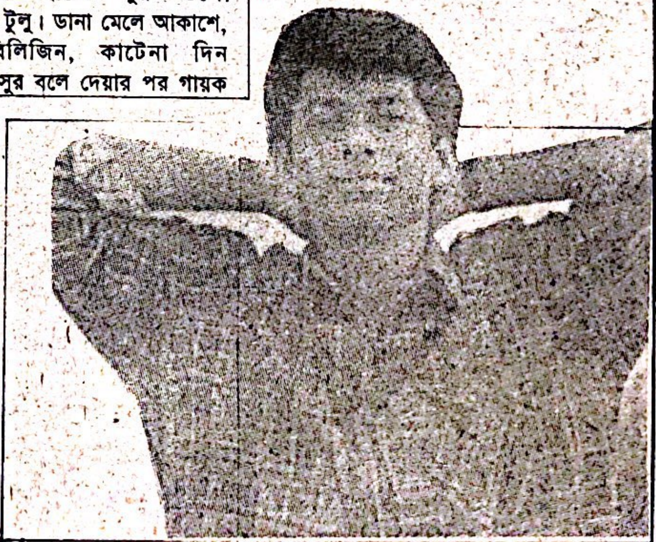
কয়েকটা গান লেখা হয় ভয়েস রেকর্ড করার আগের মুহূর্তে। এমনও হয়েছে যে গানের একটা প্যারা মাত্র লেখা হয়েছে, সেটাই রেকর্ড করে নেয়া হয়েছে। রেকর্ডিং এর ফাকে যে ক মিনিট সময় পাওয়া গেছে তখনই লেখা হয়েছে বাকী প্যারা। এই ঘটনাটা ঘটেছে বিলিজিন, গোলাপী এ দুটো গানের বেলায়। আর ফেরারী গানটার ভয়েস রেকর্ড করতে গিয়ে দেখা গেল গানের কথা ঠিক মত সাজানো হয়নি। নতুন করে সাজানোর মত সময় তখন হাতে নেই। কি করা, মনে যে কথা আসে তাই গাওয়া হলো। কি আশ্চর্য ঠিক ঠিক সুরের সাথে কথা মিলে গেল।

এতো গেল গান লিখতে গিয়ে কি বিপত্তি ঘটলো। এবার শুনুন গান গাইতে গিয়ে কি ঘটলো। নির্বাচিত গান গুলো আগে আগে শোনা থাকলেও গান রেকর্ড করার আগে আর শুনে নেয়া হয়নি। ফলে হাসান আর ফেরদৌস বাপ্পী দুজনেই ভুলে গিয়েছিলেন সুর গুলো। যতটুকু সুর মনেছিল তাই গাইছিলেন আর যে জায়গায় সুর ভুলে গেছেন প্যানেল থেকে মাইক্রোফোন হাতে সুর গুলো বলেদিচ্ছিলেন টুলু। ডানা মেলে আকাশে, ফেরারী, বিলিজিন, কাটেনা দিন এগানগুলোর সুর বলে দেয়ার পর গায়ক দুজন গেয়েছেন। সবচাইতে মজার ঘটনা ঘটে 'পথ চেয়ে রই' গানটি নিয়ে। গানটির ভোকাল হাসান জীবনে কোনদিনও গানটি শোনেননি। রেকর্ডিং-এর দিনই প্রথম শোনেন। টুলু প্রতিটি সুর বলে দিচ্ছিলেন আর তাই শুনে গাইছিলেন হাসান। রেকর্ডিং এর সময় বেশ হাসাহাসি হয়েছিল গোলাপী গানটি নিয়ে। কারো কোন ভুল হলেই একজন আরেকজনকে আঙ্গুল তুলে গাওয়া শুরু করতো ইয়েহ ..... গোলাপী। আর আই অফ দি টাইগার গাওয়াহতো ভাই অফ দি টাইগার বলে।

ঈদের আগের দিন রাত চারটায় কপিয়ার-টুর সবকাজ শেষ হয়। কিন্তু ক্যাসেট কভার রেডী না হওয়ায় ঈদে ক্যাসেটটি বাজারে আসতে পারেনি। এটির রেকর্ডিং হয়েছিল সিমফনী স্টুডিওতে। রেকর্ডিস্ট ছিলেন বাদল, জামাল ও রনি।

কপিয়ার টু-এর সবচাইতে জনপ্রিয় গান 'কাটে না দিন' নিয়ে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। টিভির অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে কিছু কিম্ভুতকিমাকার ছেলে এই গানটি পরিবেশন করে। অথচ গানটির গায়ক হাসান। এ ঘটনায় কপিয়ার-টু-এর আয়োজক পলিফোনিক বিস্মিত, ক্ষুব্ধ হয়। এই নিন্দনীয় ঘটনায় তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

কপিয়ার-টুর নির্মাতারা খুব শীঘ্রি আরেকটি ক্যাসেট বাজারে ছাড়ছেন। এতে ও বারটি জনপ্রিয় ইংরেজী গানের সুর অবলম্বনে ভিন্ন আঙ্গিকে বারটি গান থাকছে। এটিরও সব গান লিখছেন ফেরদৌস বাপ্পী, সঙ্গীত সংযোজনা আশিকুজ্জামান টুলু।



✍ ফখরুদ্দিন আহমেদ।

Scanned with CamScanner